উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 15 December 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 206

রংদার রোববার

শীত এবং বর্ষা ঋতুর একটা মজা আছে। যখন সে আসে না, লোকে বলে, কবে সে আসবে? আবার এলে সমস্যা অন্য। লোকে বলে, কবে সে যাবে। শেষপর্যন্ত শীত এবার এল বাংলায়। বাংলার তিন প্রান্তের শীতের মজা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ।

স্বাগত শীত

▸▸ ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

স্বপ্ন ফেরি হাজার শাবানা-লতার

কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লবে অন্যতম দিক, হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মেয়েরাই অন্য জীবনের সন্ধান পাচ্ছেন। সমাজে ছড়াচ্ছেন নতুন আলো। আজ তৃতীয় কিস্তি।

কালিয়াচকের স্কুলে আলো ছড়াচ্ছে মেয়েরা।

ও আলোর পথযাত্রী

রণবীর দেব অধিকারী ও সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ ডিসেম্বর : ক্লাসের ফাঁকে নিজের জীবনকাহিনী শোনাচ্ছিল ক্লাস নাইনের শাবানা আজমিন। 'জানেন, আমার বয়স তখন সাড়ে ৩ বছর। হঠাৎ একদিন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।'

কী হয়েছিল আসলে? ছোট্ট শাবানার বাবা একদিন পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সবাই ভেবেছিল, অকূল পাথারে পড়ে কোন দিকশূন্যপুরে হয়তো ভেসে যাবে মেয়েটা। কারণ, মাথার উপরে তখন বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। মা বিড়ি বাঁধেন। তাই দিয়েই কোনওক্রমে চলছিল মা-মেয়ের সংসার। কিন্তু মেয়ের চোখে যে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন! তার কী হবে? ঠিক সেই সময়েই পাশে এসে দাঁড়ায় কালিয়াচক আবাসিক মিশন।

শাবানার কথায়, 'বাবার একটা ছোট মুদিখানার দোকান ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মা বিড়ি বেঁধে যে উপার্জন করে, তা দিয়ে কি ভালোভাবে পড়ালেখা চালানো যায়? আমার এই স্কুল ও স্কুলের স্যররা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করছেন। বড় হয়ে আমি ফিজিক্সের অধ্যাপক হতে চাই। স্যরদের উৎসাহ ও সহযোগিতাতেই আমি সেই স্বপ্ন পূরণের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।'

লতা সিংহ। ক্লাস টেন। বাড়িতে রয়েছেন পেশায় কাঠমিস্ত্রি বাবা, মা, দিদি ও ভাই। দিদি তনুশ্রী ইংলিশ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পথের 'কাঁটা'

ঠিকাদারদের প্রতি রুষ্ট গৌতম, ধমক কর্তাদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : টেন্ডার হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। কাজ শুরু হয়নি। অতএব পথের যন্ত্রণা নিয়ে শহরবাসীর কটু কথা শুনতে হচ্ছে মেয়রকে। প্রায়শই আসছে ভূরিভূরি অভিযোগ। শনিবার টক টু মেয়র-এ এমন অভিযোগ পেয়ে মেজাজ বিগড়ে যায় মেয়র গৌতম দেবের। রাস্তার কাজের বরাত নিয়েও যে সমস্ত এজেন্সি কাজ করছে না, সেগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মেয়র বলেছেন, 'কাজ হাতে নিয়ে ফেলে রাখবে। মানুষ ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন, আর আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে- এটা সহ্য করব না।'

তাঁর নিশানায় দপ্তরের আধিকারিকরাও। মেয়র বলছেন, 'আপনারা এসব নিয়মিত নজরদারি করছেন না কেন? দ্রুত পদক্ষেপ করুন নতুবা আমি আপনাদের বিরুদ্ধে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হব।'

এদিন টক টু মেয়র-এ ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর ময়দান ও সংলগ্ন এলাকায় বহিরাগতদের অত্যাচার এবং মোটরবাইকের দাপাদাপি নিয়েও অভিযোগ আসে। মেয়র পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

সবথেকে বেশি অভিযোগ এসেছে রাস্তা খারাপ নিয়ে। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আদিত্য রায় এদিন ফোন করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পাশের রাস্তাটি খারাপ। এই রাস্তাটি মেরামতির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। মেয়র দ্রুত বিষয়টি দেখার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।' এরপরেই ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তি ফোন করে সত্যেন বসু বাই লেন সহ পাশের আরও একটি রাস্তা

দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। আশপাশের অন্য ওয়ার্ডের রাস্তাগুলি তৈরি হলেও তাঁদের ওয়ার্ডে রাস্তা হচ্ছে না বলে নালিশ করেন। তাঁকে থামিয়ে মেয়র বলেন, 'আমি আপনাদের এলাকার দুটি রাস্তা তৈরি করার জন্য টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শহরে গীতা পাঠে মিশবে বাংলাদেশি কণ্ঠ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : কাওয়াখালির মাঠ এখন 'কুরুক্ষেত্র ময়দান'। গেরুয়া ধ্বজায় ভরে উঠেছে চারদিক। রবিবাসরীয় সকালেই এখানে গীতা পাঠে শামিল হবে 'লক্ষ কণ্ঠ'। শিলিগুড়ি তো বটেই, ভিনজেলা থেকে প্রচুর মানুষ আসছেন এই বৃহৎ ধর্মীয় কর্মযজ্ঞে শামিল হতে। অবাক করা বিষয়, বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ, পঞ্চগড়ের মতো এলাকা থেকেও হিন্দুরা নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে শিলিগুড়িতে হাজির হয়েছেন শুধুমাত্র লক্ষ কণ্ঠে গলা মেলাবেন বলে।

কিশোরগঞ্জের নিখিলের গলায় উচ্ছ্বাস, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় জানতে পারি, শিলিগুড়িতে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ হবে। তারপর আর নিজেকে চেপে রাখতে পারিনি। ভিসা আগে থেকেই ছিল। মেয়াদ শেষ না হওয়ায় এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।' পঞ্চগড়ের সন্তোষ অবশ্য খানিক উদ্বেগের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁর কথায়, 'চারদিকে অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। ঠাকুরের কৃপায় আমরা এখনও বেঁচে আছি। নতুন করে কোনও ভিসা পাওয়া যাচ্ছে না, পুরোনো ভিসার মেয়াদ এখনও রয়েছে। তাই এসেছি। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করে ফের দেশে চলে যাব। বাড়িতে পরিবারের সকলে রয়েছে, ওদের জন্য চিন্তা হচ্ছে।'

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তীতে হাসিনা সরকারের পতন। গত অগাস্ট থেকে চরম অস্থিরতা চলছে বাংলাদেশে। খোদ সে দেশের তদারকি সরকার স্বীকার করে নিয়েছে, অতি সম্প্রতি ৮৮টি হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেখানে। শুক্রবারই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ঢাকাকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। এমন আবহে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের আয়োজকরা প্রথম থেকেই দাবি করেছিলেন, সব ঠিক থাকলে বাংলাদেশ থেকে ২০০-২৫০ জন আসতে পারেন। কিন্তু

নতুন করে ভিসা বন্ধ করায় সেই সংখ্যাটা কমেছে। যাঁদের পুরোনো ভিসার মেয়াদ রয়েছে, তাঁরাই কেবল আসার সুযোগ পাচ্ছেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ জন রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। কিন্তু সুরক্ষার কথা ভেবে অধিকাংশই নাম, পরিচয় প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না।

নিখিলের কথায়, 'কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে থাকি। এলাকাটি সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পৈতে লুকিয়ে নমাজ, স্মৃতিতে ডুবে মুক্তিযোদ্ধা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : পাক সেনাদের কোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিজের পৈতে তাবিজের ভেতর ঢুকিয়ে মুসলিম সেজেছিলেন। পাক সেনার কর্মকাণ্ডের গোপন ছবি তুলে ভারতীয় সেনার কাছে পৌঁছে দিতেন। নাম নিয়েছিলেন সামশের আলি। এককথায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর সেই গুপ্তচরের মন ভেঙে গিয়েছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে। ডুয়ার্সের চালসায় এক কানাগলিতে ভাঙাচোরা ঘরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আওড়ান বাংলার প্রাক্তন 'জেমস বন্ড' সোমনাথ চৌধুরী। বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আমাদেরও অবদান ছিল।'

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের নেপথ্যে ভারতীয় সেনার অবদান অস্বীকার করার নয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের যাঁরা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে গর্জে উঠেছিলেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হয়ে সোমনাথ নদিয়া জেলা লাগোয়া কুষ্ঠিয়া ও ফরিদপুরে পাক সেনাদের গতিবিধি, কর্মকাণ্ডের গোপন ছবি তোলার দায়িত্বে ছিলেন। সেই সোমনাথ এখন চালসার বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় দেখছেন সেই বাংলাদেশের মানুষের একাংশের ভারত-বিরোধিতা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাত্র-পাত্রী

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কাটবে। বাবার সঙ্গে হঠাৎ অযথা ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে। যে কাজ হাতে নিয়েছেন, এই সপ্তাহেই তা শেষ হবে। রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্কে জড়ালে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচাতে পারলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন।

বৃষ : ব্যবসার কাজে সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকতে হবে। জরুরি কাজ এ সপ্তাহে শেষ করার চেষ্টা করুন। ছেলের পরীক্ষার ফল আপনাকে খুশি করবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যার মুখোমুখি। বাড়ির কাজে দূরে যেতে হতে পারে। এ সপ্তাহে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি।

মিথুন : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিত হবেন। হঠাৎ নতুন ব্যবসা নিয়ে বড় পরিকল্পনা। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। অফিস পরিবর্তনের চিন্তা করতে পারেন। এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

কর্কট : নিজের প্রচেষ্টা জারি রাখতে এ সপ্তাহে আশাতীত সুফল পাবেন। যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসা ঝামেলা কাটবে। পুরো সপ্তাহজুড়ে শারীরিক সমস্যা লেগে থাকবে। দাম্পত্যে অশান্তি কমবে।

সিংহ : ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ করতে হতে পারে। অফিসের কোনও জটিল কাজ নিজের দক্ষতায় সম্পন্ন করে জনপ্রিয় হবেন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। কেরিয়ারের বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা করতে না পারলে অনুতাপ করতে হতে পারে। বাড়ির কাজে পরিশ্রম করতে হবে। প্রেমে সামান্য জটিলতা।

কন্যা : কোনও ঝামেলার সমাধান হওয়ায় মানসিক শান্তি ফিরবে। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। কোনও প্রিয়বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকুন।

তুলা : এ সপ্তাহে সবকিছু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অকারণে বহু অর্থব্যয় হয়ে যেতে পারে। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে অহেতুক চিন্তা। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হওয়ায় সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় মানসিক অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ক্রীড়াবিদরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান। অফিসে আপনার পদোন্নতির সংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে যতটা সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

ধনু : অহেতুক কারও ওপর রেগে গিয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারেন। পুরোনো কোনও সম্পত্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। ব্যবসার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ এ সপ্তাহে প্রয়োজন তা হাতে পেতে সমস্যা হবে। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করে সমস্যায়।

মকর : কোনও পরিচিত মানুষকে বিশ্বাস করতে গিয়ে এ সপ্তাহে সমস্যায় পড়বেন। কোনও গোপন প্রকাশ পাওয়ায় সমস্যা হতে পারে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারেন। রাস্তায় কোনও বিতর্কে যাবেন না। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রিয় মানুষের পরামর্শ নেওয়া ভালো। উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটবে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ এ সপ্তাহে মঞ্জুর হবে। বাবার পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি। হাঁটু ও কোমরের ব্যথা ভোগাবে।

মীন : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটায় স্বস্তি। নতুন সম্পর্ক নিয়ে দোলাচল থাকবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমাজে প্রশংসিত হবেন। নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় খুশি হবেন। পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ায় আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৯ অঘোন, সংবৎ ১৫ মার্গশীর্ষসুদি, ১২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৫, অঃ ৪।৫০। রবিবার, পূর্ণিমা দিবা ২।৩৬। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৩।২৮। শুভযোগ রাত্রি ৩।৪১। ববকরণ দিবা ২।৩৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।৫৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৫২ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৩।২৮ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ২।৩৬ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।১৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১১।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১২। ৫২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।২৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- গর্ভাধান গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।৩৬ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন নিষ্ক্রমণ দীক্ষা গ্রহপূজা। বিবাহ-রাত্রি ৯।২১ গতে ১।১৩ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ২।৫৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে সিংহ কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।১৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

ম্যাগনাস এক্সের দাম কমছে

নিউজ ব্যুরো

১৪ ডিসেম্বর : ভারতবর্ষের অন্যতম জনপ্রিয় ইলেক্ট্রিক স্কুটার অ্যাম্পিয়ার ম্যাগনাস এক্স এবার তার দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন এই স্কুটারের দাম ছিল ৯৪,৯০০ টাকা। এবার দাম হচ্ছে ৭৪,৯৯৯ টাকা। সকলের ধারণা এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সকলের উপকারে আসবে। গত ১৬ বছর ধরে অ্যাম্পিয়ার ভারতের জনগণের কাছে একটি ভরসাযোগ্য নাম। ম্যাগনাস এক্স মডেলটির রেঞ্জ ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। তাই শহরে চলাচলের পক্ষে এই স্কুটার অত্যন্ত কার্যকরী বলে দাবি নির্মাতাদের। সেইসঙ্গে এর ডিজাইন, শক্তিশালী চেসিস তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেইসঙ্গে রয়েছে রিভার্স মোডের সুবিধাও। এই স্কুটার চালানোটাও আরামদায়ক। কারণ এর রয়েছে লম্বা লেগরুম ও ফুট বোর্ড। আর অ্যাম্পিয়ার কেয়ার-এর আফটার সেলস সার্ভিসও ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয়। যে কোনও রকম সমস্যার নিশ্চিন্ত সমাধান।

বাইসনের হানায় জখম বন সহায়ক

শালকুমারহাট, ১৪ ডিসেম্বর : সম্প্রতি চিলাপাতার জঙ্গলে বুনো হাতির হামলায় তিন মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। গ্রামের কেউ যাতে জঙ্গলে ঢুকতে না পারেন, সেজন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রতিটি রেঞ্জ এবং বিটে চলছে নজরদারি। এবার নজরদারি চালাতে গিয়েই বিপদে বনকর্মী। শনিবার জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ধইধইঘাট বিটের জঙ্গলে নজরদারি চালাচ্ছিলেন ছয়জন বনকর্মী। তাঁদের মধ্যে আশিস নার্জিনারি নামে একজন বন সহায়কও ছিলেন। ধইধইঘাট বিটের জঙ্গলের পূর্বদিকে শিলতোর্ষা নদী। এই নদীতে রোজ গ্রামের শ্রমিকরা বালি-পাথর তুলতে যান। শ্রমিকরা যাতে জঙ্গলের পথ ব্যবহার করতে না পারেন, সেজন্য এদিন লাঠিহাতে বনকর্মীরা টহল দিচ্ছিলেন।

আচমকাই বনকর্মীদের সামনে পড়ে যায় একটি বাইসন। বাকি বনকর্মীরা সরে পড়লেও আশিস পারেননি। বাইসনটি তাঁর তলপেটে শিং দিয়ে গুঁতো দেয়। বাইসনটিকে তাড়ানোর পর বাকি বনকর্মীরা আহত আশিসকে প্রথমে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোই বলেন, 'জখম ওই বনকর্মীর চিকিৎসা চলছে। তবে এখন তিনি ভালো আছেন। বন দপ্তরের তরফে তাঁর যাবতীয় চিকিৎসার ভার বহন করা হবে।' এদিনের ঘটনার পর জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষ কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ধইধইঘাট নর্থ যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভাপতি জনক সিংহরায়। তিনি বলেন, 'বনকর্মীরাই যেখানে অসহায়, সেখানে গ্রামের মানুষ আর কতটা সুরক্ষিত, তা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠবেই।'

পাত্র চাই

■ সরকার, 21/5'-1", M.A. পাঠরতা, ফর্সা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 8250545053. (C/113345)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ বোস, বয়স ৩৩, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা। পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/113528)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 34+/5'-4", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ সুচাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9635540357. (C/113867)

■ বিধবা, 40+, কায়স্থ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ। (M) 8001833429. (C/113711)

■ রাজবংশী, 40/5'-3", MBBDO সরকারি স্থায়ী চাকরি। অনূর্ধ্ব 44, স্বঃ/অসবর্ণ ডাক্তার পাত্র চাই। (M) 9593762596.

■ মোদক, 25+/5'2", M.Pharm (Gold Medalist), Asst. প্রফেসার, P.hd অধ্যয়নরত। উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M-9775829118. (M/112636)

■ কায়স্থ, পাল, 25/5'4", উচ্চমাধ্যমিক পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কাশ্যপ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মচারী। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 7679700250. (M/112636)

■ সাহা, 28/5', M.A. পাশ, মধ্যবিত্ত পরিবার, জয়গাঁও নিবাসী, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9733244203, 9679889887. (C/113933)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো-বার। (M) 7076784540. (C/113714)

■ সাহা, 24+/5'-2", M.A. (English), B.Ed., একমাত্র কন্যা, সুশ্রী। শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 31, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/MD বা MS Doctor পাত্র চাই। মোঃ 9609018637. (D/S)

■ পাত্রী সাহা, 26+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/113931)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Make up Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/113889)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, দেবারিগণ, কর্কট, 30/5'-1", M.A. (Eng.), ফর্সা, সুশ্রী। সরকারি/ব্যাংক/হাইস্কুল শিক্ষক/রেল/ডাক্তার/ইঞ্জিঃ পাত্র কাম্য। (M) 8972058123. (S/M)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 30, M.A., নাচে নিপুণা, পায়ে সামান্য অসুবিধা আছে, সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 9477058929. (C/113353)

■ পাত্রী নমঃ, 36/5', মাধ্যমিক পাশ। 45 বছরের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : সন্ধ্যা 6-9টা। (M) 9434307829. (C/113354)

■ বৈদ্য, 33/5'-1", DCA, B.A. Eng.(H), পাত্রীর জন্য বৈদ্য, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। B.Tech. অগ্রগণ্য। স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। WhatsApp-8927939450, 9434460974. (C/113940)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, 5', M.A. পাশ, নৃত্যে রত্ন, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, MNC-তে কর্মরত সুপাত্র কাম্য। (M) 9475396307. (C/113940)

■ পাত্রী মুসলিম, 32/5'-3", B.A., D.El.Ed. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, (পিতা মৃত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী)। পাত্রীর চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 9749185706, 9869674639. (D/S)

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC। বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন-B.A. Eng. (H), 32/5'-2", PNB ব্যাংকের স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/113940)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, ২৭/৫'-৩", ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., CBSE (বেঃ সঃ) স্কুলে চাকরিরতা। উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7365024062. (D/S)

■ তাম্বুলী, 46/5'-1", H.S., সুশ্রী, আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটে ডিপ্লোমা, নিজস্ব ব্যবসা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী, দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র কন্যার জন্য কেবলমাত্র জলপাইগুড়ির সুপাত্র কাম্য। টার্নিংপয়েন্ট, ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ি। (M) 9749672153 (কেবল 8.30 P.M. - 10 P.M.). (C/113632)

■ গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, ফর্সা, ২৭+/৫'-8", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474141283. (S/N)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭, প্রাইভেট চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/113938)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, Slim, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র ও ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, সৎ ও সাংসারিক, নেশাহীন, শিলিগুড়িতে বসবাসে ইচ্ছুক যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8016578028, 8240172773. (C/113938)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ২৬, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ, এইরূপ সুপাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9332120790. (C/113938)

■ নমশূদ্র, 22+/5'-3", B.A. রানিং, ঘরোয়া, সুন্দরী, ব্যবসায়ী ছোট পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9734488572. (C/113938)

■ কায়স্থ, মধ্যবিত্ত, 23/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, ভদ্র, শান্তস্বভাবের সুশ্রী মেয়ের জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/113938)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-২", B.Sc., সুশ্রী, চাকরিজীবী, দাবিহীন, নেশাহীন অনূর্ধ্ব ৩৫, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9475765192.

■ রাজবংশী, 28/5'-2", B.Sc. নার্সিং, সরকারি কর্মরতা, পিতা-মাতা উভয়ই হাইস্কুল শিক্ষক। ভাই ডাক্তারি পড়ুয়া, সরকারি কর্মরত, 33-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। দুই দিনাজপুর, মালদা অগ্রাধিকার, মাধ্যম ছাড়াই যোগাযোগ- 8918275341. (C/114205)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, 24+, B.Com. পাশ, নিজস্ব ওষুধের দোকান, নিজ গৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য 23-এর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সন্নিকটে অগ্রগণ্য। (M) 9832096013. (C/113895)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 32, নিজগৃহ, B.A. Sociology Honours, FIN Tech.-এ কর্মরত। প্রকৃত সুন্দরী, 5'-2"-3"-এর মধ্যে, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি ব্যতীত। সরাসরি যোগাযোগ করুন- 9614372116. (C/113896)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, 33/5'-8", বেসরকারি কর্মরত, শিলিগুড়িতে বাড়ি, জলপাইগুড়ি কর্মরত পাত্রী অগ্রাধিকার। মোঃ নম্বর : 8436638149. (C/113630)

■ কায়স্থ, 32/5'-6", B.Tech. Civil, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। অসবর্ণও চলিবে। (M) 8207093110. (C/113622)

■ 34, ডিভোর্সি, কায়স্থ, 5'-10", B.Tech., সরকারি অফিসার পদে কর্মরত, শিলিগুড়িতে বাড়ি, কলিতে ফ্ল্যাট, বাবা Rtd., পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 080-69074943. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34 বছর বয়সি, কায়স্থ, মিত্র, MBA করা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই (জাতিভেদ নেই)। 080-69075222. (K)

■ কায়স্থ, 32/5'-10", Ph.D, University Professor, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র ছেলের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য (জাতিভেদ নেই ভালো পরিবারের জন্য)। 080-69141340. (K)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর বয়স, B.Tech. ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার। ব্যাঙ্গালোরে MNC কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. 9C/113938)

■ জন্ম ১৯৮৯, বালুরঘাটের বাসিন্দা, B.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ অধীনস্থ ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113938)

■ জন্ম ১৯৯০, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113938)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ২৫, সেন্ট্রাল গভঃ-এর ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/113938)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য, দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113938)

পাত্রী চাই

■ পাত্র চার্টার্ড ইঞ্জিঃ, 37/5'-8", Central Govt.-এর অফিসার। সুদর্শন এবং একমাত্র সন্তান। পাত্রী উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, স্লিম, বয়স 30-32, উচ্চতা 5'-3"- 5'-4", চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। দেবারি নয় পাত্রী কাম্য। মোঃ 8972261615. (N/M)

■ শিলিগুড়ি, নিজ বাড়ি, গাড়ি, মা-বাবা, ২ ছেলে, ৩২/৫'-৬", সাহা, সুদর্শন। B.A. Pass, SMC Driver এবং গাড়ির ব্যবসা। ঘরোয়া, সুশ্রী, মার্জিত পাত্রী কাম্য। (M) 9434496333. (C/113930)

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 34/5'-6", জলপাইগুড়ি পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত। পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113348)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, 35, অধ্যাপক (গভঃ), অনূর্ধ্ব 28, ঘরোয়া, সুশ্রী, অদেবারি পাত্রী চাই, শিলিঃ/জলঃ অগ্রগণ্য। 9434233659 (6-9 P.M.). (C/113891)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, ব্যবসায়ী, 35/5'-1", নরগণ, মেষ রাশি, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9775973888. (C/113900)

পাত্রী চাই

■ একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, 34/5'-8", M.A., B.Ed., MLibs, স্বাস্থ্যবিভাগে Librarian পদে enpanelled, Share কারবারের সঙ্গে যুক্ত। কোচবিহার শহরে তিনতলা বাড়ি, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, পেনশনভোগী। চাকরিরতা, সাংসারিক, সুশ্রী পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 9932204937. (C/113124)

■ ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তী, কাশ্যপ গোত্র, 30/5'-7", স্নাতক, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, School-NET (District Co-ordinator) কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোবাইল : 8927813434. (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-2", M.A., B.Ed., 37+, বেসরকারি (Construction Company)-তে কর্মরত। 30000-35000 টাকা উপার্জন পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পাত্রী কাম্য। Mob : 8906485202. (C/113349)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 29+/5'-8", BE (JU) Executive Management IIM Ahmedabad Tata Project পুনেতে Manager হিসেবে কর্মরত। উপযুক্ত শিক্ষিতা, কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। স্ববর্ণ কাম্য। (M) 8918423740, 9800698088. (C/113888)

■ গুয়াহাটি নিবাসী, বারুজীবী, 29 বছর, 03-12-1995, বিটেক (CSC), VIT Vellore, মাঙ্গলিক, MNC Kolkata কর্মরত, সুদর্শন, দেবগণ পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরা যোগাযোগ করিবেন। (M) 6002799320. (C/113874)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যানার্জি ব্রাহ্মণ, 33, B.Com, 5'-7", বেঃ সরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9475394644. (C/113848)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 46+'এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ পাত্র 30+/5'7", M.Sc জেনারেল S.B.I-এ স্থায়ী চাকরি। একমাত্র পুত্রের সুন্দরী, স্লিম, ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, মালদা অগ্রগণ্য। M-9434112837. (M/112624)

■ বৈশ্য সাহা মালদা 30+/5'7" একমাত্র পুত্রসন্তান, MS(US), MNC(US), শীঘ্রই দেশে ফিরবে। যোগ্য পাত্রী চাই। IT অগ্রগণ্য। M/WA- 9614935794. (M/E.D)

■ কায়স্থ, 37/5'3.5", স্লিম, নেশাহীন, উচ্চশিক্ষিত সরকারি প্রঃশিঃ। উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রী চাই। M-9434578958. (M/112636)

■ রাজবংশী, 34/5'-10", B.Tech., Bengaluru MNC-তে কর্মরত (25 LPA), বাবা Govt. Officer, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69074907. (K)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 31/5'-8", M.Tech., Govt. Bank-এ Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/113938)

■ পাত্র কায়স্থ, 32+/5'-8", B.Tech., রেলে উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9432076030. (C/113938)

■ কর্মকার, ৩০/৫'-৯", ১২ দিনের ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের পাত্রী চাই। কোর্টের পেপার আছে। (M) 9434840464. (C/113938)

■ 34, ডিভোর্সি, কায়স্থ, 5'-10", B.Tech., সরকারি অফিসার পদে কর্মরত Land Reformes বিভাগে কর্মরত। শিলিগুড়িতে বাড়ি, কলিতে ফ্ল্যাট, বাবা Rtd., পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 080-69074943. (K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113938)

■ SBI-তে স্থায়ী পদে কর্মরত, B.Tech., 33+/5'-9", ফর্সা, সুদর্শন, উচ্চবিত্ত কায়স্থ পরিবার, General caste, ২৮ অনূর্ধ্বা ঘরোয়া, সুদর্শনা, শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 8240172773. (C/113938)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ২৯+, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9332120790. (C/113938)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৫", নর, B.Com., বেঃ সঃ, শিলিগুড়িতে দুটি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 7407956952. (C/113899)

■ কোচবিহার নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 30+/5'-11", M.Sc., B.Ed., স্বাস্থ্য দপ্তরে (NHM) কর্মরত, পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9083408719. (C/113131)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, 35/5'-7", একমাত্র পুত্র, B.Tech., বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার। 30 বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8768394547, 9474905419. (C/113898)

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, নিজস্ব গাড়ি চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, ২৭/৫'-১১", কাশ্যপ গোত্র, নিম্ন মাঙ্গলিক, দেবগণ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, নিজস্ব গৃহ, দুই ভাই, মাতা বর্তমান, কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ৯৪৩৪৭৪৫১৯৬. (M/M)

■ কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, প্রপারে ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী। ভদ্র, শিক্ষিতা, সাধারণ পাত্রী কাম্য। 9635715254. (C/113881)

■ পাত্র মাহিষ্য, Gen., 29/5'-4", B.Tech., মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি। ফর্সা, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478682965. (C/113884)

■ পাত্র রাজবংশী, 27/5'-10", B.E., সরকারি ব্যাংককর্মী। চাকরিজীবী মা-বাবার একমাত্র সন্তানের জন্য 24 অনূর্ধ্ব, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9476358685. (C/113878)

■ যোগীনাথ, কোচবিহার, নরগণ, 28/5'-5.5", M.Sc., PGT Chemistry, কেঃ সঃ চাঃ। 26 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 7076161779. (C/113127)

■ জেনারেল, 34/4'-8", কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। পাত্রী কাম্য। মোঃ 9474033880, 7719265785. (C/113128)

■ বারুজীবী, 35+/6'-2", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. (Hons.), দ্বিতল বাড়ি, গাড়ি। লম্বা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8910996817, 9051319745. (C/113130)

■ কায়স্থ, 35/5'-4", সঃ চাঃ (Transfer job), 30-এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9474085475. (C/113880)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, 34/5'-5", B.A., ব্যবসায়ী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী, একমাত্র সন্তান, কোচবিহার শহর নিবাসী। যোগ্যতাসম্পন্না পাত্রী কাম্য। (M) 9734016827. (C/113123)

■ গন্ধবণিক, ৩২ বছর, ৫'-৭", উচ্চমাধ্যমিক অসম্পূর্ণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8116353285. (C/113126)

■ সাহা, 28, LLB, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ডিভোর্সি (চার বছরের কন্যাসন্তান আছে)। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7319270696. (C/113715)

■ ২৭ বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্যাঙ্গালোর-এর MNC কোম্পানিতে কর্মরতা (B.Tech.)। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113938)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, কনভেন্ট স্কুল শিক্ষিকা, পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113938)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/113938)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, শিক্ষিতা, সুন্দরী পরিবার, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/113938)

■ পঃ বঃ আসানসোল, মুখার্জি ব্রাহ্মণ, একমাত্র মেয়ে Convent Educated M.A. (Eng.), B.Ed., M.Ed., 31/5'-3", ফর্সা, সুমুখশ্রী, দেব, মীন। উচ্চপদস্থ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। M/W : 9832363761. (C/113938)

■ প্রবাসী বাঙালি তন্তুবায়, পিতা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে রিটায়ার্ড, মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যা, ৩৮ বছর, MBBS, MD, MRCP, বর্তমানে স্কটল্যান্ডে কর্মরতা পাত্রীর (5'-2½") জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য উচ্চপেশায় নিযুক্ত উপযুক্ত এবং UK বসবাসকারী/ইচ্ছুক পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। যোগাযোগ করুন : 8949429925 WhatsApp, 9136560259, jsrajoyd@gmx.com (C/113940)

■ সাহা, 26/5'-1", দেবারি, B.Sc. (H) (Compu. Sc.), সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। উপার্জনশীল সুপাত্র চাই। (M) 9476273216. (C/113938)

■ পাল, 32/5'-1", M.A. in Music, স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মাথাভাঙ্গা নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9932280215. (C/113893)

■ কায়স্থ, দাবিহীন, 39/5'-5", নামমাত্র ডিভোর্সি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট করা গুজরাটে কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন পাত্রের জন্য 32-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহ। Mob : 7407379151. (C/113625)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, 34/5'-6", M.A., বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। একমাত্র সন্তান। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। জলপাইগুড়ি শহরে নিজস্ব বাড়ি। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9775474834. (C/113624)

■ কায়স্থ, 40/5'-5", নামমাত্র বিবাহে বিপত্নীক। গ্রহরত্ন দোকানে কর্মচারী। নিজস্ব বাড়ি শিলিগুড়িতে। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিঃসন্তান/ডিভোর্সি চলিবে। (M) 9932966377. (C/113940)

■ ব্রাহ্মণ, 53/5'-6", ডিভোর্সি, সচ্ছল উচ্চআয়সম্পন্ন শিক্ষিত পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8167512937, পাত্রী নিজে যোগাযোগ করতে পারেন। (C/113940)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলের 32/5'-8", MBA, নিজের ব্যবসা। শিক্ষিত ও সুযোগ্য পাত্রী চাই। 080-69103058. (K)

■ পাত্র 44, জলপাইগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, B.A. Pass পাত্রী চাই। (M) 9126241529. (C/113623)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 24-30, সুযোগ্য, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/113627)

■ Govt. A Gazetted Lecturer, M.Tech, 36/5'9", পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/সুশিক্ষিতা উঃদিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056. (M/112636)

স্বাস্থ্যবিমায় উত্তরের আরও ৭ প্রতিষ্ঠান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ ডিসেম্বর : সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসার সুবিধায় উত্তরবঙ্গের আরও ৭টি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমকে ক্যাশলেস মেডিকেল ট্রিটমেন্ট স্কিমের আওতায় আনল রাজ্য। গত বৃহস্পতিবার অর্থ দপ্তরের মেডিকেল সেলের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। রাজ্যে নতুন করে ১৩টি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য তাদের সঙ্গে রাজ্যের মউ স্বাক্ষর হয়েছে বলেও নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। আগামী ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ থাকবে।

উত্তরবঙ্গের যে ৭টি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমকে নতুন করে এর আওতায় আনা হয়েছে তার মধ্যে মালদায় আছে ৩টি। এছাড়া বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়িতে ১টি করে রয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি নিরূপম মুস্তাফি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের আরও বেশি সংখ্যক সরকারি কর্মীদের কাছে ওই ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতেই রাজ্যের এমন উদ্যোগ। এজন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সংগঠনের চেয়ারম্যান মানস ভুঁইয়া এবং রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েকের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।' এছাড়া এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সিনিয়ার সিটিজেনস অ্যান্ড পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'এর ফলে উত্তরবঙ্গের বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী উপকৃত হবেন।'

বর্তমানে রাজ্যের ১৭০টি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিমার আওতাধীন। এই তালিকায় শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলিতে ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাওয়া যায়। বর্তমানে যুক্ত হল আরও ১৩টি। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক সংগঠনগুলিও দীর্ঘদিন ধরে এই সুবিধা পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আরও সুবিধা

- পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিমায় ১৭০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান
- তালিকায় উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে
- সেগুলিতে ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাওয়া যাবে

ডুয়ার্স উৎসবের খুঁটিপুজোয় শাসকদলের ঐক্য

টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে কি, দ্বিমত নেতারা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ ডিসেম্বর : গত ৩০ নভেম্বর সার্কিট হাউসে ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বৈঠক হয়। তখন থেকেই শাসকদলের নেতাদের মধ্যে উৎসব নিয়ে মতবিরোধ চলছে। শনিবার ১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের খুঁটিপুজোয় এলাকার সকল বড় নেতারা শামিল হন। কিন্তু সেখানেও মতবিরোধ প্রকাশ্যে এল। উৎসব মাঠে প্রবেশের টিকিট নিয়ে মতবিরোধ থেকেই গেল।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশদ্বার, এক্সপোমেলা, সাইকেলস্ট্যান্ডের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন সেই টেন্ডার খুলেছে। সুতরাং, প্রবেশদ্বারে টিকিট থাকছে বলে ডুয়ার্সের তৃণমূল নেতাদের একাংশের মত। উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বললেন, 'ডুয়ার্স উৎসবের ময়দানে প্রবেশে আগের মতোই টিকিট হবে। এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।'

অন্যদিকে, উৎসব কমিটির চিফ অ্যাডভাইজার তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'মেলার প্রবেশদ্বারে টিকিট থাকবে কি না তা নিয়ে কমিটি আলোচনা করবে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও চলছে। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা কমিটি জানিয়ে দেবে।' টেন্ডার হয়ে যাওয়ার পরেও প্রকাশের এমন বক্তব্য মেলা কমিটির কর্তাদের সঙ্গে শাসকদলের নেতাদের মতবিরোধকে আরও উসকে দিল।

শনিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে খুঁটিপুজো। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

খুলল টেন্ডার

- শনিবার ডুয়ার্স উৎসবের একাধিক টেন্ডার খুলেছে
- দুটো সাইকেলস্ট্যান্ড ও মেলা মাঠের টেন্ডার নিয়ে আগ্রহ
- প্রবেশদ্বারের টেন্ডারে কেউ অংশ নেননি
- গতবার ওই টেন্ডার থেকে ২৩ লক্ষ টাকা আসে
- নেতাদের ভিন্নমতের প্রভাব প্রবেশদ্বারের টেন্ডারে

কয়েকদিন আগে আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসকের দপ্তরে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর প্রবেশদ্বারে টিকিট তুলে দেওয়ার দাবি জানান। এখন টিকিট নিয়ে জল কোন দিকে গড়ায় সেটাই দেখার।

এদিন সন্ধ্যায় ওই মেলার প্রবেশদ্বার, এক্সপোমেলা, সাইকেলস্ট্যান্ডের টেন্ডার খোলা হয়। দুটো সাইকেলস্ট্যান্ড ও মাঠের টেন্ডারে অনেকে অংশ নিলেও এক্সপো ও গেটের টেন্ডার নিয়ে আগ্রহী কাউকে দেখা যায়নি। প্রবেশদ্বারের টিকিট নিয়ে দোলাচলই এর কারণ বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা টেন্ডার কমিটির সদস্য দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একবার টেন্ডার যখন করা হয়েছে তখন সেগুলো কাউকে তো দেওয়া হবেই। কত টাকায় কাকে টেন্ডার দেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা হবে।'

গত বছর গেটের টেন্ডার থেকে উৎসব কমিটির আয় হয় প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা। এত মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতি হোক তা চাইছে না উৎসব কমিটি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও টিকিটের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। আলিপুরদুয়ার শহরের অরবিন্দনগরের বাসিন্দা দেবস্মিতা মিত্র বললেন, 'প্রথম থেকেই ডুয়ার্স উৎসবে টিকিট কেটে ঢুকছি। টিকিট তুলে দেওয়া হয় তাহলে তো ভালোই হয়। যতদিন খুশি উৎসবে যাওয়া যাবে।' আবার সুভাষপল্লির বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দাস জানালেন, টিকিট উঠিয়ে দেওয়া তো ভালো উদ্যোগ। তবে এতে উৎসব আয়োজনে প্রভাব যাতে না পড়ে সেটাও দেখা উচিত।

এদিন সকালে খুঁটিপুজোর কথা থাকলেও তা শুরু হয় দুপুর নাগাদ। সেখানে সৌরভ, প্রকাশ, জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঈশিকা জানা।

মালবাজারের ঈশিকা এখন টিভির মঞ্চে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ ডিসেম্বর : টিভি চ্যানেলের মঞ্চ মাতাচ্ছেন মালবাজার শহরের মেয়ে ঈশিকা জানা। রূপঙ্কর বাগচীর মতো মহারথীর মন জয় করেছে তাঁর গান। স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্রে প্লেব্যাকও করেছেন ঈশিকা। যদিও এখনও মুক্তি পায়নি সেই চলচ্চিত্র।

অষ্টাদশী ঈশিকা ইতিপূর্বে একটি হিন্দি গানের অনুষ্ঠানে মূল পর্বে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে শিলিগুড়িতে একটি অডিশনের মাধ্যমে সুযোগ পান মূল পর্বে। নিজেকে একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি সফল সংগীতশিল্পী হিসেবে তৈরি করতে পরিশ্রম করছেন ঈশিকা। আর ঈশিকার এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করছে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি সকলেই।

ছোট থেকেই অনুষ্ঠান করেছে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে। মেদিনীপুরের রঘুনাথ আয়ুর্বেদিক বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ঈশিকার বাবা গোবিন্দপ্রসাদ জানা তেশিমলা জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক এবং মা চায়না জানা একজন আশাকর্মী। ২০১৬ সাল থেকে মালবাজার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঈশিকার পরিবার। তার আগে নেপুচাপুর চা বাগানে মেয়ের গানের প্রতি আগ্রহ দেখে প্রশিক্ষণ শুরু করান ঈশিকার বাবা।

সিজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার, শহরের অপর এক সংগীতশিল্পী মেঘা গুপ্ত জানালেন, ঈশিকার এই সাফল্যে তাঁরা খুশি। মালবাজার থেকে আরও নবীন প্রতিভাদের তুলে ধরতে হবে।

গরুমারায় উদ্যোগ গন্ডার শুমারির

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : নতুন বছরের শুরুতে গন্ডার শুমারি হতে চলেছে গরুমারায়। তার আগে বন দপ্তরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেশ কয়েকটি শাবকের দেখা মিলেছে। এতে গন্ডারের সংখ্যা ষাটের ঘরে পৌঁছাবে বলে দাবি বন দপ্তরের। শেষবার গরুমারা গন্ডার শুমারিতে গন্ডারের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি ছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ার আশায় খুশির হাওয়া বন দপ্তরের মধ্যে।

> প্রাথমিকভাবে গরুমারায় প্রতিটি গন্ডারকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, গরুমারায় এই মুহূর্তে ৬০টি গন্ডার রয়েছে। যা আগের থেকে বেশি।
>
> **দ্বিজপ্রতিম সেন**
> ডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

নতুন বছরে জানুয়ারি মাসের শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন দপ্তর থেকে এমন আভাস পাওয়ার পরেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'প্রাথমিকভাবে গরুমারায় প্রতিটি গন্ডারকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া মা গন্ডারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি শাবককে দেখা গিয়েছে। সে কারণে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গরুমারায় এই মুহূর্তে ৬০টি গন্ডার রয়েছে। যা আগের বারের থেকে বেশি।'

গরুমারায় গন্ডার। -ফাইলচিত্র

এই গরুমারায় গন্ডারকে কেন্দ্র করে হাই অ্যালার্ট থাকে সবসময়। গন্ডারদের বাঁচাতে নজরদারি চালান বনকর্মীরা। এবার গন্ডার শুমারির আগাম আভাস পাওয়ায় শুমারির আগে গরুমারায় গন্ডারের হিসাব জানার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। শেষবার ২০২২ সালে গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেসময় গরুমারায় গন্ডার ছিল ৫৫টি। ডিএফও জানান, বন দপ্তর চলতি বছরের শুরুতে গরুমারায় ফের গন্ডার শুমারির উদ্যোগ নিচ্ছে। তার আগে বনকর্মীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

পাহাড়ে উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা

কালিম্পংয়ে অরেঞ্জ উৎসব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর গরিমা ফেরাতে এবং বিশ্ববাজারে একে তুলে ধরতে শনিবার থেকে কালিম্পংয়ে অরেঞ্জ ফেস্টিভাল শুরু হল। এদিন রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর সুনাম রয়েছে বিশ্বে। শুধু এদেশ নয়, বিদেশেও বহু জায়গায় কমলার চাষ হয়। কিন্তু দার্জিলিংয়ের লেবুর মতো স্বাদ, গন্ধ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই আমরা এর উৎপাদন বাড়াতে জোর দিয়েছি। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার কমলার উৎপাদন কিছুটা বেশি হয়েছে। আগামী কয়েক বছরে পাহাড়ের এই লেবুর উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

একটা সময় দার্জিলিংয়ের কমলা বিদেশের বাজারেও রপ্তানি করা হত। বিজনবাড়ি থেকে শুরু করে মিরিক, সৌরিণী, সেলপু, সিটং, লাটপাংচার, তাগদা সহ পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় এর চাষ হত। কিন্তু মাঝে রোগপোকার আক্রমণে কমলালেবুর উৎপাদন কমতে শুরু করে। কৃষকরা সঠিক পরিচর্যা না জানায় এবং কৃষি ও উদ্যানপালন বিভাগের উদ্যোগের অভাবে তা হারিয়ে যেতে বসেছিল।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার দার্জিলিংয়ের লেবুর গরিমা ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে। ২০১৭-'১৮ সাল থেকে পাহাড়ের কমলালেবুর পুনরুজ্জীবনে উদ্যানপালন দপ্তর উদ্যোগী হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানীদের ডেকে এনে পাহাড়ের কমলা চাষের এলাকা পরিদর্শন এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। নতুন চারা এনে শুরু হয় চাষ। বিশেষ করে সিক্কোনা প্রকল্পের অধীনে এই কাজ বেশি করা হচ্ছে। ২০২২ থেকে উদ্যানপালন দপ্তর পাহাড়ের লেবুকে তুলে ধরতে অরেঞ্জ ফেস্টিভালের আয়োজন করছে। গত দু'বছর মংপুতে এই উৎসব হয়েছিল। এবার কালিম্পং শহরে তা হচ্ছে।

পাহাড়ের কমলা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস। শনিবার কালিম্পংয়ে। -সংবাদচিত্র

শনিবার এবং রবিবার দু'দিন ধরে উৎসব চলবে। এখানে কমলালেবুর প্রদর্শনীর পাশাপাশি মঞ্চ তৈরি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে। এবার উৎসবে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০ জন কমলাচাষি স্টল দিয়েছেন। স্থানীয়দের পাশাপাশি কালিম্পংয়ে থাকা কিছু পর্যটক এদিন স্টলগুলিতে ঘুরেছেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও সিক্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা স্যামুয়েল রাই সহ জিটিএ'র আধিকারিক এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালা সুব্রহ্মণিয়ান টি উপস্থিত ছিলেন।

Small Tea Growers/Tea Estate
For SALE
Irrigation pipe for Sale
Almost new 300 Plus HDPE Pipes of 3"& 4" premier make with fittings
Contact : Mr. B K Agarwal
Phone No. 9434046102

মজুরি নিয়েও জটিলতা

নিলামে চায়ের দাম ক্রমশ নিম্নমুখী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ ডিসেম্বর : চায়ের নিলাম মূল্য ক্রমশ নিম্নমুখী। এদিকে, শুখা মরশুম শুরু হতে মজুরি নিয়ে সংকট ঘনাচ্ছে ডুয়ার্সে। কোথাও বকেয়া মজুরির দাবিতে রাস্তা অবরোধ। কোথাও আবার গেট মিটিং। সবমিলিয়ে চায়ের বাজারে অশনিসংকেত! এদিকে চা বণিকসভাগুলির দাবি, নিলামে যা দাম মিলছে, তাতে উৎপাদন খরচও উঠে আসছে না। টি বোর্ড ডিসেম্বরের অন্তত প্রথম ১৫ দিন বাগান চালুর অনুমতি দিলে সংকট এতটা বাড়ত না। ক্ষুদ্র চা চাষিদের গলাতেও একই সুর।

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের সর্বশেষ ৫০ নম্বর নিলামের তথ্য অনুযায়ী মোট বিক্রি হওয়া চায়ের ৮০ শতাংশেরই দাম মিলেছে প্রতি কেজিতে ২০০ টাকারও কমে। ২০০-২৩৯ টাকার মধ্যে বিক্রি হয়েছে ১৩ শতাংশ। উচ্চ গুণগতমানের চা ২৮০ টাকা বা তার কিছুটা বেশি পেলেও বিক্রির পরিমাণ মোটে ২ শতাংশ। মোটের ওপর এবছর ডুয়ার্সের চায়ের গড় নিলামমূল্য ছিল ১৯০.০৪ টাকা। গতবছর ডিসেম্বরে এই ৫০ নম্বর নিলামের পর যা ছিল গড়ে ১৮৯.৬০ টাকা। চা বণিকসভা আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'গতবছরের থেকে সামান্য কয়েক পয়সা বেড়েছে এবার। কিন্তু সেটা উৎপাদনের যা খরচ বেড়েছে, তার সঙ্গে একেবারেই সমানুপাতিক নয়। বাগানগুলিতে নগদ সংকট তৈরি হচ্ছে।'

কোথায় ধাক্কা

- বিক্রি হওয়া চায়ের ৮০ শতাংশের দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকার কম
- ১৩ শতাংশ চা বিক্রি হয়েছে ২০০-২৩৯ টাকার মধ্যে
- ২ শতাংশ চা বিক্রি হয়েছে ২৮০ টাকার কিছুটা বেশি দামে

আরেকটি চা বণিকসভা টিপা এবং শিলিগুড়ি চা নিলাম কমিটির চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল জানান, যে পরিমাণ চা নিলামে বিক্রির জন্য আসছে, তার মধ্যে শতকরা ৩৫ শতাংশই বিক্রি হচ্ছে না। গত পাঁচ-ছয়টি নিলামের তথ্য দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, দাম ক্রমশ নিম্নমুখী। তাঁর অভিযোগ, 'টি বোর্ড বলেছিল, আগেভাগে উৎপাদন বন্ধ করে দিলে জোগান কম হবে, দাম বাড়বে। নিকৃষ্টমানের চা আর বাজারে আসবে না। সেসব আর হচ্ছে কোথায়? এখন তো দেখা যাচ্ছে মুড়িমুড়কির এক দর।'

সংকটের কথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মুখেও। তিনি বললেন, 'নিলামকেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি কিন্তু ভালো দামে বিক্রি করছে। ৫০ নম্বর নিলামে যা গতবছর ছিল গড়ে ১১০ টাকার মতো। সেটাই এবারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৭ টাকায়। এখনও ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানে উন্নতমানের কাঁচা পাতা রয়েছে। বিক্রি করা যাবে না দেখে মনখারাপ হলেও চাষিরা সেসব কেটে ফেলছেন।'

টিপার অভিযোগ, উত্তরবঙ্গে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও নেপালের নিকৃষ্টমানের চা কিন্তু এখনও আসছে। এমনকি এখান থেকে কাঁচা পাতা নেপালে গিয়ে সেখানে চা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এসব দেখার কেউ নেই।

In affiliation with
RAMAIAH Memorial Hospital | Mount Sinai Hospital-New York
স্বাগতম
ডাঃ জগদীশ কৃষ্ণমূর্তি
MS (PGIMER) I FACS-ASTS (USA)
কনসালটেন্ট- সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
। লিভার প্রতিস্থাপন। HPB, রোবোটিক এবং মিনিমালি ইনভেসিভ GI সার্জারি
রামাইয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল তার উন্নত সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, HPB এবং লিভার প্রতিস্থাপন কর্মসূচি শুরু করেছে এবং তারা গর্বের সাথে ডাঃ জগদীশ কৃষ্ণমূর্তিকে স্বাগত জানাচ্ছে - কনসালটেন্ট সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, লিভার প্রতিস্থাপন, HPB।
ডাঃ জগদীশ কৃষ্ণমূর্তি যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি ইউনিভার্সিটি, PGIMER, চণ্ডীগড়, ভারত এর মতন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে এবং ভারতের পাশাপাশি বিদেশের অন্যান্য উচ্চ ভলিউম কেন্দ্রে এক দশকেরও বেশি সময় আর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ।
তিনি সফলভাবে 2000+ লিভার প্রতিস্থাপন (প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেডিয়াট্রিক), 1000+ কিডনি প্রতিস্থাপন (প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেডিয়াট্রিক), 100+ প্যানক্রিয়েটিক প্রতিস্থাপন এবং 1000+ HPB সার্জারিতে সফলভাবে অংশ নিয়েছেন এবং প্রধান সার্জন ছিলেন।
দক্ষতার ক্ষেত্র
- প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেডিয়াট্রিক লিভার প্রতিস্থাপন
- হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমাস এবং কোলাঞ্জিওকার্সিনোমাস ম্যানেজমেন্ট
- ভাস্কুলার ইনভল্ভমেন্ট সহ অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার ম্যানেজমেন্ট
- অ্যাডভান্সড লিভার মেটাস্টেসিস এবং রিসেকশন কার্সিনোমা ম্যানেজমেন্ট
- পোর্টাল ভেইন টিউমার থ্রম্বোসিস সহ সিরোসিসে জটিল লিভার রিসেকশন ম্যানেজমেন্ট
- পোর্টাল হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টের জন্য শান্ট সার্জারি।
- রোবোটিক এবং ন্যূনতম ক্ষতযুক্ত এও সার্জারি যার মধ্যে রয়েছে রোবটিক লিভার রিসেকশন, ALPPS, গ্যাস্ট্রিক রিসেকশন, প্যানক্রিয়াটিক রিসেকশন, কোলোরেক্টাল রিসেকশন, হুইপলস পদ্ধতি, IVC টিউমার থ্রম্বস সহ RCC নেফ্রেক্টমিস, কোলেসিস্টেক্টমিস, হার্নিয়া চিকিৎসা এবং বিভিন্ন অন্যান্য জটিল GI সার্জারি
- TACE, TARE, লিভার ক্যান্সার অপসারণ, HCC এর জন্য ইমিউনোথেরাপি
আমরা আমাদের সার্জিকাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি দলে ডাঃ জগদীশ কৃষ্ণমূর্তি-কে পেয়ে এবং আমাদের আধুনিক পরিচর্যা উন্নত করতে পেরে গর্বিত।
রামাইয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
+91 80 6215 3400
www.msrmh.com
এই ঘোষণাটি শুধুমাত্র নতুন প্র্যাক্টিস/প্র্যাক্টিসের নতুন ঠিকানা/প্র্যাক্টিসের ধরন পরিবর্তন/ প্র্যাক্টিসের স্থান পরিবর্তন/একটি নতুন/অন্য প্র্যাক্টিসে সফল হওয়ার বিষয়ে জনস্বার্থে প্রচারিত।

OFFICE OF THE COMMANDANT : 15 BN BSF, RADHABARI (W.B.)

NOTICE

Application are invited for temporary appointment for the post of Teachers and Care Taker for a period of 89 days in Ankur Tiny Tots Play School, Radhabari (W.B.) for the new academic session 2024-25 for Pre-Primary classes i.e Pre KG (Nursery), LKG & UKG. Above Posts are to be filled by eligible candidates and selection process will be held at 15 Bn BSF, Radhabari location :

a) No. of posts
 i) Pre-Primary Teachers - 03
 ii) Care Taker (Aya) - 01

b) **Essential Qualification :**
 For Teachers : 12th / Graduation Weightage will be given for past experience in teaching at Nursery school Competent to teach in English and Hindi.
 For Care Taker : 8th Pass, preferable trained or past experience.

c) Minimum age limit for appointment shall be 18 years and maximum is 45 years.

d) Last date of for receipt of application - 17th Dec 2024.

e) Date of Interview - 19th Dec 2024.

Sd/- (Sikandar Singh) DC/QM
For Commandant
15 Bn BSF

যাত্রী নেই, বন্ধ ঢাকার বাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : বর্ধমান রোডের ধারে টিকিট কাউন্টারের সামনেটা জনশূন্য। আজকাল আর ব্যস্ততা নেই ঢাকার বাস ধরার। অগত্যা ঝাঁপ বন্ধ কাউন্টারের। তালা খোলেনি বেশ কয়েকদিন।

কাউন্টারের ওপরে বিশাল ভিনাইল বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে লেখাগুলো- আন্তর্জাতিক বিজনেস ক্লাস এসি বাস সার্ভিস। কিন্তু শেষ বাস কবে চলেছে জানেন? কাউন্টারের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন ছুড়তেই ভিমড়ি খেলেন। কাউন্টারই বা কবে থেকে বন্ধ? না, এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারলেন না কেউ।

হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। তিক্ত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও। এই তো দু'দিন আগের কথা। দু'দেশের মৈত্রীবন্ধনে চালু হওয়া মিতালি এক্সপ্রেসকে ভারতভূমিতে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ইঞ্জিন। কামরার জানলার ক্ষতবিক্ষত কাচে বৈরিতার আঁচ স্পষ্ট। তবে, শুধু যে রেল পরিষেবার প্রভাব পড়েছে এমনটা নয়, একইভাবে বিপর্যস্ত বাস পরিষেবাও।

কাউন্টারের বোর্ডে দেওয়া ফোন নম্বরে ডায়াল করতেই স্পষ্ট হল তা। ফোন ধরেই ওপার থেকে অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা শোনালেন ওই বাস সার্ভিসের সহকারী ম্যানেজার জুয়েল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'অগাস্ট মাস থেকে নতুন ভিসা বন্ধ হওয়ার পর থেকেই আমাদের ব্যবসা তলানিতে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে কী যে হবে, আমাদের জানা নেই।'

ঝাঁপ বন্ধ বাসের টিকিট কাউন্টার। শিলিগুড়িতে।

> অগাস্ট মাস থেকে নতুন ভিসা বন্ধ হওয়ার পর থেকেই আমাদের ব্যবসা তলানিতে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে কী যে হবে, আমাদের জানা নেই।
>
> **জুয়েল ঘোষ,** *বেসরকারি বাস সার্ভিসের সহকারী ম্যানেজার*

বাস পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত কুড়িদিনে মাত্র পাঁচদিন এই বাস চলেছে। শেষ বাস চলেছে চারদিন আগে। এখান থেকে মূলত তিনটি রুট হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এক, চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ঢাকা। দুই, ফুলবাড়ি থেকে ঢাকা। তিন, কলকাতা থেকে ঢাকা।

কথা হচ্ছিল বাস সার্ভিসের ম্যানেজার শুভ ঘোষের সঙ্গে। হতাশার সুরে বললেন, 'ডিসেম্বরের এই সময়টায় প্রচুর যাত্রী হত। কমপক্ষে প্রতিদিন তিনটে বাস চলত। বিশেষ করে প্রচুর হিন্দু পরিবার এই সময়টায় যায় বাংলাদেশে বিয়ের জন্য। এবারে তো আর সেই পরিস্থিতিই নেই।'

শুধু কি তাই? ২৫ ডিসেম্বর আর ইংরেজি নববর্ষের ছুটিকে কেন্দ্র করেও দু'পারের যাতায়াত লেগেই থাকত। কিন্তু কবে আবার স্বাভাবিক হবে বাংলাদেশ, তা জানে না কেউ। আবার স্বাভাবিক হলেও দুই দেশের বৈরিতার সম্পর্ক ঘোচা নিয়েও সংশয় আছে। আর যা নিয়েই আতঙ্কে ভারত-বাংলাদেশ বাস পরিষেবার সঙ্গে যুক্তরা। ঠিকঠাক বেতনও মিলছে না তাঁদের।

গাড়িচালক গৌতম ছেত্রী যেমন বলছিলেন, 'আসলে অগাস্ট মাস থেকেই আমাদের বাসের ব্যবসা অনেকটা কমে গিয়েছে। অন্য বছর পুজোর সময়টাতেও আমাদের তিনটে করে প্রতিদিন বাস চলত। এবারে মাত্র একটাই বাস চলেছে।' সকলেই চাইছেন, অচলাবস্থা কাটুক অচিরে।

অচলাবস্থা

- ঢাকা যাওয়ার বেসরকারি বাস কাউন্টার বন্ধ
- হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে
- দু'দেশের টানাপোড়েনে কার্যত এই অচলাবস্থা
- ফলে মার খাচ্ছে বাস ব্যবসায়ীদের ব্যবসা
- এই অচলাবস্থা কবে কাটবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়

বিচারক, আইনজীবীদের সই জাল করে জমি বিক্রির চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১৪ ডিসেম্বর : বিচারক ও আইনজীবীর সই জাল করে ভুয়ো অ্যাফিডেভিটে জমি বিক্রি। একটা দুটো নয়, প্রায় কয়েক হাজার জাল স্ট্যাম্প পেপারে ভুয়ো অ্যাফিডেভিট তৈরির অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে। এই ঘটনায় ইসলামপুর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলে আদালত সূত্রে খবর।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার গুঞ্জুরিয়া বাজারের বাসিন্দা পিঙ্কি খাতুন অ্যাফিডেভিট করার জন্য রায়গঞ্জ জেলা আদালতের এক দালালকে ১ হাজার টাকা দেন। তার বিনিময়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয় বিচারকের ও উকিলের নকল সই সহ ২০ টাকার দুটি স্ট্যাম্প পেপার। সেই কাগজ নিয়ে জমি বিক্রি করতে গেলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি সমস্ত নথি আদালতের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর কাছে পাঠান। পরবর্তীতে জানা যায়. যে বিচারকের সই জাল করে রায়গঞ্জ আদালতের স্ট্যাম্প পেপার নির্দিষ্ট তারিখে ইস্যু করা হয়েছে তার আগেই তিনি রায়গঞ্জ জেলা আদালত থেকে অন্য আদালতে বদলি হয়েছেন।

> শুক্রবার আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমরা ওই সব অ্যাফিডেভিট নিয়ে আদালতের আইনজীবী ও আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। শনিবার দুপুরে জানতে পারি সমস্ত সই জাল।
>
> **কল্যাণ দাস,** *অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, ইসলামপুর*

এছাড়াও চলতি মাসের ৫ তারিখে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আর এক বিচারকের সই জাল করে অ্যাফিডেভিড ইস্যু করা হয়েছে জনৈক নেফুল নেশার নামে। বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। তিনি জমি বিক্রি করতে গেলে দেখা যায় তাঁর কাগজের মধ্যে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারকের আর উকিলের সই জাল করা হয়েছে। যে তারিখে ওই স্ট্যাম্প পেপারে সই করা হয়েছে সেদিন বিচারক ছুটিতে ছিলেন। এখানেই শেষ নয়, অ্যাফিডেভিডের যে রেজিস্ট্রার রয়েছে বিচারকের হেপাজতে সেখানেও এই সমস্ত নাম উল্লেখ নেই।

গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে ইসলামপুরের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার কল্যাণ দাস বলেন, 'শুক্রবার আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমরা ওই সব অ্যাফিডেভিট নিয়ে আদালতের আইনজীবী ও আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। শনিবার দুপুরে জানতে পারি সমস্ত সই জাল। আমাদের কাছে যতগুলি ভুয়ো অ্যাফিডেভিট ধরা পড়েছে সোমবার সব কিছু এক করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হবে।'

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

Malda Medical College & Hospital Inviting E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-09/MLDMCH Dated-14/12/24, Out Sourcing of House Keeping Scavenging Service at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in.

Sd/-
MSVP, Malda MCH

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.- 21(e)/BDO/K-I of 2024-2025, Date- 13.12.2024 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in for details. **Last date of Tender submission 27.12.2024 upto 15:00 hours.**

Sd/-
BDO
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE

Notice to all concerned that my client SMT. KANIKA KARMAKAR, wife of Sri Subrata Karmakar, intends to purchase 03 Kathas or 0.0495 Acre of land at Netaji Para, Panchanan Road, Near Akshara Bhawan, in R.S. Plot No. 394 land measuring 1 Katha 8 Chatak & R.S. Plot No. 394/833 land measuring 1 Katha 8 Chatak, L.R. Plot No. 42, recorded in R.S. Khatian No. 638 & 655, L.R.Khatian No. 570, R.S. Sheet No. 11, L.R. Sheet No.109, J.L. No. 02, P.S. Bhaktinagar, within Siliguri Municipal Corporation Ward No. 36, District Jalpaiguri, in the state of West Bengal, Pin-734004, from SMT. RADHA SAHA, wife of Sri Subal Saha, resident of Subhashpally, Subhash Nagar Colony, S.M.C. Ward No. 19, P.O., P.S. & Sub-Division Siliguri, District Darjeeling, Pin-734001, in the State of West Bengal. Any person or Bank or any Financial Institution having interest or claim in respect of said landed property may contact with the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice.

Sajal Saha
Advocate, Siliguri
Phone No. 98323-71687

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
PUSHPA
The Rule Part-2
Time : 12.00, 3.40 & 7.15 P.M.
Dolby Digital

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ সান বাংলা

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা - আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কাটমুণ্ডু, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধ্যা ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৩০ রাজা রাণী বাদশা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১০ জামাই বদল, সন্ধ্যা ৭.০০ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৫০ লাভ এক্সপ্রেস

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মিশন কমান্ডো, দুপুর ২.৫০ দান প্রতিদান, বিকেল ৫.৩০ একাই একশো, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ গুরুদক্ষিণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ খাঁচা, সন্ধ্যা ৭.৩০ অগ্নিশিখা

বিন্দাস দুপুর ১ কালার্স বাংলা সিনেমা

ফিরঙ্গি সন্ধ্যা ৬.৩০ সেট ম্যাক্স

সেন্টিমেন্টাল সন্ধ্যা ৭ জলসা মুভিজ

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার- মিশন কমান্ডো দুপুর ১২ জি বাংলা সিনেমা

भारतीय थल सेना
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टियाँ

1. निम्नलिखित कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-
 (क) 65वाँ अल्पसेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स (पुरूष) एवं 36वाँ अल्पसेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स (महिला) अक्टूबर 2025 के लिए।
 (ख) 58वाँ अल्पसेवा कमीशन एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स (पुरूष एवं महिला) (युद्ध में हताहत सेना कार्मिकों के आश्रितों सहित) अक्टूबर 2025 के लिए।

2. ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित अवधि तक खुले रहेंगे:-
 (क) अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स - पुरूष एवं महिला - 07 जनवरी से 05 फरवरी 2025
 (ख) एन.सी.सी. विशेष भर्ती कोर्स - पुरूष एवं महिला - 14 फरवरी से 15 मार्च 2025

আধিকারিক নিয়োগ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলির জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ
 (ক) ৬৫তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (প্রযুক্তি) পুরুষদের জন্য কার্যক্রম এবং ৩৬তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (প্রযুক্তি) মহিলাদের জন্য কার্যক্রম ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের ভিত্তিতে।
 (খ) ৫৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন এনসিসি বিশেষ নিযুক্তিকরণ পরিকল্পনা কার্যক্রম অক্টোবর ২০২৫ পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্য (সামরিক কর্মীবৃন্দের মধ্যে থাকা যুদ্ধে হতাহত প্রহরীবৃন্দের পরিবার অন্তর্ভুক্ত)।

২. অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সূচি ঃ
 (ক) এসএসসি (প্রযুক্তি) কার্যক্রম - পুরুষ এবং মহিলা ৭ই জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
 (খ) এনসিসি (বিশেষ) কার্যক্রম - পুরুষ এবং মহিলা ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ ২০২৫।

नोट :-
1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

লক্ষ্য করুন ঃ
১. সৈন্য নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে সংঘটিত হবে। দালালচক্র থেকে সতর্ক থাকবেন।
২. নোটিশটি বিশদ বর্ণনার জন্য www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 10601/11/0035/2425

বিক্রয়

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮১/২ রাস্তা ও ৮১/২ রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/113936)

■ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট একটি 2 BHK Flat with Car Parking বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা সরাসরি যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - M: 8900319207. (7P.M. to 9P.M) (C/113894)

■ 3 and 3.5 Katha plots for sale at Sahudangi Rd. Siliguri, Dist-Jalpaiguri. M : 9641917658/ 8759187453. (C/113935)

■ উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়িতে ২ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে, ৮ লক্ষ টাকা প্রতি কাঠা। যোগাযোগ ঃ 8653211824. (C/113629)

■ আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে মুখ্য ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থলে দোকানঘর (আনুঃ 10x14 sq.ft) বিক্রয়। 9832348884. (C/113716)

■ Sale approx 800 sq.ft well furnished office on 2nd floor, Bidhan Road, Siliguri. 9832450887. (C/113940)

বিক্রয়

■ ডাবগ্রামে - 1 BHK ও রবীন্দ্রনগর মেইন রোডে 2&3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় - শিলিগুড়ি। M : 9641402111. (C/113940)

■ 3 BHK ফ্ল্যাট সঙ্গে গ্যারাজ বিক্রয়। গ্যারাজে বর্তমানে চালু দোকান আছে। শিলিগুড়ি 8170947327. (C/113351)

■ ফ্ল্যাট বিক্রয়, অতি সত্বর প্রথমতলা গ্যারাজ সহ 986 sq.feet, 2 BHK শিলিগুড়ি। M : 9800362528. (C/113352)

SALE

■ One bedroom flat south facing second floor peaceful atmosphere near Siliguri Haiderpara Fish Market APC Sarani for outright sale 20 Lakhs. Contact immediately Genuine Purchasers only 9800866932. (C/113892)

OFFICE FOR SALE

■ Furnished /Non Furnished office for sale available at Hakimpara. Near Bidhan Road & Pakurtala. 7908315511/ 6296683363. (C/113938)

বিক্রয়

■ 2.5 Katha land with 2 Storied House for sale, Siliguri. M - 9679452446. (C/113941)

■ শিলিগুড়ি শান্তিনগরে মেইন রাস্তার ধারে ৪ কাঠা জমি বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - ৯৮০০৮৬২৪২৫. (C/113897)

সভা/সমিতি

■ এতদ্বারা আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি, শিলিগুড়ির সকল সদস্য/সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৩ বছরের জন্য কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে আজ তাং ১৫/১২/২০২৪ (রবিবার) সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দুপুর ৩ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। গোপাল চন্দ্র সাহা, আহ্বায়ক, নির্বাচন উপসমিতি। (C/113933)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কেরল 5/2, মধ্যপ্রদেশ 9/2, কাশ্মীর 17/4, ভিয়েতনাম 25/3, অরুণাচল 16/4, লাদাখ 21/5 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530.(K)

জ্যোতিষ

■ শ্রী পার্থ শাস্ত্রী, গ্রহদশা সম্বন্ধীয় যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। ফোনে সম্পূর্ণ প্রতিকার জানুন। বুকিং - 8509350910. (C/113541)

■ পণ্ডিত তপন ভট্টাচার্যের একমাত্র ছাত্র আধ্যাত্মিক জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক শ্রী সত্যানন্দ, যে কোনও সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে আজও অদ্বিতীয়, ১২ থেকে ১৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে পাবেন। ফোঃ 8337076787. (K)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/113939)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। (M) 9832387689. (C/113933)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি-ডাবগ্রামে মাঠের সামনে দুই কামরা ঘর ও A.T.M. ভাড়া দেওয়া হবে। নীচতলা ও দুইতলায়। 9749729942. (C/113883)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস,' পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M : 9832083404. (C/113420)

Licence on Lease

■ দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এলাকায় FL/CS Wine Shop Licence লিজে নিয়ে চালাতে চাই। M : 6294785950. (C/113939)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে বা পরের যে কোনও রকম সন্দেহের তদন্ত বা প্রিয়জন বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/113940)

কর্মখালি

■ GRS Trader's-এর গ্রামীণ বাজার (ঘর সংসার) প্রকল্পে মার্কেটিং এবং কালেকশন-এর কাজের জন্য জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, বেটলবাড়ি ও বেরুবাড়িতে পুরুষ ও মহিলা চাই। Two wheeler/Cycle আবশ্যক। বয়স 20 থেকে 40 বছর। মোঃ 7477846573. (C/113631)

কর্মখালি

■ উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত রেস্টুরেন্ট-এর জন্য Field Sales Executive প্রয়োজন। ভালো বেতন+TA+ইনসেনটিভ। ইচ্ছুক প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে : 6297578399. (C/113938)

■ Required Experienced Full Time Accountant And Civil Engineer at Siliguri. Ph :9800527998. (C/113877)

■ প্রতিষ্ঠিত হোটেলে অভিজ্ঞ ম্যানেজার, কুক ও রুম সার্ভিস স্টাফ চাই, শিলিগুড়ি। (M) 8250661108. (C/113938)

■ Field Executive DRA & Non DRA for bank recovery. Fixed Salary & Incentive. (M) 9830852257. (C/114201)

■ শিলিগুড়িতে Construction কোম্পানিতে অভিজ্ঞ, শিক্ষিত, 40 উর্ধ্বে পুরুষ কর্মী কাম্য। (M) 9734955506. (C/113939)

■ Wanted Fresh/experienced Sales Executive across Dinajpur (N+S) for Saha Steel Group-Auth. Channel Partner of Tata Steel Ltd. Age upto 40. 9874811737, rinki@sahasteelgroup.com (K)

কর্মখালি

■ Required experienced Sales Executive for distributor of electrical items in Siliguri, Exp. Sal. 15-25k, WhatsApp resume on Ph.No. 9732282200. (C/113939)

■ মালদা নারায়ণপুরে অবস্থিত Sulagna Wood Products Pvt Ltd (প্লাইউড ফ্যাক্টরি) জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Accountant প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। PH- 9749446671 /7908539606 (M - 112637)

■ Vacancy-Post 01, Post : Project Coordinator cum Counsellor (only Female). For open shelter for girls, contractual basis. Child in Need Institute, Hakimpara, Siliguri. Qualification : Post Graduate in any Discipline. Age Limit : Upto 40 years. Experience : Minimum 1 year experience in respective field. Salary : 23,170/ PM. Interested candidate can mail your CV within 19/12/2024 at Email : cininb@cinindia.org, Phone : 0353-2523901. (C/113942)

কর্মখালি

SUNSHINE SCHOOL

■ Birpara-Alipurduar, WB-735204, (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi) Application are invited for the following posts : PGT - Biology, PRT- All subjects. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark Sheets should reach the Principal before 27/12/2024. (C/113937)

Delhi Public School

■ (DPS-Dooars) Ethelbari-Alipurduar, W.B.- 735204, Affiliated to CBSE- New Delhi- Affiliation No. 2430291. Applications are invited for the following posts:- PGT- Biology, Computer Science, Geography & Physical Ed. TGT- PCM, PRT- Hindi & Science. Salary will not be a constraint for deserving candidates. Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 26/12/2024. (C/113933)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাস্তায় ডাক্তার, বিরোধীরা

সিবিআইয়ের ব্যর্থতার প্রতিবাদ

ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের সিবিআই অফিস অভিযান।

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে সিবিআইয়ের ব্যর্থতার কারণে আরজি কর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও চিকিৎসক সংগঠনগুলি শনিবার রাস্তায় নামল। শনিবার জুনিয়ার ও সিনিয়ার ডাক্তাররা ধর্মতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন। কলকাতায় নিজাম প্যালেসের সামনে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো হাতাহাতি বেধে যায়। কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। সল্টলেকের করুণাময়ীতে প্রতিবাদ মিছিল করে এসইউসিআই।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'সিবিআইয়ের ব্যর্থতা সামনে চলে এসেছে। আরজি করের নির্যাতিতা তরুণীর পরিবার কোথায় বিচার চাইতে যাবে?' অন্যদিকে এসএফআই নেতা দেবাঞ্জন দে বলেন, 'রাজ্য সরকার বারবার তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে। বিচার প্রক্রিয়া দেরি করানোর চেষ্টা করেছে। এখন আমরা দেখছি, বিচারের নামে প্রহসন চলছে। গোটা রাজ্যের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সিবিআই চার্জশিট দিতে দেরি হওয়ার কারণ কী, এর উত্তর সিবিআইকেই দিতে হবে।' জুনিয়ার ডাক্তারদের তরফে আগেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এমনকি এই ঘটনার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। দু-একদিনের মধ্যেই জুনিয়ার ডাক্তারদের পক্ষ থেকে আন্দোলনের রূপরেখা জানিয়ে দেওয়া হবে।

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের রাত দখলের কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনাও চলছে। রাত দখলের মূল উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা এদিন বলেন, 'রাস্তায় আমাদের থাকতেই হবে। চার মাস পরেও মানুষ কনভেনশন, মিছিল, পথসভার ডাক দিচ্ছেন। দেখে মনে হতে পারে, ১৪ অগাস্ট রাত দখলের মতো আমরা এত হল্লা করছি না হয়তো। কিন্তু মনে মনে আমরা কেউ শান্ত নই। নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কারও শান্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে না।' যদিও রিমঝিমকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'একসময় রিক্লেম দ্য নাইটের কথা উল্লেখ করে রিমঝিম প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই রিমঝিমের ফের আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না কেউ কেউ।'

বিজয় দিবসে কারা, সংশয় তসলিমার

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে কোনওমতেই ভুয়ো মুক্তিযোদ্ধা বা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা বর্তমান সরকারের প্রতিনিধিরা যেন না থাকেন। শনিবার বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন ফেসবুকে এমনই একটি পোস্ট করেন। প্রতি বছর বিজয় দিবসে এদেশের প্রয়াত সেনানী সহ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সহ প্রতিনিধিদল আসে। বর্তমানে অস্থির পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দু'দেশের সম্পর্কে কিছুটা শীতল। ভারতীয় বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের পর সেদেশের সরকার এবারও দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নীরব। সেনা কর্তারা শুধু জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে খবর, প্রতিনিধিদল আসবে ঠিকই, তবে খুব কম সদস্য থাকবে। শনিবারও ঢাকার

ময়দানে সেনা দিবসের মহড়া।

মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন সূত্রে খবর, মন্ত্রক এপর্যন্ত ভারতে আসার কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

তসলিমা লিখেছেন, 'কলকাতায় ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হবে। থাকবেন '৭১ সালে যে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য পাকিস্তানের হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন। বাংলাদেশ থেকেও নাকি প্রতিনিধিদল আসবে। এই প্রতিনিধিদলে যেন থাকেন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নয়।' বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দেওয়া ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে। শুক্রবারই বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির ইউনূস সরকারকে নিশানা করে বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবহেলা করার চেষ্টা চলছে। এই সময়টা সবচেয়ে কঠিন। আপনার একটা পদক্ষেপ যদি ভুল হয়, তাহলে আপনি পিছনে পড়ে যাবেন, খাদে পড়ে যাবেন।'

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার দুপুর আড়াইটেয় রেসকোর্স ময়দানের দুই নম্বর গেট দিয়ে দর্শক ঢুকতে পারবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীরও থাকার সম্ভাবনা।

এনইউজেএস পেল এ প্লাস

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : ন্যাকের (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল) বিচারে কলকাতার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্স এ প্লাস গ্রেড পেল। শনিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই খবর জানান। এখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডনের কিংস কলেজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ফরেন্সিক সায়েন্স স্টাডিজও পড়ানো হচ্ছে। রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়টির শিরোপায় খুশি মুখ্যমন্ত্রী।

সিভিক গ্রেপ্তার

বীরভূম, ১৪ ডিসেম্বর : বীরভূমের মহম্মদবাজারে এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে পুলিশ এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম চিরঞ্জীব সিংহ। মহম্মদবাজার থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্মরত। নির্যাতিতা নাবালিকা তার প্রতিবেশী। দুই পরিবারে সুসম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, সেই সুযোগে চিরঞ্জীব যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ।

উঠল তন্ময়ের সাসপেনশন

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : জেলা সম্মেলনের আগেই সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের সাসপেনশন তুলে নিল আলিমুদ্দিন। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএম সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। তন্ময় এবার থেকে পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশ নিতে পারবেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারি থেকে সিপিএমের জেলা সম্মেলন শুরু হতে চলেছে। ফলে তিনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন।

মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার ঘটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করে তন্ময়কে সাসপেন্ড করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর দলের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি তন্ময়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল। রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিম জানান, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তদন্ত শেষ হওয়ার কারণে এই সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, 'এবার থেকে আমি পার্টির কাজকর্মে অংশ নিতে পারব। সম্মেলনেও যোগ দিতে আর বাধা রইল না।'

বঙ্গ তরুণরা ফের সফল

ইউপিএসসি'র আইএসএস-এ প্রথম দুই

সিঞ্চনস্নিগ্ধ অধিকারী

বিল্টু মাজি

আসানসোল, ১৪ ডিসেম্বর : জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় ফের বঙ্গের জয়জয়কার। ইউপিএসসি'র ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস (আইএসএস) সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হলেন বাংলার দুই তরুণ। প্রথম হয়েছেন আসানসোলের সিঞ্চনস্নিগ্ধ অধিকারী। আর দ্বিতীয় হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে বিল্টু মাজি।

আসানসোলের ইসমাইল মাদার টেরেজা সরণির বাসিন্দা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সিঞ্চন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনী। কলকাতার আইএসআই থেকে স্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান তিনি। বাবা প্রদীপ অধিকারী মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের কর্মী। মা সুজাতাদেবী গৃহবধূ। তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব বাবা-মায়ের বলে জানিয়েছে সিঞ্চন। প্রদীপবাবু জানান, ওর স্বপ্ন ছিল ইউপিএসসি পাশ করা। কিন্তু গোটা দেশে প্রথম হবে, তা ভাবেননি। শুধু পরীক্ষায় প্রথম নয়, দেশসেবাও যেন এক নম্বর হয়, এটাই তিনি চান।

সিঞ্চনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গোবিন্দ মহারাজ ও রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাপসবাবুর কথায়, 'আসানসোলের ছেলেমেয়েরা যে কারও চেয়ে কম নয়, তা ফের প্রমাণ করল সিঞ্চন।'

দ্বিতীয় হওয়া বিল্টুর লড়াইটা ছিল বেশ কঠিন। বাবা পেশায় কৃষক। বিশ্বভারতী থেকে স্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতক পাশ করার পরই সংসারের হাল ধরতে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। চাকরি পান ডাক বিভাগে। চাকরির পাশাপাশি চলে পড়াশোনা। ডব্লিউবিসিএস ও ইউপিএসসি-তে তিনবার সাফল্য না মিললেও হাল ছাড়েননি বিল্টু। সেই লড়াইয়ে এমন নজরকাড়া ফল।

এ ব্যাপারে বিল্টু বলেন, 'রোজ গীতার অধ্যায়গুলি শুনতাম। গীতার কর্মযোগ লড়াইয়ে সাহস জুগিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি হাল ছেড়ো না। সেজন্য এই সাফল্য।'

গ্রামেও অনলাইনে কর বাধ্যতামূলক

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : আর সাতদিন পরই গ্রামেও পঞ্চায়েত মারফত অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে সম্পত্তি কর। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ২৩ ডিসেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এর জেরে পঞ্চায়েত এলাকায় রাজস্ব আদায় বাড়ার পাশাপাশি কর দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ জটিল প্রক্রিয়া এড়াতে পারবেন। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এনিয়ে প্রস্তুতি সেরে রাখতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পঞ্চায়েতের কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীকে সচেতন করতে শিবির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'পঞ্চায়েতগুলির কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতেই এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে খবর, এমন প্রক্রিয়া শুরুর আগে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে বাসিন্দাদের সম্পত্তি কর কত হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু তথ্য পোর্টালে আপলোড করতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই পরিবারপিছু কর নির্ধারণ হচ্ছে। এখনও অবধি দেড় কোটিরও বেশি তথ্য পোর্টালে আপলোড হয়েছে। পঞ্চায়েত কর্তারা বলছেন, এতদিন পঞ্চায়েত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর সংগ্রহ করতেন। কিন্তু অনেক বাড়ির কর কাঠামোয় বদল হয়েছে। তবুও পুরোনো হারেই তাঁরা কর দিচ্ছিলেন। এনিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তর সমীক্ষাও করেছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, সরকারের প্রচুর রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়, পুর এলাকায় যেভাবে কর নেওয়া হয়, গ্রামেও সেভাবে সম্পত্তি কর নির্ধারণ করে জমা করতে হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা সুনিতা সঞ্জয় কাতকার - কে 10.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 79D 14099 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যে কেউ স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পারা তার জন্য অত্যন্ত একটি আকর্ষণীয় বিষয়। ডিয়ার লটারি আমাদের এমন একটি পদ্ধতি প্রদান করে যা কোনও বাধা ছাড়াই আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি সুযোগ প্রদান করে। বিশেষত মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা প্রদান করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

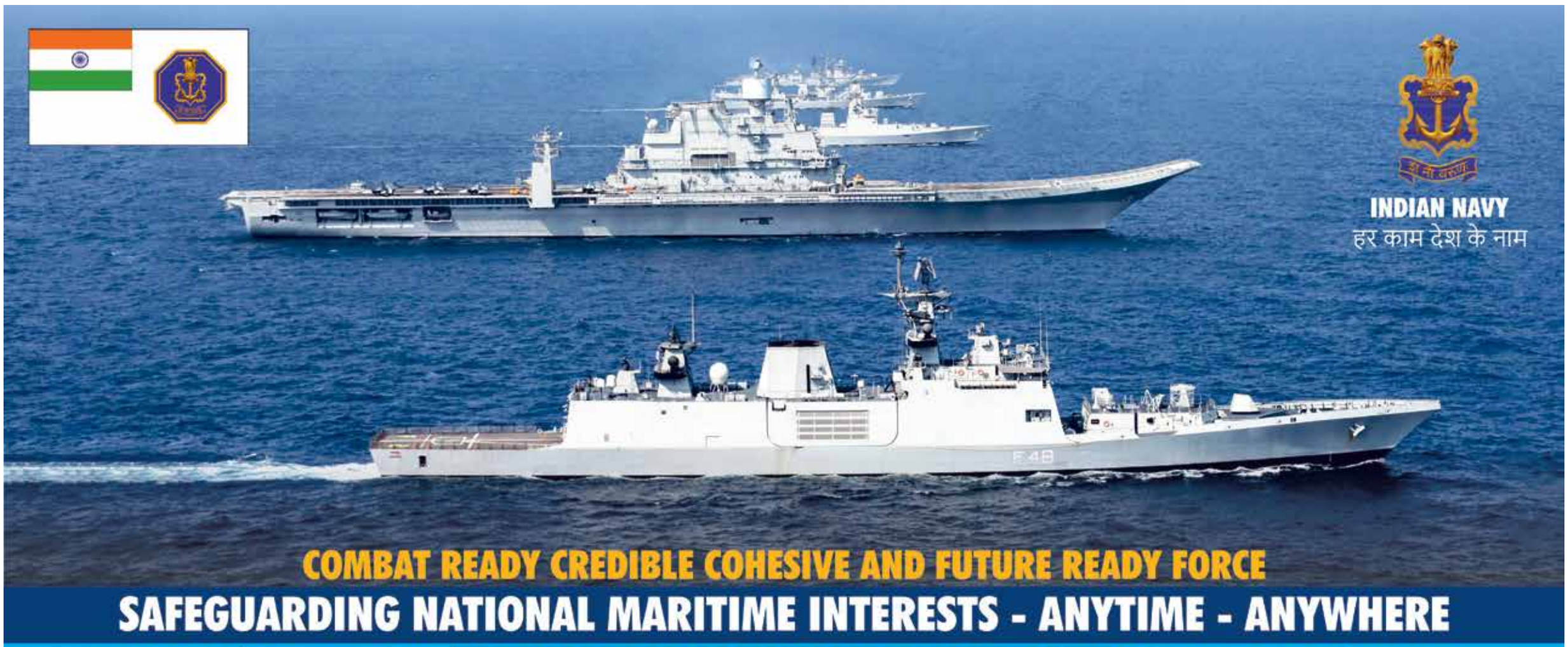

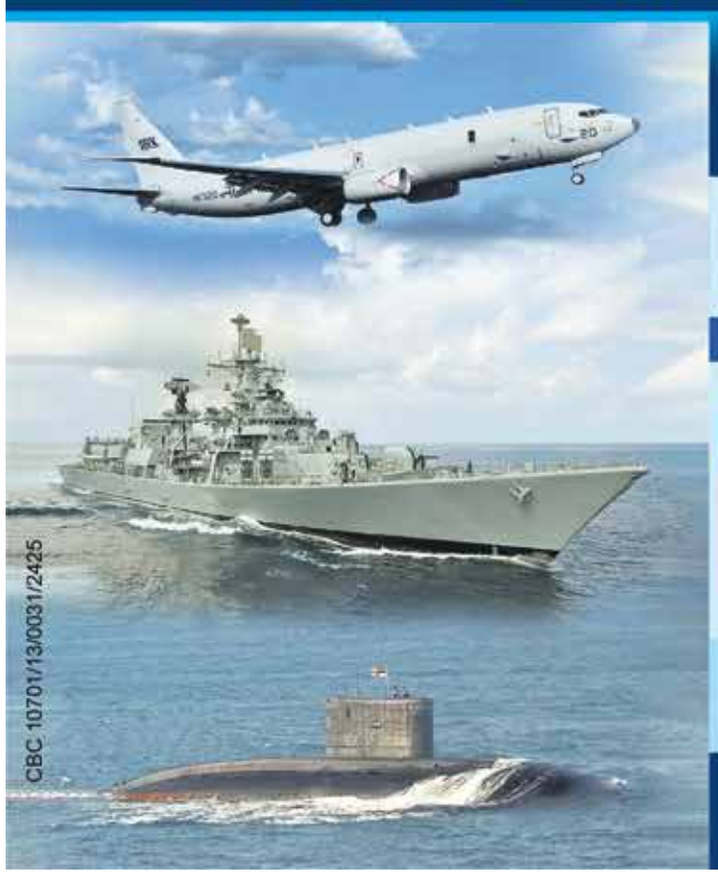

THE INDIAN NAVY 10+2 (B.TECH) CADET ENTRY SCHEME

PERMANENT COMMISSION COURSE COMMENCING - JUL 2025

Applications are invited from men and women candidates (fulfilling the conditions of nationality as laid down by the Govt. of India) for becoming Permanent Commissioned Officers in Technical and Executive branches under 10+2 B Tech Cadet Entry Scheme after undergoing four year B Tech course at the prestigious Indian Naval Academy, Ezhimala.

DATE OF OPENING - 06 DEC 2024 • LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION - 20 DEC 2024

Vacancies & Age - The age eligibility & vacancies for the course are as under:-

Branch	Vacancies	Gender	Age
Technical & Executive	36	Men and Women (maximum of 07 vacancies for women)	Born Between 02 Jan 2006 and 01 Jul 2008 (both dates inclusive)

*Branch allocation viz Technical & Executive (Engineering & Electrical) will be undertaken at INA

Education Qualification - Passed Senior Secondary Examination (10+2) or its equivalent examination from any recognised Board with at least 70% aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics (PCM) and at least 50% marks in English (either in Class X or Class XII)

For eligibility criteria and details visit www.joinindiannavy.gov.in and

EMPLOYMENT NEWS DATED 30 NOVEMBER 2024

কলকাতার দিকে লোকাল ট্রেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর নিত্যযাত্রীর সমস্যা মেটায় বহু লোকাল ট্রেন। অফিস, স্কুল, কলেজ যাওয়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গে সেই পরিস্থিতিই হয়নি। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, বালুরঘাট থেকে মালদায় নিত্যযাত্রীদের সমস্যা লোকাল ট্রেন মেটাতে পারে না। সংখ্যা কম, সময়েরও সমস্যা। কামরাও খারাপ। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র বিষয় সেটাই।

উত্তরের লেটলতিফ, ভরসা করলেই বড় বিপদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

‘লোকাল ট্রেন’ বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের এক অন্য ছবি। ভিড়ে ঠাসা কামরা, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা শয়ে-শয়ে মানুষ, হকারের সুর, ছুটোছুটি-হুড়োহুড়ি আরও কত কী। গুঁতোগুঁতি করে একবার লোকাল ট্রেনের হাতল ধরতে পারাটা পুরস্কার জেতার মতোই।

মধ্যবিত্ত জীবনে লোকাল ট্রেন আশীর্বাদের মতো। সময়মতো অফিসে পৌঁছানোই হোক বা সবজি নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া লোকাল ট্রেনের বিকল্প নেই। গঙ্গার ওপারে দক্ষিণবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াতের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে লোকাল ট্রেন। অথচ গঙ্গার এপারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আজ পর্যন্ত লোকাল ট্রেনের সঠিক ধারণাই তৈরি হয়নি।

রেলমন্ত্রকের কাছে দক্ষিণবঙ্গের লোকাল ট্রেন যতটা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গের লোকাল ট্রেন তারচেয়ে অনেকবেশি গুরুত্বহীন।

উত্তরের আট জেলায় হাতেগোনা কয়েকজোড়া লোকাল ট্রেন চলাচল করে। তবে সেগুলির প্রায় কোনওটিই সঠিক সময় মেনে চলে না। শিলিগুড়ি-বামনহাট ডেমু স্পেশালের কথাই ধরা যাক। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ১০টায় বামনহাট পৌঁছানোর কথা ট্রেনটির। সেবক-লাটাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার রুটে শনিবার বাদে সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করে ট্রেনটি। তিন জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনের অন্যতম ভরসা ওই লোকাল ট্রেন কখন গন্তব্যে পৌঁছে দেবে তার গ্যারান্টি নেই। কোনওদিন চার ঘণ্টা, কোনওদিন তিন ঘণ্টা দেরিতে চলে।

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে কাটিহার পর্যন্ত প্রতিদিন একটি লোকাল ট্রেন চলে। ভোর ৪টায় শিলিগুড়ি থেকে ছেড়ে সকাল ৯.৪৫ মিনিটে ট্রেনটির কাটিহার পৌঁছানোর কথা। রেলের ঘোষিত সময়ের উপর ভরসা করে যদি কেউ যাত্রার পরিকল্পনা করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। সঠিক সময়মতো চলাচল না করার জন্য শিলিগুড়ি জংশন থেকে অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের মধ্যে চলা লোকাল ট্রেনটি এড়িয়ে চলেন যাত্রীরা। একমাত্র নিরুপায় হলেই ওই ট্রেনের ভরসায় থাকেন কেউ কেউ।

শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার, লাটাগুড়ি, চ্যাংরাবান্ধা, নিউ কোচবিহার হয়ে চলে ট্রেনটি। রেলের সময় অনুসারে সকাল ১০.৫০ মিনিটে ছেড়ে রাত ৯.২৫ মিনিটে নিউ বঙ্গাইগাঁও পৌঁছানোর কথা ট্রেনটির। প্রায় প্রতিদিনই সেটি দেরিতে চলে। হাতে অফুরন্ত সময় না থাকলে ওই ট্রেনে ওঠেন না কেউই। সময় বাঁচিয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যই বিকল্প হিসাবে রেলকে বেছে নিয়েছেন আমজনতা। কিন্তু উত্তরের লোকাল ট্রেনগুলির সময়সূচি এতটাই অপরিকল্পিত যে এমনিতেই যাত্রীরা ট্রেনগুলি এড়িয়ে চলেন।

আবার শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ডেমু স্পেশাল বা শিলিগুড়ি জংশন-মালদা কোর্ট ডেমু-এর মতো লোকাল ট্রেনগুলি মাঝেমধ্যেই আগাম ঘোষণা ছাড়াই বাতিল করে দেওয়া হয়। যাত্রীরা স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটতে গিয়ে জানতে পারেন ট্রেন বাতিল হয়েছে।

অন্য নিত্যযাত্রীদের মতোই উত্তরে চাকরিজীবীদের ভরসা হারিয়েছে লোকাল ট্রেন। সময়মতো হাজির হতে না পারলেই খাতায় লাল কালির দাগ বসার ভয়ে লোকাল ট্রেনে ওঠার সাহস জোগাতে পারেননি কোচবিহার, শিলিগুড়ি বা মালদার চাকরিজীবীরা। লোকাল ট্রেনের চাইতে তাদের কাছে ঢের ভালো বাস বা ট্রেকার।

তবে সবই যে একেবারে খারাপ তা নয়। এক্ষেত্রে মন্দের ভালো বলতে হয় এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার স্পেশালের বা মালদা টাউন-কাটিহার জংশনের মতো এক-দুটি ট্রেনকে। তবে মালদা-কাটিহারের সময় নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ আছে। জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ ওই এলাকায় চাকরিরত শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকশো সরকারি বা বেসরকারি কর্মীর যাতায়াতের প্রধান ভরসা ওই হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার স্পেশাল। তবে মাঝেমধ্যেই ট্র্যাকের বাইরে গিয়ে দেরি করে সরকারি কর্মীদের বিপদে ফেলে দেয় ট্রেনটি। মালদা-টাউন কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিও হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার স্পেশালের মতোই সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকাল ৮টায় ছেড়ে ওই লোকাল ট্রেনটি ১১.২০ মিনিটে কাটিহার জংশনে পৌঁছায়। অফিস টাইমের ওই লোকাল মোটামুটি ঠিক সময়েই চলে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাল ট্রেন হল মালদা টাউন-বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার। ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১০৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার কথা ওই লোকালের। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা খুব একটা খারাপ চলে না ট্রেনটি।

রেলের দাবি, লোকালগুলিতে যাত্রী হচ্ছে না। কোনও কোনও লোকাল ক্ষতিতে চলছে। তবে আয় বা যাত্রী বাড়াতে উত্তরবঙ্গের লোকাল ট্রেন নিয়ে কার্যত কোনও পরিকল্পনাই করেনি রেল। ঘুম থেকে দার্জিলিং বা কার্সিয়াং থেকে সোনাদা, আগে পাহাড়ে টয়ট্রেন ছিল স্থানীয়দের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেটা কার্যত বন্ধ। এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে একটি ট্রেন অনিয়মিত যাতায়াত করলেও তার ভাড়া আগের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে। স্থানীয়দের ভরসা মেটানোর চাইতে জয়রাইড, জঙ্গল সাফারি ইত্যাদি বাণিজ্যিক যাতায়াতেই অনেক বেশি নজর দিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে।

পরিকল্পনামাফিক শিলিগুড়ির মতো মেট্রোপলিটান শহর থেকে বিভিন্ন রুটে লোকাল ট্রেন চালালে তা হতে পারে অত্যন্ত লাভজনক। সেসবে অবশ্য নজর নেই রেলের। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-ধূপগুড়ি, কোচবিহার-বক্সিরহাট, কোচবিহার-চ্যাংরাবান্ধা, শিলিগুড়ি-হাসিমারা, শিলিগুড়ি-লাটাগুড়ি, দিনহাটা-শিলিগুড়ি (ভায়া ফালাকাটা) ইত্যাদি বিভিন্ন রুটে পরিকল্পনামাফিক লোকাল ট্রেন চললে তা হতে পারে চাকরিজীবী সহ স্থানীয়দের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা। সেইসব লোকালে সবজি সহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য পরিবহণের বিশেষ বগি জুড়লে তা এই জনপদের কৃষি অর্থনীতিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে লোকাল ট্রেনের দৌলতে বোলপুরের চাকরিজীবীরাও সহজেই প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে কলকাতার কর্মস্থলে প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু প্রায় সমদূরত্ব অতিক্রম করে কোচবিহারের একজন চাকরিজীবী প্রতিদিন শিলিগুড়ির কর্মস্থলে যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে কোচবিহারের সেই ব্যক্তিকে মোটা টাকা খরচ করে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। আয়ের একটা বড় অংশই ব্যয় করতে হয় থাকা-খাওয়ার জন্য। সূক্ষ্ম বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে শুধুমাত্র যাতায়াতের সুবিধা কীভাবে বোলপুরের ব্যক্তিটিকে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী করছে এবং কোচবিহারের ব্যক্তিটিকে দুর্বল করছে।

তবে এসব নিয়ে ভাবার লোক নেই। রাজনীতির কারবারিরা ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়াতেই ব্যস্ত। তাঁরা পটু প্রতিশ্রুতি আর উসকানি দিতে। রাজনীতির কথা ছেড়ে দিন, উত্তরবঙ্গবাসীরাও তাঁদের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নন। কোথাও কোথাও হয়তো রেল দাবি সমিতি বানিয়ে রেলের কর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, তবে লোকাল ট্রেন চালু বা যে ক'টা চলছে সেগুলি সঠিক সময়ে চালানো, পরিষেবার মানোন্নয়ন - এসব নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই আমজনতার মধ্যে। কথায় আছে বাচ্চা না কাঁদলে মা-ও খেতে দেন না। উত্তরবঙ্গবাসী লোকাল ট্রেন নিয়ে একফোঁটা চোখের জলও ফেলছেন না। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের সমস্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই রেলকর্তাদেরও।

উত্তরবঙ্গে বিজেপির বিধায়ক, সাংসদের সংখ্যাই বেশি। রয়েছেন একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। তাঁরা একত্রিতভাবে কেন্দ্রের কাছে উত্তরের রেল বঞ্চনা নিয়ে সরব হলে হয়তো লোকাল ট্রেন নিয়ে আশার খবর শোনা যেত। দলমতনির্বিশেষে উত্তরের সব দলের জনপ্রতিনিধিরা সংসদে চিৎকার করলেও হাল ফিরতে পারত। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, সেসব কিছুই হয়নি। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গে যে লোকাল ট্রেন হতে পারত আর্থসামাজিক উন্নয়নের দিশারি সেই লোকাল ট্রেন থেকে গেল পুরোপুরি আলোচনার বাইরেই।

যন্ত্রণা বেশি মালদা আর বালুরঘাটে

স্বরজিৎ মিশ্র

ভোর সাড়ে পাঁচটা। রাস্তা কুয়াশার চাদরে ঢেকেছে। শহরের অনেকেই ততক্ষণ লেপ, কম্বলের তলায়। শীতকাতুরেরা তখন অ্যালার্ম বন্ধ করতে ব্যস্ত। কিন্তু কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগরের শান্তনু, সামিউলদের চিন্তা অন্য জায়গায়।

কুয়াশার কারণে একেই কম গাড়ি, তারপর রাস্তায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুরে যাওয়া গাড়ি বলতে ভরসা সেই মালদা টাউন-কাটিহার স্পেশাল প্যাসেঞ্জার। যানজটে যদি পৌনে আটটার মধ্যে স্টেশনে না পৌঁছোতে পারেন, তবে আজকের অফিস টাইম শেষ!

না, ওঁদের জন্য হাওড়া-বনগাঁ লোকাল, ক্যানিং লোকাল, পাঁশকুড়া লোকাল, আগরতলা লোকাল, শিয়ালদা-বারুইপাড়া, বর্ধমান-হাওড়া, হাওড়া-ব্যান্ডেল, খড়্গপুর-হাওড়ার মতো একাধিক লোকাল ট্রেন নেই। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকা, সামসীর যাত্রীদের ভরসা বলতে সেই শিলিগুড়ি ডেমু অথবা মালদা টাউন কাটিহার স্পেশাল প্যাসেঞ্জার।

প্রথমটা মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল সাড়ে ৬টায়, দ্বিতীয়টা মালদা টাউন স্টেশন থেকে সকাল ৮টা নাগাদ। ৮টার ট্রেন শহরবাসীর কাছে কিছুটা স্বস্তির হলেও কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে ততটাই আতঙ্কের।

কথা হচ্ছিল শান্তনু মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি স্কুলের ইনচার্জের দায়িত্বে। কালিয়াচক থেকে রোজ কাটিহার প্যাসেঞ্জারে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর যাতায়াত করেন। অফিস যাওয়ার একমাত্র ট্রেন এটি থাকায় সেই ভোরবেলা বেরিয়ে ট্রেন ধরতে হয় তাঁকে। কিছুদিন যানজটে আটকে চোখের সামনে দেখেছেন, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাঁর মতো একই অবস্থা সামিউলদেরও। প্রত্যেকের মুখে একটাই আক্ষেপ, ‘লোকাল ট্রেন নেই। তাই রোজ কষ্ট করে যাতায়াত করি।’

পুরাতন মালদা থেকে প্রতিদিন চাঁচল যাতায়াত করেন শিবাজি লাহিড়ি। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা যদি কোনওক্রমে আটটার ট্রেন মিস করি, তবে আর ওইদিন কাজে যাওয়া হবে না। কেন রেলের তরফে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না।’

অথচ কয়েক মাস আগেও কিছুটা পরিস্থিতি ভালো ছিল। এতদিন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে ছাড়ত মালদা-এনজেপি ডেমু ট্রেন। সম্প্রতি এই ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে রেল। গত ১ অক্টোবর থেকে সকাল সাড়ে ৬টায় ছাড়ছে এই ট্রেন। প্রায় ৭০০-৮০০ মানুষ এই ট্রেনে মালদা থেকে যাতায়াত করতেন। একদম অফিস টাইমে পৌঁছেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ রেলের তরফে ট্রেনের সময়সূচি এগিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই কোপ নেমে আসে যাত্রীদের উপর।

পৌনে ন'টার ট্রেন সাড়ে ছ'টায় করে দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মালদা টাউন ডেইলি প্যাসেঞ্জার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ৫০-৬০ জন নিত্যযাত্রী পূর্ব রেলের ডিআরএম, জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেন। রেলওয়ে নিত্যযাত্রী সংগঠনের সভাপতি পুরুষোত্তম কুমার রজকের বক্তব্য, ‘আমরা প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ জন ডেইলি প্যাসেঞ্জার। এই ট্রেনটা যদি না থাকে, আগের ট্রেনে গিয়ে আমরা সাড়ে আটটা-পৌনে ন'টায় পৌঁছে যাব। ফলে আমাদের স্কুল-অফিসে দু'আড়াই ঘণ্টা বাইরে থাকতে হবে। তখন স্কুল, অফিস কিছুই খোলে না।’

তাঁর আরও অভিযোগ, ‘পুরোনো সময়সূচিতে এই ট্রেন চালানোর দাবিতে একাধিকবার স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশনও দিয়েছি। কিন্তু শুধুই প্রতিশ্রুতি মিলেছে। সময়সূচিরও বদল হয়নি।’

আরও সমস্যা আছে মালদা টাউন-কাটিহার স্পেশাল প্যাসেঞ্জার নিয়ে। আগে কামরা ছিল ১১টি। বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৬টি। সেখানেই ঠাসাঠাসি করে যেতে হয় নিত্যযাত্রীদের। কামরায় আলো, ফ্যানের অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু ৬০০-৭০০ যাত্রী যেখানে রোজ যাচ্ছেন, তারপরেও বিকল্প ব্যবস্থা নেই কেন? ব্যাপারটা দাঁড়াল, উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ যে সুয়োরানি, আর গৌড়বঙ্গ দুয়োরানি।

তবে আশার কথা, মালদা-সাহেবগঞ্জ এমইউ চালু হয়েছে। কিন্তু সময় সেই ৮টা ১৫। নিত্যযাত্রীদের দাবি, ট্রেনটি মালদার বদলে কাটিহার পর্যন্ত গেলে প্রচুর নিত্যযাত্রীর সুবিধে হত। যাঁরা দূরত্বের কারণে ৮টার কাটিহার প্যাসেঞ্জার ধরতে পারেন না, তাঁদের খুবই উপকার হত। কলকাতার দিকে এত লোকাল ট্রেন, মালদা-বালুরঘাটে লোকাল ট্রেন এত কম কেন?

স্থানীয় যাত্রীদের জন্য মালদা ও মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে ছাড়া ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে হাওড়া-কাটিহার ইন্টারসিটি, শিলিগুড়ি ডেমু, মালদা টাউন-কাটিহার স্পেশাল প্যাসেঞ্জার এবং সাহেবগঞ্জ এমইউ। মালদা কোর্ট স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তব্য, ‘নিত্যযাত্রীরা পুরোনো সময়ে ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছেন। সেটা আমি উপরমহলে পাঠিয়ে দেব।’

মালদার ক্ষেত্রে সলতেটুকু জ্বললেও, বালুরঘাটের ছবিটা আরও ভয়াবহ। বালুরঘাট থেকে মালদাগামী ট্রেন বলতে এক তেভাগা এক্সপ্রেস। যা ভোর সাড়ে পাঁচটায় ছাড়ে। এই ট্রেন ধরা অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় লোকাল ট্রেন দুপুর ১২.৩০ নাগাদ। যে ট্রেন ধরলে স্কুল, কলেজ, অফিস করা যায় না। অগত্যা স্থানীয়দের যাতায়াতে ভরসা বাসই।

যেখানকার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। তারপরেও কেন লোকাল ট্রেন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী, সেই প্রশ্নও জোরালো হচ্ছে। একলাখি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিস্বর রায়ের কথায়, ‘বালুরঘাট থেকে প্রকৃত অর্থে কোনও লোকাল ট্রেন নেই। দূরপাল্লার ট্রেন ধরতে ভরসা মালদা টাউন স্টেশন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালদা যাওয়ার ট্রেনের সময়ও এমন যে, অনেকেই কাজে লাগাতে পারছে না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এ ব্যাপারে জানিয়েছি। আরটিই করে কিছু ট্রেনের নামও জানতে পেরেছি, যেগুলি বালুরঘাট পর্যন্ত এক্সটেনশন করলে সমস্যা মিটত। গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুর কর্মসূত্রে যাঁরা যান, তাঁদের বাস ছাড়া উপায় নেই।’

তবে, এত নেইয়ের মাঝে শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে রায়গঞ্জ। রাধিকাপুর থেকে কাটিহার পর্যন্ত যাওয়া সকল লোকাল ট্রেন বারসইয়ের উপর দিয়েই যায়। রায়গঞ্জের নিত্যযাত্রীদের সুবিধে, ভোর ৫টা ২০ মিনিটে রাধিকাপুর থেকে কাটিহার প্যাসেঞ্জার, সকাল ৬টা ২০ মিনিটে রাধিকাপুর থেকে হাওড়াগামী কুলিক এক্সপ্রেস, সকাল ৭টায় রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়িগামী ডেমু ট্রেন, সকাল ১০-২০ মিনিটের রাধিকাপুর থেকে কাটিহার, দুপুর ২টায় রাধিকাপুর থেকে তেলতা, বিকাল ৫টায় রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়িগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, সন্ধ্যা ৭টায় রাধিকাপুর থেকে কাটিহার প্যাসেঞ্জার, রাত ৯-৪৫ মিনিটে রাধিকাপুর থেকে কলকাতাগামী এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো রায়গঞ্জের পরে বারসইতে থামে। তবে লোকাল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো রায়গঞ্জ থেকে বারসইয়ের মাঝে ঝিটকিয়া, কাচনা ও ধাচনা স্টেশনে থামে। বারসইয়ের বাসিন্দা কার্তিক দাস বলছিলেন, ‘সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কাটিহার থেকে রাধিকাপুরের দিকে যে ট্রেনটি যায়, সেটায় উঠি। রায়গঞ্জে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম মিটিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় রাধিকাপুর থেকে কাটিহারের দিকে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যায়, সেটাতে উঠে পড়ি। আমাদের এই লোকালগুলো ভরসা।’

অন্যদিকে, ঝিটকিয়া থেকে ট্রেনে চাপেন মালতী দাস। তিনি রায়গঞ্জে বিভিন্ন বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। বলছিলেন, ‘সকাল সাড়ে সাতটার প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে রায়গঞ্জে নামি সাড়ে আটটার মধ্যে। সমস্ত বাড়ির কাজকর্ম মিটিয়ে দুপুর দুটোর সময় তেলতাগামী ট্রেন ধরে নেমে যাই।’

প্রশ্ন উঠেছে, যদি গৌড়বঙ্গের মধ্যে রায়গঞ্জ সুয়োরানি হতে পারে, তবে মালদা কিংবা বালুরঘাট নয় কেন ?

তথ্য সহযোগিতা - রাহুল দেব

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

কুয়াশামাখা সকাল।। *হেলাপাকড়িতে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার বাসিন্দা সুমন ভৌমিক।*

ভোট ফুরোতেই শীতঘুমে ব্যবসায়ী সমিতি

বাজারের ফুটপাথ দখল করে দোকান

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : কয়েকমাস আগেই নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন হয়েছে। সেখানে শাসকদলের জয়জয়কার। ভোটের আগে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নবনির্বাচিত কমিটি। কিন্তু প্রতিশ্রুতিই সার। নকশালবাড়ি বাজারে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা অব্যাহত। শীতঘুমে তৃণমূল পরিচালিত ব্যবসায়ী সমিতি। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের।

দিন-দিন নকশালবাড়ি বাজারে রাস্তার ওপর দোকান বসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি চললেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। পরিস্থিতি এমনই, বাজারে ঢুকতে গেলে বাইক কিংবা সাইকেল বাড়িতে রেখে আসতে হচ্ছে ক্রেতাদের।

ব্যবসায়ী সমিতির ভোটের আগে চলতি বছর রাস্তা দখলমুক্ত করতে বেশ কয়েকবার অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ভোটের পরেই সব ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সিপিএমের কোষ্কিলা রায়ের অভিযোগ, 'বাজারের ভেতরে অনেক বাড়িঘর রয়েছে। দখলের জেরে রাস্তা এতটাই ছোট হয়ে গিয়েছে, কোনও গর্ভবতীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। মাতৃযান ঢুকতে পারে না।'

ভোটের পর অভিযান বন্ধ হয়ে গেল কেন? নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের ব্যাখ্যা, 'উৎসব থাকায় কেনাকাটা করতে প্রচুর মানুষ বাইরে থেকে এসেছেন। তাই আমরা কোনওরকম অভিযান চালাইনি।' তবে 'নতুন বছরে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে ফের অভিযানে নামব' বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আগেই অভিযোগ উঠেছিল, স্থায়ী দোকান মালিকরা নিজেদের দোকানের সামনে অস্থায়ী দোকান বসিয়ে সেখান থেকে তোলাবাজি করছে। এখনও সেই ছবিটা বদলায়নি। এতে শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

নকশালবাড়ি বাজারে রাস্তার ওপর দোকান। সমস্যা চলাফেরায়।

> উৎসব থাকায় কেনাকাটা করতে প্রচুর মানুষ বাইরে থেকে এসেছেন। তাই আমরা কোনওরকম অভিযান চালাইনি। নতুন বছরে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে ফের অভিযানে নামব।
>
> **বিশ্বজিৎ ঘোষ** *উপপ্রধান নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

যদিও সেই অভিযোগ পুনরায় নস্যাৎ করে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায়ের মন্তব্য, 'তোলাবাজিতে আমাদের কেউ যুক্ত নয়। এসব বেআইনি কার্যকলাপ আমরা বরদাস্ত করব না।' তাঁর সংযোজন, 'যাঁরা রাস্তা দখল করে তোলাবাজি করছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পৃথ্বীশ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে কিন্তু বিন্দুমাত্র পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বহালতবিয়তে চলছে তোলাবাজি। আর রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে দোকান বসানোর ফলে বেড়ে গিয়েছে যানজট। পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

একটু ভিতরের দিকের দোকানগুলোতে ক্রেতারা পৌঁছাতেই পারছেন না বলে আক্ষেপ করেছেন বহু ব্যবসায়ী। তাঁদেরই মধ্যে একজন দিলীপ বাড়ই বলছিলেন, 'রাস্তা সাধারণের চলাচলের জন্য। কিন্তু কিছু লোভী দোকানদার রাস্তার উপর পসরা সাজিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা তুলছে। এর জেরে হাটের ভেতরে যেসব দোকান রয়েছে, সেখানে ক্রেতারা পৌঁছাতে পারছেন না। যার ফলে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের।'

অভিযোগের সমস্ত আঙুল সেই শাসকদল পরিচালিত ব্যবসায়ী সমিতির দিকে। ব্যবসায়ী সমিতির এগজিকিউটিভ মেম্বার (বিরোধীপক্ষ) ধর্মেন্দ্র পাঠক বলেন, 'তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ভোটে জিতেই বাজারের রাস্তাঘাট দখল করে ব্যবসার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছেন। নতুন কমিটি রাস্তা দখলমুক্ত করতে কোনও অভিযানে নামছে না।'

ঘাটানি মোড় থেকে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পর্যন্ত রাস্তার ওপর দুশোর বেশি দোকান গজিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, সমস্তটাই পেভার্স ব্লকের রাস্তা দখল করে। ফলে বাজারে অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারছে না। এই সমস্যার সমাধান কবে হবে, তা কেউ জানে না।

এনজেপি স্টেশনের নাম বদলের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : এনজেপি স্টেশনের নাম বদলের দাবি তুলল হিন্দু সমাজবাদী পার্টি। এনজেপি স্টেশনের নাম বদল করে চিলা রায়ের নামে রাখার দাবি তুললেন পার্টির সদস্যরা। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন হিন্দু সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ অধ্যক্ষ আশিসচন্দ্র গুপ্ত, রাকেশ কুমার সহ অন্যরা। রাকেশ কুমারের কথায়, 'এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে বীর চিলা রায়ের নামে রাখতে হবে। এই দাবিতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করতে চলেছি।' আশিস বলেন 'রাজ্যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবে হিন্দু সমাজবাদী পার্টি, তারই প্রস্তুতি চলছে।'

১০১ গবাদিপশু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : পৃথক দুটি অভিযানে ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়িতে ১০১টি গবাদিপশু উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ি থানার পুলিশ গবাদিপশু পাচারের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফাঁসিদেওয়ায় ধৃত হসরত এবং সাকিল উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা। খড়িবাড়িতে ধৃত তিনজন এনবর আলি, সন্দীপ কুমার এবং অক্ষয় জাঠ। এদিন ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ মহম্মদবক্স এলাকায় একটি লরি আটক করে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ২৫টি মোষ উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে, খড়িবাড়ি পুলিশ বাংলা-বিহার সীমানার চেকরমারি সংলগ্ন এলাকায় চারটি লরি আটকে ৭৬টি গোরু উদ্ধার করে। পুলিশের দাবি, উভয় ঘটনায় চালকদের কাছে গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি ছিল না। এদিনই ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

তৃণমূলকে নিশানা করে প্রচার দিলীপের

বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি হবে

> বাংলাদেশ ছেড়ে একবার এদেশে এসেছি। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে ওই দেশের মতো পরিস্থিতি এরাজ্যেও হবে। এবার পালিয়ে কোথায় যাবেন?
>
> **দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা**

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১৪ ডিসেম্বর : তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে এ রাজ্যেও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। শনিবার ফাঁসিদেওয়ায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে এসে এমনই মন্তব্য করলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এ রাজ্যে তৃণমূলের ক্ষমতায় থাকার কী সম্পর্ক, তা ব্যাখ্যা করেননি তিনি।

এদিন সকালে প্রথমে শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে আসেন দিলীপ। সেখানে সদস্য সংগ্রহের পর চলে যান ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মলজোতে। সেখানে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে শামিল হন। দলে যোগ দিতে আসা মানুষদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ছেড়ে একবার এদেশে এসেছি। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে ওই দেশের মতো পরিস্থিতি এরাজ্যেও হবে। এবার পালিয়ে কোথায় যাবেন?' তারপর তিনি এরাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

জালাসের কর্মসূচি শেষ করে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সহ দলের নেতাদের নিয়ে লালদাসজোতের মহানন্দা বিওপিতে যান দিলীপ। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে ফাঁসিদেওয়া সীমান্তের হালচালের ব্যাপারে বিএসএফের কমান্ডান্টের কাছে খোঁজ নেন।

সদস্য সংগ্রহ অভিযানে দিলীপ। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে। -সূত্রধর

বিএসএফের সঙ্গে কথা বলার পর দিলীপ বলেন, 'সব জায়গায় বাংলাদেশ সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছে। এখানেও কাঁটাতার বসানো নিয়ে পাশের দেশ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারলাম। এ নিয়ে একটু সমস্যা থাকলেও বাকি নিরাপত্তা ভালোই রয়েছে।' এরপর তিনি খড়িবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

খড়িবাড়ির বাতাসি বাজারে চৌরাস্তার মোড়ে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে শামিল হন দিলীপ। সেখান থেকে তিনি নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। গুটিকয়েক দলীয় কর্মীকে নিয়ে বাতাসিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বিজেপির রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডলের উদ্যোগে সদস্য সংগ্রহ শিবির করা হয়। সেখানে দিলীপের সঙ্গে ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক, ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার গণেশ দেবনাথ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ প্রমুখ।

খড়িবাড়িতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ বলেন, 'দলের যেসব কর্মী ১০০ জন নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে পারবেন, তাঁদের সক্রিয় সদস্য বানানো হবে। পাশাপাশি তাঁদের দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে জনপ্রতিনিধি বানানো হবে।' এরপর প্রাক্তন সাংসদ শিলিগুড়িতে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের প্রচারে যোগ দিতে যান। বিধান মার্কেটে এসে দিলীপ কথা বলেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। সেখান থেকে তিনি চলে যান হায়দরপাড়া বাজারে। সেখানেও তিনি দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে কথা বলেছেন।

এয়ার ফিল্টারে লুকোনো সোনার বিস্কুট

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : চারচাকার গাড়ির ইঞ্জিনের এয়ার ফিল্টারের মধ্যে লুকিয়ে সোনার বিস্কুট পাচারের চেষ্টা করেছিল দুই ব্যক্তি। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা।

শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার কাছে দুজনকে সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতদের নাম জেঠমোহন বসাক ও মহেশ চৌধুরী। দুজনই বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ১৩টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা। যার মোট ওজন ১ কেজি ৫১৪ গ্রাম। বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার বাজারদর এক কোটি টাকার বেশি।

গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী

অভিযোগ উঠেছে, বাংলাদেশ থেকে সোনার বিস্কুটগুলি কোনওভাবে সীমান্ত পেরিয়ে কোচবিহার জেলায় নিয়ে আসা হয়। তারপর সেগুলি কিশনগঞ্জে পাচারের ছক কষা হয়েছিল।

আগাম খবর থাকায় গোয়েন্দারা কয়েকটি দল বানিয়ে আগে থেকে ওই টোল প্লাজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িটি আসতেই সেটি আটক করেন গোয়েন্দারা। এরপর মেকানিক দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের এয়ার ফিল্টার খুলতেই সেখান থেকে উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুট।

শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, 'সোনার বিস্কুটের মধ্যে ফরেন মার্কিং রয়েছে। এর পেছনে কে কে রয়েছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

হোটেলের রেজিস্টার পৌঁছাচ্ছে না থানায়

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : পড়শি বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্তাল। সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। বাড়ছে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা। আর এই আবহে ইসলামপুর শহরে ফুটে উঠছে অন্য ছবি। শহরের হোটেলগুলোতে কারা আসছে, কতদিন থাকছে তার কোনও তথ্য থানায় পৌঁছাচ্ছে না।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি হোটেল এবং গেস্টহাউসকে অতিথিদের নাম-ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারে লিখে প্রতিদিন স্থানীয় থানায় দেখানোর কথা। কিন্তু শহরের কোনও হোটেলের তরফে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না রেজিস্টার।

যদিও হোটেল মালিকদের দাবি, থানার পক্ষ থেকে হোটেল মালিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। হোটেলে আসা কোনও ব্যক্তির ওপর সন্দেহ হলে গ্রুপে সেই ব্যক্তির তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এতেই প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের খাতায় যারা কুখ্যাত, তাদের হোটেল মালিকরা চিহ্নিত করবেন কীভাবে?

ইসলামপুরের এক হোটেল মালিক মঞ্জয় পাল বলেছেন, 'হোটেলে আসা সমস্ত অতিথিদের পরিচয়পত্র এবং যাবতীয় তথ্য রাখা হয়। তবে আগের মতো থানায় গিয়ে রেজিস্টার দেখানো হয় না। থানার পক্ষ থেকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। কারও ওপর সন্দেহ হলে আমরা সেই গ্রুপে তথ্য দিয়ে দিই।'

স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস সহ বিশেষ দিনগুলিতে পুলিশ হোটেল এবং গেস্টহাউসগুলিতে হাউসের রেজিস্ট্রার তদারকি করার নির্দেশ দেওয়া হবে।'

মনে করা হচ্ছে, অপরাধীরা সহজেই ইসলামপুরের হোটেলগুলোকে লুকানোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। হোটেলগুলিতে তথ্য নথিভুক্ত না থাকলে কিংবা পুলিশ নিয়মিত তথ্য যাচাই না করলে তাদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কী নিয়ম

প্রতিটি হোটেল এবং গেস্টহাউসকে অতিথিদের নাম-ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য লেখা রেজিস্টার প্রতিদিন স্থানীয় থানায় দেখানো

যা হচ্ছে

হোটেল মালিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছে থানা, সন্দেহ হলে গ্রুপে সেই ব্যক্তির তথ্য দেওয়া হচ্ছে

গিয়ে রেজিস্টার দেখে। কিন্তু অন্য দিনগুলোতে এব্যাপারে পুলিশের কোনও পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফলে শহরে অপরাধমূলক কার্যকলাপের ঝুঁকি বাড়ছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'পুলিশ জেলার সমস্ত থানাগুলিতে প্রতিদিন নিজ নিজ এলাকায় থাকা হোটেল এবং গেস্ট সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়।

নিয়ম মানা হলে অপরাধীদের শনাক্ত করা অনেক সহজ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন অনেকেই। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালও মনে করেন, 'শহরের নিরাপত্তার জন্য এই নিয়ম চালু রাখা প্রয়োজন।' তাঁর সংযোজন, 'এই বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।'

নতুন করে নাম নথিভুক্ত করা উপভোক্তাদের সমীক্ষা চলছে।

সিএমও গ্রিভান্সে ৩৮৬ আবেদন

নকশালবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : সিএমও গ্রিভান্স পোর্টালে আবাস যাজনার বাড়ির জন্য নতুন করে আবেদন করেছেন শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকের ৩৮৬ জন উপভোক্তা। এই ৩৮৬ জন আদৌ প্রকৃত উপভোক্তা কি না, তা যাচাই করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল অডিট টিমকে। এজন্য শনিবার ও রবিবার খোলা থাকছে শিলিগুড়ি মহকুমার প্রতিটি ব্লকের বাংলা আবাস যোজনা সেল। শুক্রবার বিকালে রাজ্য সরকারের তরফে এই সমীক্ষার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার ও রবিবারের মধ্যে এই ৩৮৬ জন নতুন উপভোক্তার সার্ভে করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এজন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে ভিলেজ রিসোর্সপার্সনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামীণ সম্পদকর্মীকে দু'দিনের মধ্যে উপভোক্তাদের বাড়ি ঘুরে রিপোর্ট ব্লক অফিসে জমা দিতে হবে। এরজন্য দুটি ফর্ম্যাট রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে। নতুন উপভোক্তাদের মধ্যে ভুয়ো উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতেই এই সমীক্ষার নির্দেশ। কোনও উপভোক্তার বাড়িতে কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থাকলে, তিন বা চারচাকার গাড়ি থাকলে, মাসে ১৫ হাজার টাকার বেশি আয় থাকলে অথবা সেই পরিবারের কেউ সরকারি কর্মচারী হয়ে থাকলে তালিকা থেকে সেইসব উপভোক্তার নাম বাদ দেওয়া হবে। চারটি ব্লকের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৭৯০ জন উপভোক্তার বাংলার ঘর (গ্রামীণ) তালিকায় নাম রয়েছে। এর মধ্যে খড়িবাড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩৯৮ জন, নকশালবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২৯৯ জন, মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮৩

ছুটির দিনেও তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ

জন, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯১০ জন উপভোক্তা রয়েছেন। চারটি ব্লকের ৩৮৬ জন উপভোক্তা সিএমও গ্রিভান্স পোর্টালে আবেদন জানিয়েছেন। নতুন করে নাম নথিভুক্ত করা উপভোক্তারা আদৌ বাংলার ঘর (গ্রামীণ) প্রকল্পে যোগ্য কি না, তা বিবেচনা করতেই সমীক্ষা করা হচ্ছে। আগের তালিকা থেকে কোনও উপভোক্তার উপর সন্দেহ থাকলে তাঁর বাড়িতেই আবার সমীক্ষা করা হবে।

খড়িবাড়ি হাইস্কুলে মিড-ডে মিল খাচ্ছেন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল।

স্কুলে ঝটিতি সফর জেলা শাসকের

খড়িবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ির বিভিন্ন দপ্তর এবং স্কুলে শনিবার আচমকা ঘুরে গেলেন দার্জিলিয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। এদিন জেলা শাসকের সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ প্রমুখ। সকালে তিনি খড়িবাড়ি হাইস্কুলে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন।

তারপর তিনি চলে যান খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার হালহকিকত দেখে বাতাসির সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে চলে যান। এরপর বিন্নাবাড়ি এলাকার একটি রাইস মিল, বুড়াগঞ্জের চুচুরমুচুর জল জীবন মিশন প্রকল্প এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা শাসক।

গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে প্রীতি স্বাস্থ্যকর্মীদের সাপ্তাহিক সভায় যোগ দেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের নাবালিকা গর্ভধারণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।। এছাড়া মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রীতি। পাশাপাশি হাসপাতালে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চালু করার বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিককে উদ্যোগী হতে বলেছেন তিনি।

জেলা শাসককে হঠাৎ দেখতে পেয়ে কর্মীদের মধ্যে চরম ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। সাফাইকর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগ পরিষ্কার করতে শুরু করেন। যদিও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিকের দাবি, 'রুটিন পরিষ্কার চলছিল।'

এরপর প্রীতি চলে যান খড়িবাড়ি হাইস্কুলে। সেখানে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সাধনা সাহাকে নিয়ে সোজা চলে যান রান্নাঘরে। এদিনের মেনু ছিল ভাত, ডাল, মিক্সড ভেজ ও পাঁপড়। জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক মিড-ডে মিল খেয়ে খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করেন। প্রীতি বলেন, 'রান্না খুব ভালো হয়েছে। সমস্তকিছু পরিষ্কারও। এটা আমার রুটিন ভিজিট ছিল।' বাকি জায়গাগুলিতে ঘুরেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন জেলা শাসক।

চা বাগানে দেহ

নকশালবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার নকশালবাড়ি ব্লকের আজমাবাদ চা বাগানে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হল। বাগান পরিচর্যার সময় শ্রমিকরা মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃত তরুণের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

কাঠ কুড়োতে যাওয়াই কাল

কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার, ১৪ ডিসেম্বর : সড়কপথে দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। আর সময়ের ব্যবধান ৪৮ ঘণ্টার। দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি হল কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ পোরো গ্রামে। তবে পার্থক্য একটাই, বৃহস্পতিবার হাতির হানায় যে তিন প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনাস্থল ছিল জলদাপাড়ার জঙ্গলে। আর শনিবার সকালে হাতির হানায় যে গ্রামবাসীর মৃত্যু হল, সেই ঘটনা ঘটেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে।

ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মী সহ স্থানীয়রা। শনিবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দক্ষিণ পোরো গ্রামের বাসিন্দা গুঞ্জুমন রাভা (৫৬) জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে সংলগ্ন দমনপুর (পশ্চিম) রেঞ্জের গরম বিটের (পশ্চিম) ৮ নম্বর কম্পার্টমেন্টের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে, একটি বুনো হাতি শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে গুঞ্জুমনকে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে কালচিনি থানার অধীন নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ জঙ্গল থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির দেহ এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুকুরমণি কাছুয়া, চানমোনি ওরাওঁ ও রেখা বর্মনের মৃত্যু হয়েছিল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের চিলাপাতা রেঞ্জের বানিয়া বিটের জঙ্গলে। তাঁরাও জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে। সেখানে হাতির হানায় তাঁদের তিনজনের মৃত্যু হয়। শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে এসে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ। ওই তিন প্রৌঢ়ার মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের জঙ্গলে প্রবেশ করেই মৃত্যু হল দক্ষিণ পোরো গ্রামের বাসিন্দা গুঞ্জুমন রাভার।

এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় সেখানে জঙ্গলের ভেতরে মৃতদেহটি পড়ে আছে। এছাড়া তার আশপাশে হাতির পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এবিষয়ে মৃতের আত্মীয় ভূষণ রাভা জানান, শুক্রবার দুপুরে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে বনে গিয়েছিল গুঞ্জুমন। কিন্তু সন্ধের পর না ফিরে আসাতে সন্দেহ হয়। তারপর রাত হয়ে যাওয়ায় আর খোঁজাখুঁজি করতে পারেননি তাঁরা। এদিন ভোর হলে আবার খোঁজা শুরু হয়। তখনই মেলে দেহ।

দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণ পোরো, বন দপ্তরের নিষেধ সত্ত্বেও কীভাবে গ্রামবাসীরা বারবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ছেন? বনকর্মীরা সব সময় টহলদারি চালান জঙ্গলের সীমান্তে। এরপরও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বন্যপ্রাণীর হানায় কালচিনি ব্লকে যেন মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছে। বক্সার জঙ্গল ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এত বড় এলাকায় সবসময় নজরদারি করা সম্ভব নয়। সেই সুযোগেই গ্রামবাসীরা ঢুকে পড়ছেন।

আঁতাতের অভিযোগ, বিক্ষোভ মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ৯০ দিনের মধ্যে সিবিআই চার্জশিট দিতে পারেনি। এতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের আঁতাত দেখছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে প্রত্যেকে সিবিআইয়ের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হলেন।

চিকিৎসকদের অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল হাত মিলিয়ে কাজ করছে। আরজি কর কাণ্ডে রাজ্য সরকারকে বাঁচাতে বিজেপি সিবিআইকে ব্যবহার করেছে। আর কেন্দ্রের নির্দেশেই সিবিআই ওই কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসির বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে পারেনি।

আন্দোলনকারী চিকিৎসক শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। এদিন

আরজি কর কাণ্ড

কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই অফিস ঘেরাও হয়েছে। আগামীতে সিবিআইয়ের শিলিগুড়ি অফিসও ঘেরাও হতে পারে।' এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক পড়ুয়া সোহম আহমেদ, সোমা দাস প্রমুখ।

আঁধারে শিক্ষা

রাজ্যজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বেহাল অবস্থার চিত্র বারবার উঠে এসেছে। সেই ছবি এবার দেখা গেল ইসলামপুর হাইস্কুল ও মাটিগাড়া ঠিকনিকাটা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। কোথাও ক্লাসরুমের অভাবে একটি কক্ষে চলছে দুটি ক্লাসের পঠনপাঠন। আবার কোথাও ৬০ জন পড়ুয়ার জন্য রয়েছেন মাত্র দুজন শিক্ষক।

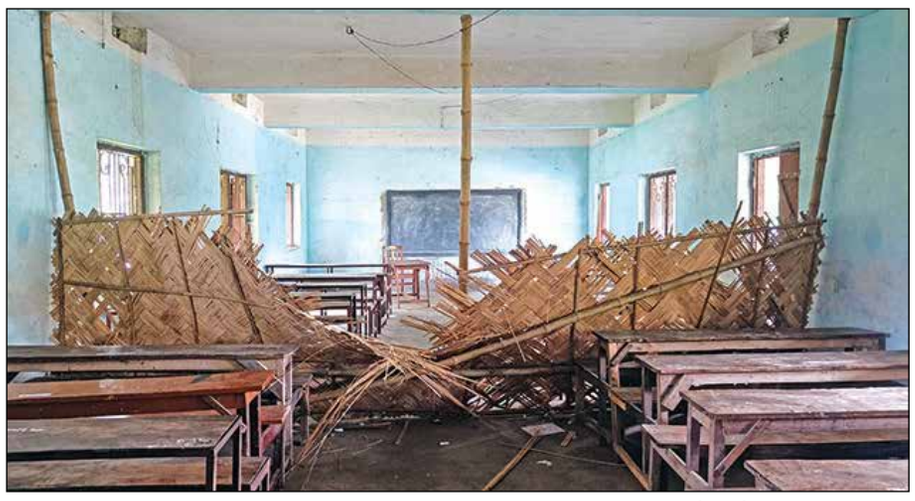

ইসলামপুরে হাইস্কুলে একটি কক্ষে বেড়া দিয়ে চলছে দুটি ক্লাসের পঠনপাঠন।

ক্লাসরুমে বেড়া দিয়ে পড়াশোনা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : এক বছর আগে থেকেই ইসলামপুর হাইস্কুলের একটি বিল্ডিং বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। বিল্ডিংটি একপাশে হেলে পড়ার ফলে প্রশাসনের তরফে ওই বিল্ডিংটি পঠনপাঠনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই ওই বিল্ডিংয়ে থাকা ১৪টি ক্লাস অন্য বিল্ডিংয়ের বড় ক্লাসরুমগুলিকে বেড়া দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে সেখানে করানো হচ্ছে। ফলে এক বছর ধরে সমস্যা ভোগ করছেন স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও। শিক্ষকদের কথায়, প্রশাসনের তরফে একাধিকবার পরিদর্শন করে গেলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

ইসলামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সেলিমউদ্দিন বলেন, 'স্কুলের একটি দোতলা বিল্ডিং পুরোনো হওয়ার কারণে হেলে পড়েছে। সেখানে হওয়া ক্লাসগুলি অন্য বিল্ডিংয়ের বড় ক্লাসরুমে বাঁশের বেড়া দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে সেখানে করানো হচ্ছে। এর ফলে পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্কুলের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশন এবং পূর্ত দপ্তর থেকে ছয়বার পরিদর্শনে এসে সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে গেলও আজ অবধি কোনও কাজ হয়নি।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারিমোহন মণ্ডলের কথায়, 'বিল্ডিংটি বিপজ্জনক হওয়ায় সেটি ব্যবহার করতে মানা করা হয়েছে। নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের আবেদন জানিয়েছিল। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সেই আবেদন পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ইসলামপুর হাইস্কুলের উত্তর দিকে মুক্তমঞ্চের পিছনে থাকা দোতলা বিল্ডিংটির প্রত্যেক তলায় মোট ৭টি করে ক্লাসরুম মিলিয়ে মোট ১৪টি ক্লাসরুম রয়েছে। কিন্তু এখন সেই বেশিরভাগ ক্লাসরুমের ছাদ, দেওয়াল এবং মেঝেতে ফাটল ধরেছে। বিল্ডিংটি দীর্ঘদিনের পুরোনো হওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া ইসলামপুর হাইস্কুলে মোট ২৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। তাই একসঙ্গে এতগুলি ক্লাসরুম বিপজ্জনক হয়ে পড়ায় স্কুল চালাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে স্কুল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দুজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে চলছে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকনিকাটা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। কোনও কারণে একজন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ- সবক'টি শ্রেণির দায়িত্ব এসে পড়ে একজন শিক্ষকের ওপর। তার ওপর দুটি মাত্র ঘর। সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন চালানো মুশকিল। বর্ষাকালে আবার অন্য সমস্যা। বেশি বৃষ্টি হলে টিন চুইয়ে জল পড়ে ক্লাসরুমের ভেতরে। মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য আলাদা শেড না থাকায় পড়ার বেঞ্চে বসেই তা খেতে হয় খুদে পড়ুয়াদের। এসবের মাঝে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হতে চলেছে। পরিকাঠামোগত একাধিক খামতি নিয়ে আগামীতে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ বিশ্বাস বললেন, 'প্রতিদিন একসঙ্গে দুটো-তিনটে শ্রেণির পড়ুয়াদের একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস করাতে হয়। এখানে শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। ঘরের টিনের চালার অনেক জায়গায় ফুটো। তার উপর ত্রিপল লাগিয়ে সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তার পরও জল পড়ে।'

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ঠিক পাশেই আছে ৬৭ বছরের পুরোনো স্কুলটি। এখানে প্রায় ৬০ জন পড়ুয়া রয়েছে। কয়েকদিন আগে বিদ্যালয়ে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। সেই সময় শিক্ষকরা পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ার একটি ঘর তৈরি করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। শিক্ষকদের দাবি, জেলা শাসক আশ্বাসও দিয়েছেন।

এদিকে, বিদ্যালয় চত্বরে বাচ্চাদের খেলার জন্য একসময় দোলনা সহ অন্য সরঞ্জাম লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেসব মেরামতের পাশাপাশি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ জরুরি বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। তাঁরা চান, পড়ুয়াদের কথা ভেবে এবিষয়ে পদক্ষেপ করুক প্রশাসন।

এনিয়ে শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বলছেন, 'স্কুলটিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে যেহেতু পঞ্চম শ্রেণি চালু হচ্ছে, সেজন্য নতুন শিক্ষক দিতেই হবে। জানুয়ারি মাসে ওই স্কুল নতুন শিক্ষক পেয়ে যাবে।' পাশাপাশি পরিকাঠামোগত যেসব সমস্যা রয়েছে, তা সমাধান করার চেষ্টা করা হবে বলে দিলীপ জানিয়েছেন।

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকনিকাটা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রয়েছেন মাত্র দুজন শিক্ষক।

উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত তালিকা গেল নবান্নে

জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাতিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়ন বোর্ডগুলির পুনর্গঠন নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা পড়ল। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা নিজে কলকাতায় গিয়ে প্রস্তাবিত বোর্ডের তালিকা জমা দিয়েছেন। সম্ভবত জানুয়ারি মাসেই অনীতের এই তালিকায় সিলমোহর পড়বে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানুয়ারি মাসের দার্জিলিং সফর বাতিল হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তিনি ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে পাহাড়ে আসবেন।

গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং সফরে এসে প্রশাসনিক কর্তা, জিটিএ এবং পাহাড়ের ১৬টি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, 'উন্নয়ন বোর্ডগুলি কিছুদিন ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে। আমরা আবার এই বোর্ডগুলিকে সচল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেশ কয়েকটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্য কর্মকর্তাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সেই জায়গায় নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। খুব দ্রুত এই পুনর্গঠনের কাজ করা হবে।'

তিনি বলেছিলেন, 'এখন থেকে জিটিএ উন্নয়ন বোর্ডগুলির ওপরে নজরদারি করবে। এই জন্য অনীত থাপার নেতৃত্বে একটি কমিটিও তৈরি করে দেওয়া হবে।' এরপরই অনীত ১৬টি বোর্ডের প্রত্যেকটির খসড়া তৈরি করে রিপোর্ট আকারে জমা দিয়েছেন। তালিকায় তামাং বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রাক্তন আমলা গোপাল লামার নাম রয়েছে। এছাড়া আরও দু'তিনটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পদে রদবদল হচ্ছে। তবে, সিংহভাগ বোর্ডে প্রাক্তনদেরই দায়িত্বে রেখে দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সূত্রের দাবি, সামনেই কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক পুরসভার ভোট রয়েছে। সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে সেই ভোট হবে। তার আগে উন্নয়ন বোর্ডগুলিতে খুব বেশি রদবদল করে অনীত বিতর্ক বাড়াতে চান না। বরং বোর্ডগুলির সমর্থন নিয়ে তিনটি পুরবোর্ড দখলই তাঁর লক্ষ্য।

জিটিএ'র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত মাসে দার্জিলিংয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে তিনি আবার ২০-২১ জানুয়ারি পাহাড়ে আসবেন। ফলে সেই সময়ই পুনর্গঠিত উন্নয়ন বোর্ডগুলির ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাতিল হচ্ছে বলে খবর এসেছে। জানুয়ারি মাসে পাহাড়ে ভীষণ ঠান্ডা থাকে। পাশাপাশি পর্যটন মরশুম হওয়ায় সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী এলে যানজট সহ বিভিন্ন সমস্যায় পর্যটকদের ভুগতে হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী ফেব্রুয়ারির শেষে অথবা মার্চ মাসে পাহাড়ে আসতে পারেন।

আন্দোলনে করিম-কানাইয়া

রেল ওভারব্রিজের দাবিতে অবস্থান

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : রেল ওভারব্রিজের দাবিতে স্টেশন চত্বরে অবস্থানে বসলেন ইসলামপুরের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাসিন্দারাও। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন আলিনগর রেলগেট নিয়ে মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। সে কারণে স্থানীয়রা 'আলিনগর-স্টেশন রোড ওভারব্রিজ ডিমান্ড কমিটি' তৈরি করেছেন। শনিবার এই কমিটির ডাকে স্টেশন চত্বরে অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা।

> রোড ওভারব্রিজ ডিমান্ড কমিটির পাশাপাশি আমিও রেলকে স্মারকলিপি দিয়েছি। তা স্টেশনমাস্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলন অরাজনৈতিকভাবে চালাতে বলা হয়েছে।
>
> **আব্দুল করিম চৌধুরী**
> *বিধায়ক, ইসলামপুর*

অবস্থানে শামিল হয়ে রেল ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন করিম। তিনি জানান, আন্দোলন যাতে রেল ধর্মঘট পর্যন্ত না পৌঁছায় সেজন্য স্টেশনমাস্টারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। ওঁকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে এদিন। এবিষয়ে আলুয়াবাড়ি রোডের স্টেশনমাস্টার বরুণকুমার সিংহ বলছেন, 'স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' কয়েক দশক ধরে এই সমস্যা ভোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আপৎকালীন সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স সহ দমকলও গেটে আটকে থাকছে। অনেক সময় রেলগেটে আটকে অ্যাম্বুল্যান্সেই মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ চলে যায় বলে অভিযোগ। এছাড়া স্কুল, কলেজের পড়ুয়া এবং চাকরিজীবীদেরও গন্তব্যে পৌঁছোতে দেরি হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে রেল ওভারব্রিজের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'ওভারব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই। রেলের জায়গায় ওভারব্রিজ তৈরি করলে এতে ব্যবসায়ীদেরও কোনও ক্ষতি হবে না। তাঁরা ওভারব্রিজের নীচে দোকান দিতে পারবেন। রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ আটকে থেকে বহু মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে রেলের দ্রুত এবিষয়ে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে রেল ওভারব্রিজের দাবিতে তৃণমূলের অবস্থান।

পুকুর ভরাটে পদক্ষেপের আশ্বাস

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : ইসলামপুর শহরে পুকুর ভরাট নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসল ইসলামপুর পুরসভা এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। শনিবার এই মর্মে বোর্ড মিটিংয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। পাশাপাশি ভূমি দপ্তরের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুকুর মালিককে সতর্ক করেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও পুকুরের মালিক সুবল দাস দাবি করছেন, 'পুকুর ভরাট নয়, পুকুরের পাড় বাঁধানোর কাজ করছিলাম। পুকুরের পাড় বাঁধা সম্পন্ন হলে সেখানে মাছ চাষ করব।'

সুবল এমন দাবি করলেও, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি ওয়ার্ড কাউন্সিলার, পুরসভা ও ভূমি দপ্তরের অনুমতি নিয়েছিলেন? এর উত্তরে সুবলের বক্তব্য, 'না। পুকুরের পাড় বাঁধানো নিয়ে আমি কোনও অনুমতি নিইনি।' ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'পুকুর সংস্কার করার ক্ষেত্রে ভূমি দপ্তরের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে যা করা হয়নি।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবডাঙ্গি পাড়ায় একটি পুকুর ভরাটের খবর শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এরপরই প্রশাসনিক দপ্তরে হইচই পড়ে যায়। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক আগেই জানিয়েছিলেন যে, দল পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত। শনিবার অর্পিতা বললেন, 'বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চেয়ারম্যান খোঁজ নিয়েছেন। আমিও পুকুর মালিককে ডেকেছিলাম। তিনি পুকুরের পাড় বাঁধার কাজ করছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। যদিও এই মর্মে আগাম তিনি আমাকে কিছু জানাননি বা অনুমতি নেননি।'

খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

এদিন পুরসভায় বোর্ড মিটিংয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল বলেন, 'সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। যে-ই হোক পুকুর ভরাট করা বরদাস্ত করব না। আর কোনওভাবে পুকুর সংস্কার করতে হলে, ভূমি দপ্তরের অনুমতি নিয়ে তা করতে হবে।'

অন্যদিকে ভূমি দপ্তরের যে দলটি পুকুর পরিদর্শন করতে যায় সেই দলের সদস্যদের মধ্যে একজন বলেন, 'জলাভূমি বা পুকুর সংস্কার করার জন্যও অনুমতি নিতে হয়। ফলে পুকুর মালিককে আমরা সতর্ক করেছি। এরপরেও কাজ বন্ধ না হলে আমরা এফআইআর করব।'

জমি নিয়ে বিবাদ, সংঘর্ষে জখম ৫

চোপড়া, ১৪ ডিসেম্বর : জমি বিবাদের জেরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে জখম হলেন পাঁচজন। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খেমচরণগছ এলাকায়। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে সেখান প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। বর্তমানে পাঁচজনই মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় নয়াহাট এলাকার একটি শরিকি জমি নিয়ে সফিলউদ্দিন ও রমজান আলির মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে সমস্যা চলছে। সমস্যা মিটিয়ে নিতে একাধিকবার সালিশি সভা করা হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে সফিলউদ্দিন পক্ষের লোকজন বিতর্কিত জমিতে ঘর তৈরি করতে গেলে রমজান পক্ষ আপত্তি জানাতে আসে। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে সংঘর্ষ বাধে।

রমজান বলেন, 'ওই জমিতে গম চাষ করা হয়েছে। অন্যপক্ষ ওই জমিতে ঘর তৈরি করতে গেলে আপত্তি করতেই সংঘর্ষ বেধে যায়। অন্যদিকে, সফিলউদ্দিনের বক্তব্য, 'ঘর তৈরি করতে গেলে রমজানের লোকজন আক্রমণ চালায়।' ঝামেলার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উভয়পক্ষের তরফে থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেলার খেলা

যুব সংঘে রাজ্য বক্সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা বক্সিং সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি জাতীয় যুব সংঘে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য বক্সিং। প্রাক্তন বক্সার এসকে রাইয়ের উপস্থিতিতে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বক্সিং সংস্থার সভাপতি খোকন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আসন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য বাংলা দল নির্বাচনে এলিট মেন স্টেট বক্সিং টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় ১০টি ওজন বিভাগ রাখা হয়েছে। ১৬টি জেলা এই প্রতিযোগিতায় দল পাঠাবে বলে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে।

ম্যাচ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার চাঁদমণি মাঠ পরিচর্যার কারণে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ-ওয়াইএমএ ও বান্ধব সংঘ-বিবেকানন্দ ক্লাবের ম্যাচ স্থগিত রয়েছে। রবিবার খেলবে এনবিএসটিসিআরসি-রবীন্দ্র সংঘ ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব-নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

কালিঝোরায় সভা

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : কালীঝোরা কমিউনিটি হলে শনিবার পরচা পাট্টা ডিমান্ড কমিটির তরফে সিক্কোনা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অবিলম্বে সিক্কোনা বাগানে বসবাসকারীদের নিঃশর্ত জমির পাট্টা দেওয়া, এই প্রকল্পের বিভিন্ন শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি সিক্কোনা বাগানকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলে এখানকার তরুণ-তরুণীদের কাজে নিয়োগের দাবিও তোলা হয়েছে। সভায় সংগঠনের তরফে এলএম শর্মা, শংকর পাল, প্রবীণ গুরুং প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : সেবক রোডের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল আরকে শুক্লা। স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মণীশকুমার যাদব।

প্রতারণায় অভিযুক্ত আইনজীবী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : জমি কিনে দেওয়ার নাম করে ২৪ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা রাজীব রায় ওই আইনজীবী সহ তাঁর স্ত্রী ও আরও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে অবশ্য শিলিগুড়ির শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী পরিমল সরকার, তাঁর স্ত্রী শিবানী সরকার ও সেবক রোডের আড়াই মাইলের এক বাসিন্দা কমল সরকার গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তিনজনের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন একটি ১২ কাঠা জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ছিল শিবানী ও কমলের নামে। কাজের সূত্রে পরিচয় হওয়ায় পরিমলের কথামতো ২০২১ সালে সেই জমিটি কেনার পরিকল্পনা করেন রাজীব ও তাঁর দুই আত্মীয়। রাজীবের কথায়, 'জমিটি কিনতে কয়েক দফায় ২৪ লক্ষ টাকা দিই। কিন্তু জমির রেজিস্ট্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করছিল। এক্ষেত্রে পরিমল কোনও সহযোগিতা করছিল না। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয়। পরবর্তীতে জানতে পারি জমিটি শিবানী ও কমলের থেকে পরিমল নিজের নামে লিখে নিয়েছে।'

যদিও এরপর বিভিন্নভাবে টাকা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করেন রাজীব। বিষয়টি নিয়ে বাবুপাড়ার বাসিন্দা কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরই গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের উপস্থিতিতে দুই পক্ষ বসে সেই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। রাজীব বলেন, 'আমরা জমিটি কিনতে চাই না। কেননা জমিটি যেহেতু পরিমল নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে। যে টাকা দিয়েছিলাম, তা সুদ সমেত ফেরত চাই। পরিমল প্রথমে টাকা দিতে রাজি হয়। সেক্ষেত্রে একটি চুক্তি করতে চাই। কিন্তু পরে আর দেয়নি।' অভিযোগ পরবর্তীতে ওই আইনজীবী টাকা ফেরত দেবেন না বলে জানিয়ে দেন। বার কাউন্সিলের সদস্যদের উপস্থিতিতে আলোচনার পরও সমাধানসূত্র বের না হওয়ায় নিজস্ব আইনজীবীদের পরামর্শে চলতি মাসের শুরুতে রাজীব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অলোক ধাড়া বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম আলোচনার মাধ্যমে যাতে একটি সমাধানসূত্র বের করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে ওই ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।'

নমুনা সংগ্রহ

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ এলাকায় একাধিক দোকান থেকে রাসায়নিক সারের নমুনা সংগ্রহ করেছে কৃষি দপ্তর। সঙ্গে আধার কার্ড সহ বায়োমেট্রিক দিয়ে এমআরপিতে কৃষকদের সার কেনার ব্যাপারেও সচেতন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহফুজ আহমেদ। মেহফুজ বলেন, 'সারের নমুনা, পস মেশিনে সার ক্রয় নিয়ে কৃষকদের সচেতন করা এবং সারের দোকানের লাইসেন্স যাচাইয়ের কাজ এদিন করা হয়েছে।' উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস নিজেও এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, 'জেলার দুটি মহকুমার মোট ১১টি দোকান থেকে সারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত নমুনা কেন্দ্রীয় সরকারের ফরিদাবাদের ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হবে।'

ধৃত দুই

খড়িবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে শনিবার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সিলিন্ডার। জানা গিয়েছে, ১২ ডিসেম্বর রাতে খড়িবাড়ি ভালুকগাড়ার পার্থ কবিরাজের রান্নাঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার সহ রান্নার সামগ্রী চুরি যায়। শনিবার বাতাসি থেকে উজ্জ্বল সরকার ও খড়িবাড়ি থেকে অজয় নাগেসিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কদর কমেনি হাতে তৈরি জুতোর

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : সময়টা আটের দশক। জায়গাটা শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড় আর বিধান মার্কেট। সেসময় জুতোর দোকান মানেই সুখলাল রাম বা গৌরী ভগত। এবার চলে আসা যাক ২০২৪-এ। শিলিগুড়ি শহরজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নামকরা জুতোর শোরুম। থরে থরে সাজানো নামীদামি কোম্পানির বহু জুতো। খদ্দেরও প্রচুর।

পানিট্যাঙ্কি মোড়ের মাথায় রাস্তার এক কোণে গত ৪২ বছর ধরে নিজের হাতে জুতো তৈরি করে আসছেন বছর ৫০-এর সুখলাল রাম। অপরদিকে, বিধান মার্কেটে টিমটিম করে চলছে গৌরী ভগতের দোকান। বহু বছর আগে বিধান মার্কেটে হাতে তৈরি জুতোর দোকান শুরু করেন। দুজনের বয়স তখন সাত থেকে আট বছর হবে, সেই সময় থেকে বাবার হাত ধরে ব্যবসার শুরু। সুখলালের বাবা পানিট্যাঙ্কি মোড়ে হাতে তৈরি জুতোর দোকান দেন। সুখলাল, গৌরীদের ব্যবসার হাতেখড়ি বাবার কাছে। চোখের সামনে তাঁরা বদলে যেতে দেখেছেন শিলিগুড়ি শহরকে।

যে সময় সুখলাল ও তাঁর বাবা জুতো বানানোর কাজ করতেন তখন শহরে এত জুতোর দোকান ছিল না। সেই সময় সুখলাল, গৌরীদের তৈরি জুতোর কদর ছিল তুঙ্গে। সুখলাল বলেন, 'আগে সারাদিনে প্রায় চার থেকে পাঁচ জোড়া জুতো তৈরি করলেও এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে অর্ডারের উপর ভিত্তি করে।' এখন শুধুমাত্র অর্ডার এলেই তাঁরা জুতো তৈরি করেন। আগে জিনিসপত্রের দাম কম ছিল তাই এক-একটা জুতোর দাম ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। তবে এখন এক জোড়া জুতো বানানোর খরচ ৮০০ বা ৯০০। তবুও সংসার চালাতে হিমসিম অবস্থা।

পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে একটি হাতে তৈরি জুতোর দোকান। -সংবাদচিত্র

গৌরী বললেন, 'এখন সবাই রংচংয়ে ডিজাইনার জুতো পরতে ভালোবাসে। তাছাড়া অনলাইন আমাদের ব্যবসা ৭০ শতাংশ নষ্ট করে দিয়েছে। তবে এখনও অনেকে হাতে তৈরি জুতা পরতে পছন্দ করেন। তাঁরা নিজের পছন্দমতো ডিজাইন, রং বা সাইজের জুতো অর্ডার করেন।' অন্যদিকে, জুতো ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'এখন তরুণদের পছন্দ ডিজাইনার জুতো।' হাতে বানানো জুতো কিনতে এসে যাটোর্ধ্ব কমল রবিদাস, সত্তরোর্ধ্ব সুবল রায়, পঞ্চাশোর্ধ্ব দীগেন্দ্র নাথরা অবশ্য জানান, বহুদিন ধরেই তাঁরা হাতে তৈরি জুতোই পরেন।

আর তাঁদের ওপর ভরসা করেই সুখলাল, গৌরীরা আজও টিকে রয়েছেন।

লাঠিতে জীবন
(১ ডিসেম্বর)

বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বিনামূল্যে লাঠি বিলিয়ে নজির গড়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাকড়িতলার বাসিন্দা সুকুমার দাস।

নতুন সম্পর্ক
(৩ ডিসেম্বর)

কন্যাসন্তানের আশায় সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে এক দম্পতি কোচবিহারে এলেন। শহিদ বন্দনা হোম থেকে এক আবাসিককে দত্তক নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন।

প্যাঁচা আগলে
(৪ ডিসেম্বর)

ছয় বছর ধরে দিনহাটা কলেজ অদ্ভুত মমতায় এক লক্ষ্মীপ্যাঁচাকে আগলে রেখেছে। কোনওভাবেই তার যাতে সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে অধ্যক্ষের কড়া নির্দেশ।

শেষযাত্রায় সংহতি
(৮ ডিসেম্বর)

মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলেন ইংরেজবাজারের যদুপুর-১ অঞ্চলের জনা পাঁচিশেক মুসলমান তরুণ। গ্রামের একমাত্র হিন্দু বৃদ্ধের শেষযাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সানাউল, জাহাঙ্গির, বাবুলরাই পুরোভাগে।

এম আনওয়ারউল হক

সত্যিই যেন নোট বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। ৫০০ টাকার নোট নিলেও সেটা আসল না নকল তা বোঝার কোনও উপায় নেই। মালদার বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচকের বাসিন্দাদের কাছে এই অভিজ্ঞতা আজকাল হরদম। কোথা থেকে আসছে এসব? গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বাংলাদেশ থেকে। চেষ্টা চলছে ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তোলার।

নোট নটোরিয়াস

চেনা সহজ নয়, চিনতে স্বপ্ন ভয়...চেনা সহজ নয়, চিনে মনে ভয়...। বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচকবাসীর কাছে এই গানের লাইনগুলি ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এই তো কয়েকদিন আগেই সামিউল ইসলাম কড়কড়ে ৫০০ টাকার নোট নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরছিলেন। সদ্য ব্যাংক থেকে আনা সেই নোটগুলি যে জাল কারও ধরার উপায় নেই। কিন্তু মেশিনে সেই নোট ফেলার পর চক্ষু চড়কগাছ সকলেরই। হ্যাঁ, সম্প্রতি 'এ' গ্রেডের জাল নোট উদ্ধারের শিরোনামে উঠে এসেছে বৈষ্ণবনগর। খুব অদ্ভুতভাবে এবার ক্যারিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকরা। কিন্তু এত জাল নোট আসছে কোথা থেকে? তদন্তকারীদের উত্তর, সীমান্ত দিয়ে। কিন্তু সীমান্তে তো কড়া পাহারা। তারপরেও এত নোট আসছে কী করে! সর্ষের ভেতর ভূত লুকিয়ে নয় তো?

জাল নোট পাচারচক্রের পান্ডারা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নভেম্বরে এসডিপিও ফয়সাল রাজার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল কামিরুদ্দিন মমিন, ওয়ারেশ আলি ও আক্তারুল জামান। সকলের বাড়ি কালিয়াচকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় জাল নোট। এলাকায় জাল নোট কারবারিরা নকল নোট পাচার করার চেষ্টা করছিল। তাদের কাছ থেকে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। নোটগুলি সব ৫০০ টাকার। ১০ ডিসেম্বরে প্রায় লক্ষ টাকার ভারতীয় জাল টাকা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা প্রত্যেকেই বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের নাম হাসমত শেখ, রাজিকুল শেখ ওরফে রাজু ও সালেক শেখ। তাদের দেহ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ৫০০ টাকার এ গ্রেডের জাল নোটগুলি। পুলিশের আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জয়েনপুর এলাকার ধৃতরা এক চোরাকারবারির কাছ থেকে জাল নোটগুলি নিয়ে আসছিল। এবছর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা জাল ভারতীয় টাকা উদ্ধার হয়েছে। সীমান্তের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে জাল টাকা উদ্ধার করেছে এসটিএফ, বিএসএফ ও পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে বহু জাল টাকা পাচারকারী বা ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার ও লিংকম্যান, মিডলম্যান গ্রেপ্তার হলেও মূল কিংপিনের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ গোয়েন্দারা। যদিও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, বাংলাদেশেই জাল ভারতীয় নোট ছাপা হচ্ছে। পাকিস্তানের করাচির টাঁকশালে ছাপা জাল ভারতীয় নোট দুবাই হয়ে বাংলাদেশ আনায় ঝুঁকি ও ঝক্কি দুই-ই অনেক বেড়েছে। কেন্দ্রীয় আইবি'র দাবি, এবার তাই বাংলাদেশেই গোটাপাঁচেক অফসেট প্রেস বসিয়ে জাল ভারতীয় নোট ছাপার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

আইএসআই কেন 'নিরাপদ' করাচি ছেড়ে বাংলাদেশে জাল নোট ছাপার ব্যবস্থা করল? জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ'র এক কর্তার দাবি , ২০১৪-য় পাকিস্তান থেকে আসা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ভারতীয় টাকার জাল নোট ধরা পড়ে ঢাকা বিমানবন্দরে। আবার পরের বছরেই চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পৌনে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার করা হয়। করাচির টাঁকশালে ছাপা এই নোট পাকিস্তান থেকে দুবাই হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। এরপরেই কৌশল বদলে জাল নোটের কারবারিরা বাংলাদেশে ছাপাখানা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, '২০১৬ সালের নভেম্বরে ১০০০ এবং ৫০০ টাকার পুরোনো নোট বাতিলের পর তড়িঘড়ি ডিসেম্বরেই চাঁপাই নবাবগঞ্জে দুটি, চট্টগ্রামে দুটি ও ঢাকার মিরপুরে একটি অফসেট প্রেস বসানো হয়েছে।' অফসেট প্রেস বসেছে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায়, ছাপা শুরু হয়েছে জানুয়ারিতে। আইবি জেনেছে, পরের ধাপে মিনি মিন্ট বা ছোট মাপের টাঁকশাল বসানোর পরিকল্পনাও করেছে আইএসআই। শুধু নতুন ৫০০ টাকার নোট নয়, ভারতীয় টাকার ১০০, ৫০, ২০, ১০ টাকার নোটেরও নকল ছাপার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে সেখানে।

সে কারণেই সীমান্তবর্তী এলাকাকে কাজে লাগিয়ে জাল টাকা ছড়ানো হচ্ছে। এ ক্যাটিগোরির জাল টাকা নিয়ে শুধু সাধারণ মানুষের কেন, অনেক সময় ব্যাংক কর্মীদেরও মুশকিলে পড়তে হয়। কালিয়াচকের তিনটি ব্লকের সাধারণ দোকানদারা জাল টাকার হয়রানি এড়াতে ফেক কারেন্সি আইডেন্টিটি ভেন্ডিং মেশিন বসিয়েছেন। প্রতিটি ৫০০ টাকার নোটই ওই মেশিনে পরীক্ষা করে নেন তাঁরা। ব্যাংকগুলিতেও ওই মেশিন রয়েছে। জাল নোট সন্দেহে টাকা উদ্ধার করে পুলিশ মামলা রুজু করে তা জেলার কেন্দ্রীয় মালখানায় জমা করে। জাল সন্দেহ করা নোটগুলিকে শালবনির পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। সেখানেই জানা যায় আসল না নকল জাল টাকা। অপরাধীর সাজা হবার পরে ওই জাল টাকা বিচারকের আদেশে নষ্ট করা হয়।

৯০০ কোটি
(১০ ডিসেম্বর)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্মেলন (সিনার্জি) থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় আগামী চার মাসে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এল।

ফিরল মিতালি
(১১ ডিসেম্বর)

বহুদিন ধরে পড়শি দেশের মাটিতে পড়ে থাকা মিতালি এক্সপ্রেসের রেককে ভারতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল বাংলাদেশ। সেটি হলদিবাড়ি স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে।

বিপন্ন জরদা
(১১ ডিসেম্বর)

আবর্জনা ফেলা সহ নানা কারণে দিনকে দিন ময়নাগুড়ির জরদা নদীর জলে পিএইচ মাত্রা অনেকটাই নিম্নগামী। প্রতিনিয়ত মাছের সংখ্যা কমছে। ময়নাগুড়ি কলেজের সমীক্ষা।

ভরসা প্রশাসন
(১২ ডিসেম্বর)

মাফিয়ারা সরকারি জমি বিক্রির ফন্দি এঁটেছিল। খবর পেয়ে প্রশাসন আগেভাগেই সেই পরিকল্পনা রুখল। মালদার পিরানপির দরগা সংলগ্ন আম বাগানের ঘটনা।

মহাসড়কে মহানন্দ

সুভাষ বর্মন

ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নিয়ে আলিপুরদুয়ার কম বিতর্কের সাক্ষী নয়। গত এক যুগ ধরে এনিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে। উচ্ছেদ, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত। তবে এবারে কাজের এজেন্সি বদল হওয়ায় ভালো কিছু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সবাই খুব খুশি।

নাম ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর। যা মহাসড়ক নামেই বেশি পরিচিত। যে সড়কটি অসমের শিলচরের সঙ্গে গুজরাটের পোরবন্দরকে সংযুক্ত করবে। কিন্তু এই সড়ক আলিপুরদুয়ারের কালচিনি, হাসিমারা, মাদারিহাট হয়ে যাবে নাকি বারবিশা, সলসলাবাড়ি, ফালাকাটা হয়ে তৈরি হবে, তা নিয়ে ১৫ বছর আগে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হতে পারে বলে যুক্তি দেখিয়ে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি রাস্তাই চূড়ান্ত হয়। প্রস্তুতি চোদ্দো বছর আগে থেকেই। কিন্তু গত এক যুগ ধরে রাস্তার কাজের সেই গতিবেগ বুঝতে পারেননি বাসিন্দরা। এবার অবশ্য মহাসড়কের কাজে হাওয়া বদল। জোরকদমে বন্ধ থাকা কাজ শুরু হয়েছে। কিছু বাধা এখনও আসছে। তবে সেসব টপকে এবার কাজ সম্পন্ন হবে বলেই বেশ মনে করা হচ্ছে।

ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দূরত্ব ৪১ কিমি। আর এই রাস্তার কাজ নিয়েই যেন সব থেকে জটিলতা বেশি। প্রথমদিকে এই জটিলতা তৈরি হয় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে। কারণ, রাস্তা সম্প্রসারণ করতে জোতজমি অধিগ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু কোনও মৌজায় জমির দাম বেশি, কোথাও সেই তুলনায় দাম অর্ধেকেরও কম। এ নিয়ে আদালতে কিছু মামলাও হয়। তবে ধাপে ধাপে অধিকাংশ এলাকার জমিজট মিটতে থাকে। পুরোনো রাস্তার দু'পাশে থাকা কয়েক হাজার গাছও কাটা পড়ে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে জলপাইগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে এসে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি ৪১ কিমি রাস্তায় মহাসড়কের কাজের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর থেকেই নির্মাণকারী সংস্থা কাজ শুরু করে। কিন্তু তখন কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়ান ব্যবসায়ীরা। কারণ, রাস্তার দু'ধারে থাকা দোকানদারদের এজন্য উচ্ছেদ হতে হবে। তাই পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে ব্যবসায়ীদেরও আন্দোলন শুরু হয়। তবে নির্মাণকারী সংস্থা, যেখানে বাধা নেই সেখানে কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই কাজ চলে অত্যন্ত ধীরগতিতে।

এদিকে, এই রাস্তায় সব থেকে বড় সমস্যা ছিল বেশকিছু কাঠের সেতু। বিশেষ করে ফালাকাটার চরতোর্ষা কাঠের সেতুটি। ২০১৭ সালের বন্যায় এই সেতুটি ভেঙে যায়। মহাসড়ক হবে বলে পরে আর কাঠের সেতু তৈরি হয়নি। পাশে হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি করা হয় ডাইভারশন। সেই ডাইভারশন প্রতি বর্ষায় ভেঙে যায়। সেখানে এতদিন পাকা সেতুর কাজ সেভাবে এগোয়নি। অন্যান্য পাকা সেতুর কাজও শম্বুকগতিতে চলে। গোটা পরিস্থিতি বিবেচনা করে দু'বছর আগেই আগের নির্মাণকারী সংস্থাকে অপসারিত করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)। তারপর থেকে মানুষের ভোগান্তি যেন আরও কয়েকগুণ বাড়ে। রাস্তার কাজ চালু হোক, সেই দাবিতে গড়ে ওঠে মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটি। এজন্য অবস্থান বিক্ষোভ, স্মারকলিপি, পথ অবরোধ অনেক হয়েছে। মহিলাদেরকেও অবরোধ করতে দেখা যায়। তবে সব জটিলতা কাটিয়ে দ্বিতীয়বার রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়। এখন হরিয়ানার এক সংস্থা সেই টেন্ডার পেয়ে ১ ডিসেম্বর থেকে রাস্তার কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে শুধু ব্যবসায়ীদের আন্দোলন চলছে। তাঁরা চাইছেন ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন। সেই দাবি অবশ্য রাজ্য প্রশাসনের দেখার কথা। তবে রাস্তা হোক, চাইছেন ব্যবসায়ীরাও। তাই এখনও যেখানে বাধা নেই সেখানে কাজের গতি বেড়েছে। রোজ বহু মেশিন ও শ্রমিককে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই রাস্তার ধারের ঘরবাড়িও ভেঙে ফেলেছেন। ডাম্পার দিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে। তাই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় সবাই বুঝতে পারছেন যে এবার যেন কাজের হাওয়া বদলে গেছে। অর্থাৎ কাজের গতিবেগ বেড়েছে। এনএইচএআই-র প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভুর কথায়, 'এখন দ্রুত রাস্তার কাজ চলছে। ব্রিজের কাজগুলিও শুরু হয়েছে। কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা আড়াই বছর। আশাকরি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে।'

ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা সৈকত দাস যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুলের শিক্ষক। রোজ রাইচেঙ্গা, আসাম মোড়, চরতোর্ষা ডাইভারশন হয়ে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। স্কুলে গেলে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত চিন্তায় থাকেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়া। কারণ, নির্মীয়মাণ বেহাল এই মহাসড়কে রোজ দুর্ঘটনা ঘটছে। মেজবিলের বাসিন্দা অভিরঞ্জন বর্মন ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক। তাঁকেও রোজ এই রাস্তা দিয়ে স্কুটার চালিয়ে কলেজে যেতে হয়। দুশ্চিন্তা তাঁর পরিবারেও। তবে সমস্যা তাড়াতাড়ি মিটবে ধরে নিয়ে তাঁদের মতো এই রাস্তা ব্যবহারকারী কালীপুরের কৃষক দুলাল মণ্ডল, শিশাগোড়ের গাড়িচালক রতন সরকার, টোটোচালক রণজিৎ সরকার, নিতাই বর্মন, সুমন সরকার বা রাইচেঙ্গার অভিভাবক অমল সরকাররা আপাতত স্বস্তিতে।

জোরকদমে।। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজ।

আত্মানুসন্ধান নাকি আইওয়াশ?

তুষার দেব

আবাস যোজনা থেকে নাম কাটিয়ে সাদা চোখে অনেকেই অনেকের দরাজ সার্টিফিকেট পাচ্ছেন। কিন্তু বিষয়টি কি অতই সোজা? এভাবেই নাম কাটানো কি নিজের কাছে নিজেকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা নাকি গোটা বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা?

খবরের কাগজের পাতা ওলটালেই এখন এক ধরনের খবর খুব নজরে পড়ছে। কী সেটা? অমুক এলাকার তমুক নেতা আবাস যোজনা থেকে নাম কাটাচ্ছেন। সহজেই সাধারণ মানুষের মন জয় করতে চারদিকে যার হিড়িক পড়েছে যেন। অবশ্যই তাঁরা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। আর যা দেখে ধন্যি ধন্যি করছেন অনেকেই। সাদা চোখে আবাসের ঘর বণ্টন একেবারে স্বচ্ছতার সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে! কিন্তু বাস্তবে? শুধু তালিকা থেকে নেতাদের নাম কাটালেই কি দুর্নীতি ভ্যানিশ হয়ে যায়? রাজনৈতিক মহল বলছে 'অসম্ভব'। যা আসলে 'সোনার পাথরবাটি'। একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

গত ২৭ অক্টোবর। কোচবিহার-১ ব্লকের ধলুয়াবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনি। মঞ্চ থেকে দলের ডাকাবুকো নেতা তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহ আবাস নিয়ে কার্যত বোমা ফাটালেন। দলের কোনও নেতা-কর্মী ঘর দেওয়ার নাম করে কারও কাছে একটি টাকা চাইলে তাকে সোজা জেলে ঢোকাবেন। এমনকি দলের দরজাও তাঁর জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। মন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি নিয়ে জেলা তথা রাজ্য রাজনীতিতে কম বিতর্ক হয়নি। কিন্তু কাজের কাজটা কি হয়েছে? না। উদয়ন নিজেই সেটা বলছেন। গত ৪ ডিসেম্বর তাঁর খাসতালুক দিনহাটার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে ঘাসফুল শিবিরের সভা ছিল। বলা ভালো 'শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি'। সেখানেই রীতিমতো অঞ্চল ধরে ধরে আবাস নিয়ে নেতাদের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। যেমন কিশামত দশগ্রামের সাধু দাস। নামের সঙ্গে ওই নেতার কর্মকাণ্ডের বিস্তর ফারাক। তাইতো তিনি কতজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন সেকথা ভরা সভায় জানতে চান মন্ত্রী। এমনকি ইমিডিয়েট টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 'সাধু'দের নির্দেশও দেন। কিন্তু অক্টোবরে জেলে ঢোকানোর যে দাওয়াই তিনি দিয়েছিলেন তার কী হল? নাকি সেটা ছিল নিছকই কথার কথা?

গত ২৫ নভেম্বর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাউয়াগুড়ি এলাকায় সমীক্ষা করতে যান রেভেনিউ অফিসার শান্তনু মজুমদার। সঙ্গে দুজন পঞ্চায়েতকর্মী ছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল হক হঠাৎ সেখানে হাজির। তাঁর কথামতো সমীক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। ব্যাস, এবার শুরু করেন অশ্লীল কথাবার্তা। এমনকি চেয়ার তুলে সমীক্ষক দলকে মারতে উদ্যত হন। পরে অবশ্য বিডিওর হস্তক্ষেপে পুলিশ ওই 'কীর্তিমান'-কে আটক করে। পরের ঘটনা ২৬ নভেম্বর। দিনহাটা-১ ব্লকের গিতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনামুক্তা গ্রামে। সেখানে আবাসের সমীক্ষা চলাকালীন দুই পঞ্চায়েত সদস্যা ডলি খাতুন ও রোসনারা বিবির অনুগামীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দু'জায়গাতেই সরকারি কাজে তৃণমূল নেতাদের অনধিকার প্রবেশ লক্ষণীয়।

শাসকদলের নেতারা আবাসের তালিকা থেকে নিজেদের নাম কাটিয়ে দিচ্ছেন। সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে দুর্নীতির খোঁজ করতে বসায় অনেকেই রে-রে করে উঠতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ওই নেতাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন? গত কয়েক বছরে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণই বা কত? সেদিকেও একটু নজর পড়ুক। নাকি একটি, দুটি 'ত্যাগের মাহাত্ম্য'-কে সামনে রেখে 'পুকুর চুরি'র চেষ্টা? এ সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়। জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কান পাতুন। সহজেই বোধগম্য হবে। সমীক্ষা শুরুর আগে থেকেই নীচুতলার নেতারা উপভোক্তাদের সঙ্গে কাটমানির রফা শুরু করেন। কোথাও কোথাও ইতিমধ্যে ঘরপিছু ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়াও হয়েছে। উদয়নের মতো নেতারা সেটাকে 'নির্লজ্জতা' বলছেন। তাহলে উপভোক্তারা কেন কাটমানি দিচ্ছেন? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে আবাসের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নিতান্ত কম নয়। তা দিয়ে মাথা গোঁজার নিশ্চিত আশ্রয়টুকু গড়ে উঠবে। আর সেজন্য কিছুটা আর্থিক আপস করতে কার্যত বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। জলে থেকে 'কুমির'-এর সঙ্গে লড়াইয়ের মাশুল কে দিতে চায়? আর তাইতো দুর্নীতিমুক্ত আবাসের ঘর বণ্টন শুধু কঠিন নয়। এককথায় অসম্ভব।

কাজ চলছে।। হাঁড়িভাঙ্গা এলাকায় আবাস যোজনার সমীক্ষা।

রাহুল-মোদির সংলাপে উত্তাপ ছড়াল লোকসভায়

‘সংবিধান বনাম মনুস্মৃতির লড়াই’ | ‘সংবিধান ধ্বংস কংগ্রেসের রক্তে’

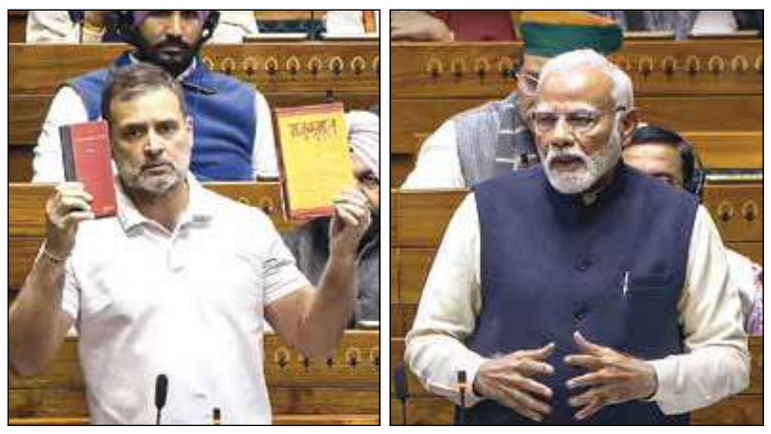

সংবিধান নিয়ে আলোচনায় লোকসভায় ভাষণ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি এবং নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লি।

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছরের গৌরবময় যাত্রা নিয়ে আলোচনাতে চেনা সুরেই বিজেপি এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শনিবার লোকসভায় রাহুল একহাতে ভারতের সংবিধানের লাল রংয়ের পকেট সংস্করণ এবং অন্য হাতে মনুস্মৃতি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকারেরও সমালোচনা করেন তিনি। রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, ‘লড়াই দুটি বইয়ের মধ্যে চলছে। একদিকে ভারতের সংবিধান, অন্যদিকে মনুস্মৃতি। আমরা সংবিধান মেনে চলি। আর বিজেপির কাছে মনুস্মৃতি সংবিধানেরও ওপরে।’

তিনি বলেন, ‘আজ আমি আমার বক্তব্য শুরু করব আপনাদের সর্বোচ্চ নেতা সাভারকারকে উদ্ধৃত করে। ভারতের সংবিধান সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা কী ছিল এবং ভারতের কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সেই কথা বলব। সাভারকার লিখেছিলেন, ভারতের সংবিধানের সবথেকে খারাপ ব্যাপার হল এতে ভারতীয় কিছুই নেই। বেদের পর মনুস্মৃতিই হল সবথেকে পবিত্র উপাসনামূলক গ্রন্থ। যা প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্মের ভিত্তি। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, সাভারকারের এই কথাগুলি কি আপনারা মেনে চলেন? কারণ আপনারা যখন সংবিধান রক্ষার কথা বলেন তখন আপনারা সাভারকারকেই বিদ্রুপ এবং অবমাননা করেন।’ তাঁর কথায়, ‘আমার ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি আমাকে বলেছিলেন, সাভারকার ইংরেজদের চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছিলেন। গান্ধিজি, নেহরুজি জেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাভারকার ক্ষমা চেয়েছিলেন।’

রাহুলের এই আক্রমণের জবাবে বিজেপির তরফে তীব্র সমালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, ‘রাহুল গান্ধি যা বলেছেন তা ভুল। উনি বীর সাভারকার এবং ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে লোকসভায় ভুল কথা বলেছেন। আমাদের সংবিধান শুধু বৃহত্তম নয়, বিশ্বের সবথেকে সুন্দর সংবিধান।’ বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেন, ‘যাঁরা সংবিধান তুলে দেখান তাঁরা যে এই বইয়ের কতগুলি পাতা পড়ে দেখেছেন তা কেউ জানে না। সংবিধানের শক্তির কারণেই ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।’

রাহুলের এদিনের ভাষণে উঠে এসেছে আদানিদের হাতে ধারাভি বস্তি সহ দেশের সম্পদ তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গও। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বলেন, ‘দ্রোণাচার্য যেভাবে একলব্যের আঙুল কেটে নিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের আঙুল কেটে ফেলছে। এই সরকার যখন দেশের সম্পত্তি আদানির হাতে তুলে দেয়, তখন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের আঙুল কেটে ফেলা হয়। সংবিধানের কোথাও লেখা নেই দেশের তরুণ প্রজন্মের আঙুল কেটে ফেলা হোক।’

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : ভারতের সংবিধান গ্রহণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শনিবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগাগোড়া নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেসকে তুলোধোনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে ওই ভাষণে তাঁর আমলে কীভাবে সংবিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং কংগ্রেস জমানায় কীভাবে সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সেই কথা তুলে ধরেন তিনি।

মোদি বলেন, ‘সংবিধানের সঙ্গে ছেলেখেলা করা, সংবিধানের আত্মাকে ধ্বংস করা-এগুলো কংগ্রেসের রক্তে রয়েছে। আমরা চাইলে আপস করতে পারতাম, কিন্তু আমরা সংবিধানকে মেনে চলেছি।’ স্বাভাবিকভাবেই মোদির ভাষণে উঠে এসেছে নেহরু আমলে মুখ্যমন্ত্রীদের লেখা চিঠির প্রসঙ্গ, সর্দার প্যাটেলকে টপকে নেহরুর প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসা, জরুরি অবস্থার কথা। পাশাপাশি শাহ বানু মামলা, ইউপিএ আমলে সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে তৈরি হওয়া ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল গঠন এবং রাহুল গান্ধি অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গও। মোদির ভাষণ শুনে তাঁকে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। প্রিয়াংকা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, একটি ক্লান্তিকর অঙ্কের ক্লাস চলছে। জেপি নাড্ডা, পীযূষ গোয়েল সবাইকে দেখে মনে হচ্ছিল ওঁদের ঘুম পেয়ে গিয়েছে।’ অন্যদিকে অখিলেশের খোঁচা, ‘সবথেকে বড় জুমলা তো প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন। কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা, আচ্ছে দিন আনা, সবই তো জুমলা।’

এদিন কংগ্রেসের সংবিধান বিরোধী মনোভাবের কথা বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে দেশে কোনও নিবাচিত সরকার ছিল না। অথচ ১৯৫১ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখে বলেছিলেন যদি সংবিধান আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে যে-কোনো মূল্যে সংবিধান পরিবর্তন করা উচিত।’ তিনি বলেন, সংবিধানের ২৫ বছরে জরুরি অবস্থার রূপে এর ওপর সবথেকে বড় আঘাত নেমে এসেছিল। আমাদের সংবিধানকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। গোটা দেশকে জেলখানায় পরিণত করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস এই পাপ কোনওদিনই নিজেদের গা থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। যতদিন গণতন্ত্র নিয়ে বিশ্বে আলোচনা হবে ততদিন কংগ্রেসের ওই পাপ স্মরণ করা হবে।’

মোদির তোপ, ‘একাধিক সংশোধনীর মাধ্যমে কংগ্রেস সংবিধানকে আক্রমণ করেছে। তার স্পিরিটকে নষ্ট করেছে। ৬ দশকে অন্তত ৭৫ বার সংবিধান সংশোধন করেছে তারা।’ নেহরু-গান্ধি পরিবারের মুখে সংবিধানকে ধ্বংস করার রক্তের স্বাদ লেগে গিয়েছিল বলেও তোপ দাগেন তিনি।

লিভ-ইন পার্টনারের খোঁচায় আত্মহত্যা ইঞ্জিনিয়ারের

স্ত্রী-শ্বশুরের অত্যাচারে আত্মঘাতী পুলিশকর্মী

বেঙ্গালুরু ও নয়ডা, ১৪ ডিসেম্বর : উত্তর থেকে দক্ষিণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমশ বাড়ছে নিপীড়িত পুরুষের আত্মহত্যার ঘটনা। যা ক্রমশ একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। প্রথমে অতুল সুভাষ। তারপর এইচসি থিপ্পান্না এবং মায়াঙ্ক চান্ডেল। থিপ্পান্না (৩৪) বেঙ্গালুরু হুলিমাভু ট্রাফিক থানার হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। অপরদিকে মায়াঙ্ক (২৭) ছিলেন একজন কর্মহীন ইঞ্জিনিয়ার। থিপ্পান্না স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শুক্রবার রাতে পুলিশের পোশাক পরেই আত্মহত্যা করেন। হীলালিগে রেলস্টেশন এবং কারমেলারম হাসাগুরু রেলগেটের মাঝামাঝি একটি জায়গায় শুয়ে চরম পদক্ষেপ করেছেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে একট সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এইচসি থিপ্পান্না।

অপরদিকে মায়াঙ্ক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মৃতদেহের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। তা থেকে জানা গিয়েছে, মায়াঙ্ক ও তাঁর বান্ধবী দীর্ঘ চারবছর ধরে লিভ-ইন করছিলেন। তাঁরা নয়ডার সেক্টর ৭৩-এ শৌর্য ব্যাংকোয়েট হলের কাছে থাকতেন। বান্ধবী একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। কিন্তু বেকার বলে মায়াঙ্ককে নিয়মিত খোঁটা দিতেন তিনি। মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে শেষমেশ চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য হন মায়াঙ্ক। তবে নিজের মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেননি তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, মায়াঙ্ক উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের জালালাবাদের বাসিন্দা। তাঁর লিভ-ইন পার্টনার বান্দার বাসিন্দা। তাঁরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন। দীর্ঘ সাতবছর একে অন্যকে চিনতেন।

থিপ্পান্নার আত্মহত্যার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাইয়াপ্পানাহাল্লি রেল পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে যে সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে তাতে নিজের স্ত্রী এবং শ্বশুর ইয়ামুনাপ্পাকে নিজের চরম পরিণতির জন্য দায়ী করে গিয়েছেন থিপ্পান্না। পুলিশের দাবি, তাঁর স্ত্রী এবং শ্বশুর ইয়ামুনাপ্পা দিনের পর দিন তাঁর ওপর অত্যাচার করেছেন। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। থিপ্পান্না লিখেছেন, ‘১২ ডিসেম্বর আমার শ্বশুর আমাকে সন্ধ্যা ৭টা ২৬ মিনিটে ফোন করেন। প্রায় ২৪ মিনিট ধরে কথা হয় আমাদের মধ্যে। তিনি আমাকে হুমকি দেন এবং আমাকে ডেকে পাঠান। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে মরে যেতে বলেন। তাহলে তাঁর মেয়ে ভালো থাকবে বলেও জানান।’ চরম অপমান এবং লাগাতার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে রেললাইনে শুয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন থিপ্পান্না। তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৮, ৩৫১ (৩) এবং ৩৫২ ধারায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

অপরদিকে নয়ডার ঘটনায় পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজ থেকে বাড়ি ফিরে মায়াঙ্ককে নিজের ঘরে পাখা থেকে ঝুলতে দেখেন তাঁর লিভ-ইন পার্টনার। তিনিই পুলিশে খবর দেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে অতুলের ঘটনায় শনিবার বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, ন্যায়বিচার হবেই। দোষীদের ছাড়া হবে না। ইতিমধ্যে অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় উসকানির অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে বেঙ্গালুরুতে।

ফিরে আসব, বার্তা ইউনের

প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ কোরিয়ায়

সিওল, ১৪ ডিসেম্বর : সামরিক আইন জারি করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত পদ খোয়াতে চলেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। শনিবার পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত (ইমপিচমেন্ট) করার প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে পাশ হয়ে গিয়েছে। ৩০০ সদস্যের পার্লামেন্টে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ২০৪টি। বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন মাত্র ৮৫ জন সাংসদ। বাকি ১১ জনের মধ্যে ৩ জন ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। ৮ জনের ভোট বাতিল হয়। ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট, বিরোধী সদস্যদের পাশাপাশি শাসকদলের বেশ কয়েকজন সাংসদও ইউন সুক-ইওলের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এদিন জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে হার স্বীকার করেও ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন ইউন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমার অপসারণ সাময়িক। আমি আবার ফিরে আসব।’ এদিকে ইউনের বিরুদ্ধে ভোটাভুটিতে জেতার পর বিরোধীদের বার্তা

‘আজকের ইমপিচমেন্টের জয়, সারা দেশবাসীর।’ দিনকয়েক আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করেছিলেন ইউন। কিন্তু প্রবল গণ বিক্ষোভের জেরে কয়েকঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তখন থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার দাবিতে সরব সাধারণ মানুষের বড় অংশ। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করেছিল বিরোধী দলগুলি। সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন ইউনের নিজের দল পিপলস পাওয়ার পার্টির অনেক সাংসদ। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বরখাস্ত হলেও দেশের সাংবিধানিক আদালতে আবেদন জানাতে পারেন প্রেসিডেন্ট। আদালত তাঁকে বরখাস্ত করার পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবে। আদালতের রায় ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রী হান ডাক-সু।

মুখ্যসচিব-নীতি আয়োগের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্র-রাজ্য উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে দ্রুততা আনার দাবি করলেন বাংলার আমলারা। দিল্লিতে নীতি আয়োগের একটি সম্মেলনে যোগ দেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং আরও দুই আমলা ওঙ্কার সিং মিনা এবং রাজেশ পান্ডে। শনিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে রাজ্যগুলির উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একটি আলোচনা চক্র হয়। সেখানে বিকশিত ভারত এবং রাজ্যগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে নীতি আয়োগের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়েছে দিল্লিতে। ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই সম্মেলনে রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি অভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সমষ্টিগত পদক্ষেপের রূপরেখা গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই সম্মেলন কর্মসংস্থান, উদ্যোগ এবং দক্ষতা উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সম্মেলনে দেশের জনসংখ্যার সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অনুসরণযোগ্য কৌশলও আলোচনায় উঠে এসেছে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এদিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল রাজ্যগুলির উন্নয়ন। বিশেষ করে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিকরা যৌথ উদ্যোগের প্রকল্পগুলির গতি বৃদ্ধির দাবি করেন। এদিনের আলোচনা হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে। সম্মেলনের মূল বিষয়ের আওতায় ছয়টি ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাত্রের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে বিয়ে দিল পাত্রীপক্ষ

পাটনা, ১৪ ডিসেম্বর : ফুটবল ম্যাচে গো-হারা হারের বদলা নিতে কলকাতার সর্বমঙ্গলা ক্লাবের ক্যাপ্টেন বগলার কপালে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নিজের ভাগ্নি মনসার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন হাড়ভাঙা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গোবর্ধন চৌধুরী। উত্তমকুমার, জয়া ভাদুড়ি অভিনীত ‘ধন্যি মেয়ে’ সিনেমার সেই দৃশ্য এখনও দর্শকদের স্মৃতিতে টাটকা। কিন্তু বিহারে শুক্রবার যা ঘটেছে তা সিনেমাকেও হার মানাবে।

সদ্য বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে কাটিহারের একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন রাজাউরার বাসিন্দা অবনীশ কুমার। প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও তিনি টোটোতে চেপে স্কুলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুটি স্করপিও অবনীশকে ধাওয়া করে সেই টোটোকে আটকায়। স্করপিও থেকে নেমে আসে ১ ডজন লোক। অবনীশের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁকে অপহরণ করা হয়। বেধড়ক মারধরও করা হয়। রীতিমতো পাঁজাকোলা করে অবনীশকে নিয়ে যাওয়া একটি মন্দিরে। সেখানে গুঞ্জন নামে এক তরুণীর সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় অবনীশের। বিয়ে করতে আপত্তি তুললেও তাতে কর্ণপাত করেননি অপহরণকারীরা। অভিযোগ উঠেছে, বেগুসরাইয়ের রাজাউরার বাসিন্দা অবনীশের সঙ্গে লখিসরাইয়ের বাসিন্দা গুঞ্জনের দীর্ঘ চারবছর ধরে প্রেম চলছিল। সম্প্রতি স্কুলের চাকরি পান অবনীশ। কিন্তু চাকরি পেতেই ভোল বদলান তিনি। প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে করতে বেঁকে বসেন তিনি।

ব্যাপারটা ভালোভাবে নেননি গুঞ্জনের পরিবারের সদস্যরা। গুঞ্জন জানিয়েছেন, অবনীশের সঙ্গে প্রায়ই হোটেলে যেতেন তিনি। কাটিহারে অবনীশের বাড়িতেও থাকতেন তিনি। গুঞ্জন বলেন, ‘উনি আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা চার বছর ধরে সম্পর্কে আবদ্ধ। বাড়িতে সব জানানোর পর আমি যখন ওঁকে বিয়ে করার কথা বলি তখন উনি বিষয়টি অস্বীকার করেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না।’ তবে জোর করে বিয়ে করলেও অবনীশের পরিবার গুঞ্জনকে পুত্রবধূ হিসেবে মানতে নারাজ। অবনীশও সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে ওই মেয়েটির মোটেই কোনও প্রেম-ভালোবাসা ছিল না। অবনীশ ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে অপহরণ এবং মারধরের অভিযোগ রুজু করেছেন। অপরদিকে ন্যায়বিচার চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন গুঞ্জন।

দূষণে ধুঁকছে ভারত, বছরে মৃত্যু লাখো মানুষের

স্টকহোম, ১৪ ডিসেম্বর : দূষণ-মানচিত্রে গোটা দুনিয়ায় ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থানে ভারত। বায়ু, জল, জৈব ও শিল্প বর্জ্য, যানবাহন ইত্যাদি থেকে নির্গত দীর্ঘমেয়াদি দূষণের জেরে ভারতে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে লাখো মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গোটা দেশে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের ওপর সমীক্ষা করা হয়। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দ্য ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের তৈরি ওই গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, ভূভারতে এমন একটি জায়গাও নেই, যেখানকার বাতাসের গুণমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত দূষণজনিত বিপদসীমার নীচে রয়েছে। বিষ বাতাসেই শ্বাস নিতে হচ্ছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে। এর জেরে দূষণজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ফি বছর বাড়ছে। ২০০৯ সালে দূষণে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৫ লক্ষ। সেটা বাড়তে বাড়তে ২০১৯ সালে এসে ৭৩ লক্ষ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশে বায়ুমানের মাপকাঠি অবিলম্বে কঠোরতর করার সুপারিশ করা হয়েছে ল্যানসেটের গবেষণায়।

ওই গবেষণায় জনস্বাস্থ্যের ওপর হাওয়ায় ভাসমান ২.৫ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ছোট কণার (পিএম২.৫) নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অতিসূক্ষ্ম কণা শ্বাসতন্ত্রে ঢোকার পর রক্তপ্রবাহে মিশে মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটায় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতের ৬৫৫টি জেলার তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁদের দাবি, ‘পিএম২.৫ স্তর এবং মৃত্যুর হারের মধ্যে গভীর সংযোগ রয়েছে। দেখা গিয়েছে, প্রতি ১০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার পিএম২.৫ কণার বৃদ্ধিতে মৃত্যুহার ৮.৬ শতাংশ বেড়েছে। ওই দশকে ভারতে প্রায় ৩৮ লক্ষ মৃত্যু ঘটেছে স্রেফ বায়ুদূষণের মান নির্ধারিত বিপদসীমার (৪০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার) চেয়ে খারাপ হওয়ায়।’

গবেষকদের বক্তব্য, দূষণ সংক্রান্ত ভারতীয় মাপকাঠির বদলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপকাঠিতে (৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার) বিচার করলে মৃতের সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেড়ে হবে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ। কারণ, দূষণ নিয়ে হু-র নির্দেশিকা মানলে ভারতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দূষিত। দেশে এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে দূষণের মাত্রা ১১৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার, যা হু-র নিরাপদ সীমার ২৪গুণ!

গবেষক দলের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী পিটার জাংম্যান বলেছেন, ‘ভারতের বর্তমান বায়ু মান নির্দেশিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত নয়। দূষণ কমানোর জন্য সরকারকে নিয়ম আরও কঠোর করে তা কার্যকর করতেই হবে।’

সমীক্ষায় স্পষ্ট, ২০১৭ সাল থেকে জাতীয় বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু হওয়া সত্ত্বেও দেশের বহু এলাকায় পিএম২.৫-এর মাত্রা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ২০১৯ সালে অরুণাচলপ্রদেশের লোয়ার সুবনসিরি জেলায় সর্বনিম্ন (১১.২ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার) এবং গাজিয়াবাদ ও দিল্লিতে সর্বোচ্চ (১১৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার) দূষণ নথিভুক্ত হয়।

একনজরে

- ভারতের সমস্ত এলাকায় বাতাসে পিএম২.৫ কণার উপস্থিতির মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি
- দূষণের শীর্ষে গাজিয়াবাদ ও দিল্লি। পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো অরুণাচলের সুবনসিরিতে
- বায়ু দূষণের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০৯ সালে ৪৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৭৩ লক্ষে পৌঁছেছে
- ২০০৯-’১৯ সময়সীমায় শুধু দূষণের কারণেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ লক্ষ মানুষের। দূষণ মাত্রা সংক্রান্ত হু-র মাপকাঠি ধরলে সংখ্যাটি বেড়ে হবে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ

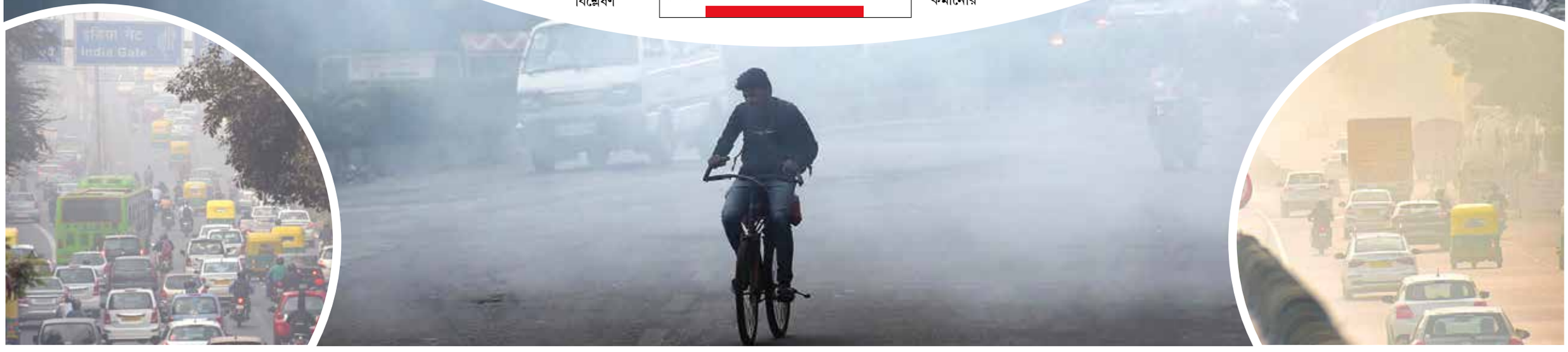

দাঁত ভাঙা জবাবের হুঁশিয়ারি হাসিনার

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফের নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টায় শেখ হাসিনা!

কয়েক সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপের একাধিক দেশে আওয়ামি লিগের প্রবাসী সমর্থকদের সভায় বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। শনিবার দেশের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে ফের সক্রিয় হাসিনা। এদিন তাঁর একটি বিবৃতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। সেখানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। হাসিনা বলেন, '১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। জাতির সংকটময় মুহূর্তে এই বছর দিনটি পালিত হচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারীদের দোসররা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত আওয়ামি লিগ সরকারকে হটিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে সাধারণ মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। আমাদের দেশকে জঙ্গিদের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। ওদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

আওয়ামি লিগের ফেসবুক পেজে করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, '১৪ ডিসেম্বর মহান বুদ্ধিজীবী দিবসে রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শহিদ দেশের মেধাবী সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলিগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. গোলাম সামদানী জনি,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। আমাদের দেশকে জঙ্গিদের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। ওদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

শেখ হাসিনা

সাবেক ছাত্রনেতা শহিদুল ইসলাম শহিদ, রাঙামাটি জেলা ছাত্রলিগের সভাপতি মো. রনি হোসাইনসহ ছাত্রনেতৃবৃন্দ।' বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে আওয়ামি লিগ এখনও সক্রিয় পোস্টটির মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে কোণঠাসা অন্তর্বর্তী সরকার। ভারতের পাশাপাশি আমেরিকাও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সক্রিয়তা বাড়াতে তাই এই সময়কে বেছে নিয়েছে শেখ হাসিনার দল। পালটা কৌশলে বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যমে হাসিনার বিবৃতি প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইউনূস প্রশাসন। তবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বয়ান যেভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার পাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর পাশাপাশি আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র নেতা ও কট্টরপন্থীদের একাংশ যেভাবে আওয়ামি লিগের সঙ্গে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের গরিমাকে ম্লান করার চেষ্টা করছে তা সাধারণ মানুষের বড় অংশের মনে ক্ষোভ তৈরি করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে সেই বার্তাই দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ফকরুল বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবহেলা করার চেষ্টা চলছে। এই সময়টা সব থেকে কঠিন। আপনার একটি পদক্ষেপ যদি ভুল হয় তাহলে আপনি খাদে পড়ে যাবেন। তবে ঠিক মতো পা ফেলতে পারলে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আমাদের প্রতি মুহূর্তে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সবসময় মেপে কথা বলা দরকার। আমরা এমন কিছু বলব না, যা আমাদের এই যে বিজয়কে নষ্ট করে দিতে পারে।'

খোঁয়া খোঁয়া... *কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস। শনিবার নয়াদিল্লির শাম্ভু সীমানায়।*

টিভি দেখে বিহ্বল মাও-মুক্ত পুভারতি

রায়পুর, ১৪ ডিসেম্বর : কাঠ-বাঁশের কাঠামোর ওপর টিনের ছাদ। ঘরের মধ্যে চলছে টিভি। অবাক চোখে সেই ছোটপর্দার দিকে তাকিয়ে ৮ থেকে ৮০। জীবনে প্রথমবার টিভি দেখার আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন সবাই। স্থান ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমা জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম পুভারতি।

এক সময় শীর্ষ মাওবাদী নেতা বার্সে দেবা ও মাধবী হিদমার পৈতৃক ভিটে হিসাবে পরিচিত গ্রামটি এখন উন্নয়নের মূল স্রোতে শামিল। সম্প্রতি গ্রামে এসেছে সৌরবিদ্যুৎ। জ্বলছে আলো, চলছে পাখা। সেই সূত্রেই গ্রামে এসেছে ৩২ ইঞ্চির টিভি সেট। সবই ঘটছে স্বাধীনতার পর প্রথমবার। ১১ ডিসেম্বর স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে গ্রামে যখন প্রথমবার টিভি চালু হয়েছিল তা দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। এক আধিকারিক বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথমবার এই গ্রামের বাসিন্দারা দূরদর্শনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর, সিরিয়াল এবং সিনেমা দেখছেন। শিশু, মহিলা এবং বয়স্ক গ্রামবাসীরা খুব আগ্রহ নিয়ে টিভির সামনে জড়ো হচ্ছেন। সেট-টপ বক্সের মাধ্যমে তারা ১০০-র বেশি চ্যানেল দেখার সুযোগ পাচ্ছেন।' টিভি চালু করা ছাড়াও গ্রামবাসীদের মধ্যে সৌর শক্তি চালিত লাইট ও ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন। চলতি বছরের শুরুতে মাওবাদী প্রভাবিত দুই গ্রাম সিলগার এবং টেকালগুডেমে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আলো, পাখা ও টিভির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কৃষকদের ওপর ফের কাঁদানে গ্যাস

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : কৃষকদের কোনও অবস্থাতেই দিল্লিতে ঢুকতে দিতে রাজি নয় বিজেপি শাসিত হরিয়ানার পুলিশ। শনিবার শাম্ভু সীমানা থেকে দেশের অন্নদাতারা দিল্লি চলো যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু অভিযান শুরু হতেই তাঁদের ওপর চড়াও হন উর্দিধারীরা। তাঁদের নিশানা করে শুরু হয় কাঁদানে গ্যাসের গোলাবর্ষণ। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে কৃষকদের ওপর চালানো হয় জল কামান। পুলিশি দমনপীড়নে অন্তত ১৭ জন কৃষক জখম হয়েছেন বলে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর শনিবার দিল্লি চলো অভিযান স্থগিত করে দেয় কৃষক সংগঠনগুলি।

কৃষক নেতা তেজবীর সিং বলেন, 'আমাদের ১৭ জন কৃষক আহত হওয়ায় আমরা আজকের প্রতিবাদ মিছিল স্থগিত করে দিয়েছি। হরিয়ানা পুলিশ আমাদের ওপর ব্যাপক পরিমাণে কাঁদানে গ্যাস হামলা চালিয়েছে। আমাদের একটি বৈঠক রয়েছে। তারপরই পরবর্তী কর্মসূচি চূড়ান্ত হবে।' দীর্ঘ ৮ মাসেরও বেশি সময় ধরে শাম্ভু ও খানাউরি সীমানায় অবস্থান করছেন অন্নদাতারা। ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্যের (এমএসপি) আইনি সুনিশ্চয়তার দাবি সহ একাধিক ইস্যুতে তাঁরা দিল্লি চলোর ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু হরিয়ানা পুলিশ তাঁদের দিল্লির দিকে এগোনোর অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এর আগেও দু-দিন দিল্লি চলোর ডাক দিয়েছিলেন কৃষকরা। কিন্তু সেবারও পুলিশের বলপ্রয়োগের কারণে তা বিফলে যায়। এদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শনিবার বেলা ১২টায় কৃষকরা দিল্লির দিকে এগোতেই তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। চলে জল কামান এবং কাঁদানে গ্যাস। পুলিশের সাফ কথা, কৃষকদের দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজনীয় অনুমতি নেই। কৃষকরা তাঁদের জানান, রাস্তা যেন আটকানো না হয়। কিন্তু আম্বালার পুলিশ সুপার বলেন, 'আপনারা যদি দিল্লি যেতে চান তাহলে আপনাদের যথাযথ অনুমতি দেখাতে হবে। আপনারা অনুমতিপত্র দেখান, আমরা আপনাদের যেতে দেব।' পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস নেতা বজরং পুনিয়া। তিনি বলেন, 'এটা সরকারের দ্বিচারিতা। একদিকে সরকার কৃষকদের আটকানো হবে না বলে দাবি করছে। অপরদিকে তাঁদের ওপর কাঁদানে গ্যাস চালানো হচ্ছে। শাম্ভু সীমানাকে পাকিস্তান

সীমান্তে পরিণত করা হচ্ছে। নেতারা দিল্লি যেতে পারলে কৃষকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?' এদিকে কৃষকদের রুখতে ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আম্বালার বিভিন্ন অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১০১ জন কৃষককে কেন যেতে দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের। এদিকে শুক্রবার খানাউরি সীমানার ডালেওয়ালেতে গিয়েছিলেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত। তিনি আন্দোলনকারীদের কুণ্ডলী-মানেসার-পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়ে থেকে দিল্লিকে ঘিরে ফেলার কৌশল নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

আইসিইউয়ে অসুস্থ আদবানি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : গুরুতর অসুস্থ বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীকে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আদবানির অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের বরিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার বিনীত সুরির নজরদারিতে রয়েছেন তিনি। বর্ষীয়ান নেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বিজেপির মুখপাত্র কে কৃষ্ণসাগর রাও। ৯৭ বছরের আদবানিকে চলতি বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার হাসপাতালে ভর্তি করা হল। গত মার্চ মাসে তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছিল।

রহস্যমৃত্যু

নিউ ইয়র্ক, ১৪ ডিসেম্বর : নাম সুচির বালাজি। বয়স ২৬। পেশা এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) গবেষক। সানফ্রান্সিস্কোর বুচানন স্ট্রিটের ফ্ল্যাট থেকে তাঁর মৃতদের উদ্ধারকে ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তের পর বালাজির মৃত্যুকে খুন বলে দাবি করেছে পুলিশ। কোনও ধরনের চাপের মুখে বালাজি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনদের একাংশ। মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকমাস এআই প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে সরব ছিলেন বালাজি। সামাজিক মাধ্যমে 'হুইসেল ব্লোয়ার' (সতর্ককারী) হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

জামিন পেয়েও জেলে রাত্রিবাস আল্লুর

জেল থেকে বেরোনোর পর পরিবারের সঙ্গে আল্লু। হায়দরাবাদে।

হায়দরাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেও তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন আল্লু অর্জুন। তারপরেও অবশ্য শুক্রবার রাতটুকু জেলেই কাটাতে হল তেলুগু সুপারস্টারকে। সূত্রের খবর, এই সময়টা আর পাঁচজন সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হয়েছিল তাঁকে। জেলে অভিনেতার পরিচয় ছিল কয়েদি নম্বর ৭৬৯৭। শনিবার সকালে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে হায়দরাবাদের চঞ্চলগুড়া জেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান আল্লু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাবা আল্লু অরবিন্দ এবং শ্বশুর কাঞ্চর্লা চন্দ্রশেখর রেড্ডি।

পুলিশের ঘেরাটোপে জেল থেকে বের হওয়ার সময় আল্লু বলেন, 'অনুরাগীদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সবাইকে বলব চিন্তা না করতে। আমি আইন মেনে চলা নাগরিক। তদন্তকারীদের সবরকম সাহায্য করব। কাজের জগতেও ফিরব।' এরপরেই আল্লুর গাড়ির কনভয় জুবিলি হিলসের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যায়। ৪ ডিসেম্বর আল্লু অভিনীত ছবি পুষ্পা ২-র প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একটি শিশু হাসপাতালে ভর্তি। মৃতার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে আল্লু, তাঁর টিম ও প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তে নামে পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাইকোর্ট থেকে ৪ সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন পান তিনি। তবে জামিন পাওয়ার পরেও দক্ষিণী অভিনেতাকে যেভাবে হাজতবাস করতে হয়েছে তাতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে ভক্ত মহলে।

আল্লুর আইনজীবীর অভিযোগ, আদালতের রায়ের কপি রাতেই জেলকর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু নানা অজুহাতে সময় নষ্ট করেন জেল কর্তৃপক্ষ। যার জেরে অভিনেতাকে জেলেই রাত কাটাতে হয়েছে। জেলকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওই আইনজীবী। শুক্রবার গ্রেপ্তারির পর পুলিশের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ করেছিলেন আল্লু। তাঁর দাবি, সকালবেলা পুলিশ শোয়ারঘর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। আল্লুকে প্রাতরাশ দূরস্ত, পোশাক বদলানোর সময় পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

আল্লুর গ্রেপ্তারির ঘটনায় তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে নিশানা করেছে বিরোধী দলগুলি। রেবন্ত অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আল্লুকে গ্রেপ্তার করা না হলে বলা হত অভিনেতা বলে পুলিশ পদক্ষেপ করছে না। কোনও সাধারণ মানুষ এই ধরনের অপরাধ করলে তাঁর জেল হত। আইন মেনে সবকিছু করা হয়েছে। পুলিশ তার রাজধর্ম পালন করেছে।'

বিদ্রোহীদের চক্রব্যূহে জুন্টা সরকার

নেপিদ্য, ১৪ ডিসেম্বর : থাইল্যান্ড, লাওস সীমান্ত এলাকা আগেই হাতছাড়া হয়েছিল। চিন সীমান্তের বড় অংশ থেকেও মায়ানমার সেনাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে বিদ্রোহী বাহিনী। চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশ সংলগ্ন মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশটিও সেনার হাতছাড়া হয়েছে। মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেছে, তারা রাখাইনে সেনার শেষ ঘাঁটি মংডুর দখল নিয়েছে। এর ফলে মায়ানমারের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সীমান্তের প্রায় পুরোটা বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। এখন শুধু রাজধানী নেপিদ্য ও উত্তর মায়ানমার সেনা সমর্থিত জুন্টা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আরাকান আর্মির প্রধান জেনারেল মিং হং হ্লাইং বলেন, 'উত্তর রাখাইনে অবস্থিত মায়ানমার সেনার শেষ ঘাঁটি মংডু পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা ছিল। ঘাঁটির চারপাশে ওরা পরিখা খনন করেছিল। ঘাঁটির চারপাশে

হাতছাড়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত

প্রায় ২ হাজার মাইন পেতেছিল সেনা। ঘাঁটির দখল নিতে গিয়ে বহু বিদ্রোহী প্রাণ হারিয়েছেন। অনেকের অঙ্গহানি হয়েছে। মংডুতে মোতায়েন মায়ানমার সেনার হাজারের বেশি সেনা ও আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছে বিদ্রোহী বাহিনী। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।'

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বিদ্রোহীদের কাছে একের পর এক এলাকা হারিয়ে মূলত বড় শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে জুন্টা সরকার। গোটা রাখাইন অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হলেও প্রাদেশিক রাজধানী সিটওয়ে এখনও সেনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিদ্রোহীরা নির্ণায়ক জয় না পেলেও আন্তর্জাতিক মহলে ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে জুন্টা। মায়ানমারের সেনা সরকারের বিরুদ্ধে আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলি। তবে চিনের মতো কিছু দেশের সঙ্গে জুন্টার সুসম্পর্ক রয়েছে। মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে কার্যত দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে চিনও। সম্প্রতি চিনের সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সমঝোতার খবর বিভিন্ন মাধ্যমে সামনে এসেছে।

জুন্টাকে পাশ কাটিয়ে নতুন প্রতিবেশী আরাকান আর্মির সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের রোহিঙ্গা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী তাঁরা।

মহাকুম্ভ মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে রেলের বিশেষ উপহার

পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে

৪২ জোড়া

মহাকুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেন

● কলকাতা এলাকা থেকে প্রাত্যহিক ট্রেন ● মালদা থেকে ভাগলপুর হয়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ট্রেন

হাওড়া-টুন্ডলা-হাওড়া কুম্ভ মেলা স্পেশাল

হাওড়া-টুন্ডলা		(০৩০২১) (০৩০২২)	টুন্ডলা-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	১৯.৩৫	হাওড়া	১৫.২০	-
২০.৫০	২০.৫২	বর্ধমান	১২.৪১	১২.৪৬
২২.২০	২২.২৫	আসানসোল	০৮.৩০	০৮.৩৫
১০.১০	১০.২০	প্রয়াগরাজ জং.	১৯.০০	১৯.১০
১৯.২০	-	টুন্ডলা জং.	-	১১.২০

চলাচলের দিনঃ ০৩০২১ হাওড়া থেকে- ০১/০১, ০২/০১, ০৩/০১, ০৪/০১, ০৫/০১, ০৬/০১, ০৭/০১, ০৮/০১, ১৬/০১, ২০/০১, ২৪/০১, ০৫/০২, ০৭/০২, ১৪/০২, ২১/০২ ও ২৬.০২.২০২৫ = ১৬টি ট্রিপ ও ০৩০২২ টুন্ডলা থেকে - ০৩/০১, ০৪/০১, ০৫/০১, ০৬/০১, ০৭/০১, ০৮/০১, ০৯/০১, ১০/০১, ১৮/০১, ২২/০১, ২৬/০১, ০৭/০২, ০৯/০২, ১৬/০২, ২৩/০২ ও ২৮.০২.২০২৫ = ১৬ টি ট্রিপ।

হাওড়া-টুন্ডলা		(০৩০২৯) (০৩০৩০)	টুন্ডলা-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	১৯.৩৫	হাওড়া	০৩.৩০	-
২০.৫০	২০.৫২	বর্ধমান	০০.০২	০০.০৪
২২.২২	২২.২৭	আসানসোল	২১.১৫	২১.২০
১১.১০	১১.২০	প্রয়াগরাজ জং.	১০.১০	১০.২০
২০.১৫	-	টুন্ডলা জং.	-	০৩.০০

চলাচলের দিনঃ ০৩০২৯ হাওড়া থেকে - ২৩/০১, ০৬/০২ ও ২০.০২.২০২৫ = ০৩ টি ট্রিপ ও ০৩০৩০ টুন্ডলা থেকে - ২৫/০১, ০৮/০২ ও ২২.০২.২০২৫ = ০৩ টি ট্রিপ।

উভয় ট্রেন দুটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে দুর্গাপুর, ধানবাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জং., গোমো, পারসনাথ, হাজারিবাগ রোড, কোডারমা, গয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, প. দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি ও ইটাওয়া জং. স্টেশনেও থামবে। গঠন (উভয় ট্রেন) ঃ এসি ৩-টিয়ার-০৪, এসি ২-টিয়ার-০১, স্লিপার ক্লাস-০৮, সেকেন্ড ক্লাস (জিএস) - ০৩ ও এসএলআরডি-০২ = ১৮টি কোচ।

হাওড়া-টুন্ডলা-হাওড়া কুম্ভ মেলা স্পেশাল (ব্যান্ডেল হয়ে)

হাওড়া-টুন্ডলা		(০৩০২৩) (০৩০২৪)	টুন্ডলা-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	০০.৩০	হাওড়া	১৫.২০	-
০২.৪০	০২.৪৫	বর্ধমান	১২.৪১	১২.৪৬
০৫.০০	০৫.১০	আসানসোল	০৮.৩০	০৮.৪০
১৮.৩০	১৮.৪০	প্রয়াগরাজ জং.	১৯.০০	১৯.১০
০২.৩০	-	টুন্ডলা জং.	-	১১.২০

চলাচলের দিনঃ ০৩০২৩ হাওড়া থেকে - ২০/০১, ২২/০১, ২৩/০১, ১৬/০২, ১৭/০২, ১৮/০২ ও ২০.০২.২০২৫ = ০৭ টি ট্রিপ ও ০৩০২৪ টুন্ডলা থেকে - ২১/০১, ২৩/০১, ২৪/০১, ১৭/০২, ১৮/০২, ১৯/০২ ও ২১.০২.২০২৫ = ০৭ টি ট্রিপ।

হাওড়া-টুন্ডলা		(০৩০২৫) (০৩০২৬)	টুন্ডলা-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	০৫.৪৫	হাওড়া	১৫.২০	-
০৮.০৭	০৮.০৯	বর্ধমান	১২.৪১	১২.৪৬
১০.০৫	১০.১০	আসানসোল	০৮.৩০	০৮.৩৫
২৩.১০	২৩.২০	প্রয়াগরাজ জং.	১৯.০০	১৯.১০
০৬.৩০	-	টুন্ডলা জং.	-	১১.২০

চলাচলের দিন ঃ ০৩০২৫ হাওড়া থেকে - ২৮.০২.২০২৫ = ০১ টি ট্রিপ ও ০৩০২৬ টুন্ডলা থেকে - ০১.০৩.২০২৫ = ০১ টি ট্রিপ।

উভয় ট্রেন দুটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে ব্যান্ডেল, দুর্গাপুর, ধানবাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জং., গোমো, পারসনাথ, হাজারিবাগ রোড, কোডারমা, গয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, প. দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি ও ইটাওয়া জং. স্টেশনেও থামবে। গঠন (উভয় ট্রেন) ঃ এসি ৩-টিয়ার-০৪, এসি ২-টিয়ার-০১, স্লিপার ক্লাস-০৮, সেকেন্ড ক্লাস (জিএস) - ০৩ ও এসএলআরডি-০২ = ১৮টি কোচ।

হাওড়া-ভিভ-হাওড়া কুম্ভ মেলা স্পেশাল (ব্যান্ডেল হয়ে)

হাওড়া-ভিভ		(০৩০৩১) (০৩০৩২)	ভিভ-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	০০.৩০	হাওড়া	০৩.৩০	-
০২.৪০	০২.৪৫	বর্ধমান	০০.০১	০০.০৬
০৫.০০	০৫.১০	আসানসোল	২১.১৫	২১.২০
১৮.৩০	১৮.৪০	প্রয়াগরাজ জং.	১০.১০	১০.২০
০১.০৫	-	ভিভ জং.	-	০৩.৩০

চলাচলের দিন ঃ ০৩০৩১ হাওড়া থেকে - ০১/০১, ১৮/০১ ও ১৯.০২.২০২৫ = ০৩ টি ট্রিপ ও ০৩০৩২ ভিভ থেকে - ০২/০১, ১৯/০১ ও ২০.০২.২০২৫ = ০৩ টি ট্রিপ।

হাওড়া-ভিভ		(০৩০৩৩) (০৩০৩৪)	ভিভ-হাওড়া	
পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
-	০০.৩০	হাওড়া	০৩.৩০	-
০২.৪০	০২.৪৫	বর্ধমান	০০.০৬	০০.১০
০৫.০০	০৫.১০	আসানসোল	২২.০৫	২২.১০
১৮.৩০	১৮.৪০	প্রয়াগরাজ জং.	১০.৩০	১০.৪০
০১.০৫	-	ভিভ জং.	-	০৩.৩০

চলাচলের দিন ঃ ০৩০৩৩ হাওড়া থেকে - ২৬.০১.২০২৫ = ০১টি ট্রিপ ও ০৩০৩৪ভিভ থেকে - ২৭.০১.২০২৫ = ০১ টি ট্রিপ।

উভয় ট্রেন দুটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে ব্যান্ডেল, দুর্গাপুর, ধানবাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জং., গোমো, পারসনাথ, হাজারিবাগ রোড, কোডারমা, গয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, প. দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি ও ইটাওয়া জং. স্টেশনেও থামবে। গঠন (উভয় ট্রেন) ঃ এসি ৩-টিয়ার-০৪, এসি ২-টিয়ার-০১, স্লিপার ক্লাস-০৮, সেকেন্ড ক্লাস (জিএস) - ০৩ ও এসএলআরডি-০২ = ১৮টি কোচ।

মালদা টাউন-প্রয়াগরাজ রামবাগ-মালদা টাউন কুম্ভ মেলা স্পেশাল (ভাগলপুর হয়ে)

মালদা টাউন-প্রয়াগরাজ রামবাগ		(০৩৪০৯) (০৩৪১০) স্টেশন	প্রয়াগরাজ রামবাগ-মালদা টাউন	
পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে
-	২০.৪৫	মালদা টাউন	১৪.৩০	-
২২.৩৪	২২.৩৬	সাহেবগঞ্জ জং.	১১.১২	১১.১৪
০০.০২	০০.১২	ভাগলপুর	০৯.২৫	০৯.৩৫
০১.১২	০১.১৭	জামালপুর জং.	০৭.১৫	০৭.২০
১৭.১৫	-	প্রয়াগরাজ রামবাগ	-	১৯.১৫

চলাচলের দিন ঃ ০৩৪০৯ মালদা টাউন থেকে - ০২/০১, ০৪/০১, ০৯/০১, ১৮/০১, ২৩/০১, ২৫/০১, ০৬/০২, ০৮/০২, ১৫/০২, ২০/০২ ও ২২.০২.২০২৫ = ১১ টি ট্রিপ ও ০৩৪১০ প্রয়াগরাজ রামবাগ থেকে - ০৩/০১, ০৫/০১, ১০/০১, ১৯/০১, ২৪/০১, ২৬/০১, ০৭/০২, ০৯/০২, ১৬/০২, ২১/০২ ও ২৩.০২.২০২৫ = ১১ টি ট্রিপ।

ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জং., বারহারওয়া জং., কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জং., মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর, রাজেন্দ্রনগর, পাটনা জং., দানাপুর, আরা, বক্সার, প. দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., বারাণসী ও বেনারস স্টেশনেও থামবে। গঠনঃ এসি ৩-টিয়ার-০৪, এসি ২-টিয়ার-০১, স্লিপার ক্লাস-০৮, সেকেন্ড ক্লাস (জিএস) - ০৩ ও এসএলআরডি-০২ = ১৮টি কোচ।

১৬/১২/২০২৪ তারিখ (সোমবার) থেকে সব ট্রেনের বুকিং পাওয়া যাবে

প্রয়াগরাজের জন্য অন্যান্য নিয়মিত ট্রেন পরিষেবা

মহাকুম্ভ মেলা উপলক্ষে পুণ্য স্নানের জন্য প্রয়াগরাজে যেতে স্পেশাল ট্রেনগুলি ছাড়াও, পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্র থেকে যাত্রা শুরু করা নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি পাওয়া যাবে।

১. ১২৩৩৩/১২৩৩৪ হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ-হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস, ২. ১২৩০১/১২৩০২ হাওড়া-নিউদিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস (গয়া হয়ে) ৩. ১২৩০৫/১২৩০৬ হাওড়া-নিউদিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস (পাটনা হয়ে) ৪. ১২৩১১/১২৩১২ হাওড়া-কালকা-হাওড়া নেতাজী এক্সপ্রেস, ৫. ১২৩০৭/১২৩০৮ হাওড়া-যোধপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস, ৬. ২২৩০৭/২২৩০৮ হাওড়া-বিকানীর-হাওড়া এক্সপ্রেস, ৭. ১২৩০৩/১২৩০৪ হাওড়া-নিউদিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (পাটনা হয়ে), ৮. ১২৩৮১/১২৩৮২ হাওড়া-নিউদিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (গয়া হয়ে), ৯. ১২৩২৩/১২৩২৪ হাওড়া-বাড়মের-হাওড়া এক্সপ্রেস, ১০. ১২৯৩৮/১২৯৩৭ হাওড়া-গান্ধীধাম-হাওড়া গরবা এক্সপ্রেস, ১১. ১২৯৮৭/১২৯৮৮ শিয়ালদহ-আজমের- শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, ১২. ১২৩১৫/ ১২৩১৬ কলকাতা-উদয়পুর সিটি-কলকাতা অনন্যা এক্সপ্রেস, ১৩. ১২৪৯৬/ ১২৪৯৫ কলকাতা-বিকানীর-কলকাতা প্রতাপ এক্সপ্রেস, ১৪. ১২৩১৯/১২৩২০ কলকাতা-গোয়ালিয়র-কলকাতা এক্সপ্রেস, ১৫. ২২১৯৭/ ২২১৯৮ কলকাতা-ভিরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি-কলকাতা প্রথম স্বতন্ত্র সংগ্রাম এক্সপ্রেস, ১৬. ১২৯৪২/ ১২৯৪১ আসানসোল-ভাবনগর-আসানসোল পরশনাথ এক্সপ্রেস, ১৭. ২২৪৫৯/২২৪৬০ মধুপুর-আনন্দ বিহার (টি)-মধুপুর হামসফর এক্সপ্রেস, ১৮. ২২৪৬৫/ ২২৪৬৬ মধুপুর-আনন্দ বিহার (টি)-মধুপুর এক্সপ্রেস, ১৯. ১২২৩৫/১২২৩৬ মধুপুর-আনন্দ বিহার (টি)-মধুপুর হামসফর এক্সপ্রেস, ২০. ১৫০৪৯/১৫০৫০ গোন্ডা-দিল্লী-গোন্ডা এক্সপ্রেস, ২১. ১২৩৪৯/১২৩৫০ গোন্ডা-নিউদিল্লী-গোন্ডা হামসফর এক্সপ্রেস, ২২. ১২৩২১/ ১২৩২২ হাওড়া-সিএসএমটি মুম্বাই-হাওড়া মেল, ২৩. ১২১৭৫/১২১৭৬ হাওড়া-গোয়ালিয়র-হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস, ২৪. ১২১৭৭/১২১৭৮ হাওড়া-মথুরা-হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস, ২৫. ২০৯৭৫/২০৯৭৬ হাওড়া-আগরা ক্যান্ট.-হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস, ২৬. ২২৯১২/২২৯১১ হাওড়া-ইন্দোর-হাওড়া শিপ্রা এক্সপ্রেস, ২৭. ১২৩৬১/১২৩৬২ আসানসোল-সিএসএমটি মুম্বাই-আসানসোল এক্সপ্রেস, ২৮. ১৯৪০৬/১৯৪০৫ আসানসোল-আহমেদাবাদ- আসানসোল এক্সপ্রেস, ২৯. ১১৪২৮/১১৪২৭ জসিডীহ-পুণে-জসিডীহ এক্সপ্রেস, ৩০. ২২৫১১/২২৫১২ গোন্ডা-লোকমান্য তিলক (টি)-গোন্ডা এক্সপ্রেস, ৩১. ২২৯৪৮/২২৯৪৭ ভাগলপুর-সুরাট-ভাগলপুর এক্সপ্রেস, ৩২. ১২৩৩৫/১২৩৩৬ ভাগলপুর-লোকমান্য তিলক (টি)-ভাগলপুর এক্সপ্রেস, ৩৩. ১৩৪২৩/১৩৪২৪ ভাগলপুর- আজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস, ৩৪. ২২৪০৫/২২৪০৬ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার (টি)- ভাগলপুর গরিব রথ এক্সপ্রেস।

সিসিএম (পিএম) সিপিটিএম

পূর্ব রেলওয়ে

জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত

স্টার্টআপে লগ্নির সাতকাহন

কিশলয় মণ্ডল

যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে স্টার্টআপের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত ভারতের মতো দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির দেশগুলিতে স্টার্টআপের সংখ্যা যেমন দ্রুত হারে বাড়ছে, তেমনই স্টার্টআপগুলিও দ্রুত বড় সংস্থায় নিজেদের পরিবর্ধিত করছে। এদেশে বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিবছর হাজার হাজার নতুন স্টার্টআপ-এর আবির্ভাব ঘটছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়ক নীতি, উদ্যোক্তাদের সমর্থন স্টার্ট আপ বিকাশের জন্য উপযুক্ত জমিও তৈরি করে দিচ্ছে। যার ফলস্বরূপ এই স্টার্টআপগুলি ভারতের ছোট ও মাঝারি লগ্নিকারীদের জন্যও নয়া দিগন্ত এনে দিয়েছে। একটা উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মাত্র কয়েক বছর আগে স্টার্টআপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ফুড ডেলিভারি সংস্থা জোম্যাটো। বর্তমানে তা ২.৭৮ লক্ষ কোটির সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সংস্থার শুরুর দিকে যাঁরা লগ্নি করেছিলেন, তাঁদের বর্তমান রিটার্নের অঙ্ক সহজেই বোঝা গিয়েছে।

এই গতিশীল বাজারে প্রবেশ করা অনেকেরই দুঃসাধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু সঠিক পদ্ধতি, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই বিনিয়োগ থেকে সবথেকে বেশি আয় করা যেতে পারে।

স্টার্টআপে কেন বিনিয়োগ করবেন?

■ **উঁচু রিটার্ন :** স্টার্টআপে বিনিয়োগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল দুর্দান্ত রিটার্ন। সফল স্টার্টআপ আপনাকে আপনার লগ্নির কয়েক হাজার গুণ পর্যন্ত মুনাফা দিতে পারে।

■ **পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্যকরণ :** স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড বা সোনাতে অনেকেই লগ্নি করে থাকেন। এর সঙ্গে স্টার্টআপে বিনিয়োগ যুক্ত হলে তা আরও বৈচিত্র্যময় হয়। পোর্টফোলিও যত বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে তত আপনার ঝুঁকি এবং মুনাফার মধ্যে ভারসাম্য আসবে।

■ **উদ্ভাবনে সহায়তা :** স্টার্টআপে বিনিয়োগ করলে আপনি সরাসরি উদ্যোক্তাকে সমর্থন করছেন। নতুন নতুন সেক্টরের বৃদ্ধিতে আপনি বড় ভূমিকা রাখতে পারবেন।

স্টার্টআপে বিনিয়োগের অসুবিধা

■ **ব্যর্থতার উঁচু হার :** স্বাভাবিকভাবেই স্টার্টআপগুলি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্টার্টআপই প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়। স্টার্টআপগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্কেলিং, অপারেশন, অধিগ্রহণের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। প্রয়োজনের সময় অতিরিক্ত তহবিল না পাওয়ার কারণেও ব্যর্থ হয় অনেক স্টার্টআপ। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক বিনিয়োগকারী থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়িক মডেল ব্যর্থ হওয়ায় বন্ধ হয়েছে 'দুধওয়ালা' এবং 'স্টেজিল্লা'-এর মতো স্টার্টআপ।

■ **দীর্ঘ সময় :** স্টার্টআপে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্রুত বা সহজে লগ্নি নগদীকরণ করা যায় না। স্টার্টআপ থেকে লগ্নি ফেরত পেতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এই কারণে লগ্নিকারীদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং দীর্ঘ পথের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

■ **মূল্যায়ন চ্যালেঞ্জ :** বাজারে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির একটি আর্থিক ইতিহাস থাকে যা তাদের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। কিন্তু স্টার্টআপের ক্ষেত্রে তা না থাকায় খুচরো বিনিয়োগকারীদের কাছে স্টার্টআপগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়। এই অস্পষ্টতা এবং অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে হবে লগ্নিকারীদের।

বিনিয়োগের আগে কী করবেন?

■ স্টার্টআপে বিনিয়োগের আগে এর প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি সম্পর্কে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে। অনলাইন কোর্স, বই, ওয়েবিনার ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে আগে তৈরি করে নিতে হবে।

■ স্টার্টআপে বিনিয়োগের জগতে নেটওয়ার্কিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন স্টার্টআপ ইভেন্টগুলিতে যোগ দিন। অন্যান্য বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

■ বিনিয়োগের আগে যে কোনও স্টার্টআপের মূল্যায়ন করা সবথেকে জরুরি। মূল্যায়নের জন্য যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে-

▶ একটি অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী উদ্যোক্তার দল স্টার্টআপকে সবথেকে বেশি সফল করতে পারে।

▶ স্টার্টআপ কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে এবং সেই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

▶ স্টার্টআপের ব্যবসায়িক মডেল বিশ্লেষণ করতে হবে।

▶ অংশীদারিত্ব, আয়, ব্যবহারকারী ইত্যাদি বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখতে হবে।

■ আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

■ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড স্টার্টআপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা স্টার্টআপের অংশীদারিত্বের বিনিময়ে সেখানে বিনিয়োগ করেন। শুধু মূলধন নয়, কৌশলগত দিকনির্দেশনাতেও তাঁদের ভূমিকা থাকে। বাজারে অনেক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড চালু রয়েছে। সেইসকল ফান্ডে যোগ দিয়ে স্টার্টআপে লগ্নির সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

■ স্টার্টআপে সরাসরি জড়িত হতে হলে বিনিয়োগের শর্তাবলি নিয়ে প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা যেতে পারে।

■ বাজারে অনেকগুলি স্টার্টআপ ফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এইসব প্ল্যাটফর্মে স্টার্টআপে বিনিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। কয়েকটি এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম হল অ্যাঞ্জেললিস্ট, লেটস ভেঞ্চার ইত্যাদি।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে, স্টার্টআপে বিনিয়োগ যেমন লাভজনক হতে পারে তেমনই বিনিয়োগ পুরোপুরি ডুবে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তবে সফল স্টার্টআপ আপনাকে যথেষ্ট রিটার্ন দিতে পারে। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক, লগ্নির সময় ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়গুলি বিবেচনা করেই তবে লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে জোম্যাটো, নায়িকা, পেটিএম সহ একাধিক স্টার্টআপ লগ্নিকারীদের বিপুল রিটার্ন দিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে পলিসি বাজারও। এই সংস্থাগুলি বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে। দেশের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্টার্টআপ হল লেন্সকার্ট, ফোন পে, ভারত পে, গিভা জুয়েলারি, এরুডাইটাস, ফ্রেশওয়ার্কস, ক্রেড, রেজর পে ইত্যাদি। অন্যদিকে বিনিয়োগ না মেলায় ব্যবসা বন্ধ করার পথে হেঁটেছে বেশ কয়েকটি প্রথমসারির স্টার্টআপ সংস্থা-জেস্টমনি, ফ্রন্টরো, অকুডো ইত্যাদি।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ফের অবস্থান মজবুত করল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে প্রথমে প্রায় ১২০০ পয়েন্ট নেমে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ৮০০৮২.৮২ পয়েন্টে। সেখান থেকে দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৪৩.২৬ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ৮২১৩৩.১২ পয়েন্টে। অর্থাৎ একদিনে প্রায় ২ হাজারেরও বেশি পয়েন্ট উঠেছে এই সূচক। অন্যদিকে নিফটি শুরুতে ২৪১৮০.৮০ পয়েন্ট নেমে গেলেও দিনের শেষে থিতু হয়েছে ২৪৭৬৮.৩০ পয়েন্টে। এই ঘুরে দাঁড়ানো ভারতীয় শেয়ার বাজারের শক্তিই প্রমাণ করেছে। তবে শেয়ার বাজার স্থিতিশীল হয়েছে, তা বলার সময় এখনও আসেনি। সামনে আরও অনেক ওঠানামা করতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোয় সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে ভারতী এয়ারটেল, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইটিসি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো প্রথমসারির সংস্থাগুলির শেয়ারদরে বড় উত্থান। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার অক্টোবরের (৬.২১ শতাংশ) তুলনায় নভেম্বরে কমে ৫.৪৮ শতাংশ হওয়াও বড় ভূমিকা নিয়েছে। মূলত খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে। ডিসেম্বরে এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। এফএমসিজি ক্ষেত্রে

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **পিসিবিএল :** বর্তমান মূল্য-৪৭০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮৪/২০৯, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪৪০-৪৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৭৬৭, টার্গেট-৬০০।

■ **বাজাজ ফিনসার্ভ :** বর্তমান মূল্য-১৬৭৯.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৩০/১৪১৯, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৮০-১৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৮১৯১, টার্গেট-১৮৫০।

■ **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৫৭.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২৯৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৪০-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৬৩১৬, টার্গেট-৪২৫।

■ **এলআইসি হাউজিং ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৬২৪.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৭/৫০৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৩৪৩, টার্গেট-৭৭৬।

■ **বিপিসিএল :** বর্তমান মূল্য-৩০১.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৭৬/২১৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৮০-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩০৮৯২, টার্গেট-৪২৬।

■ **সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৮৩.৩১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৮/১২৫, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৫৮৩, টার্গেট-২৪০।

■ **অ্যালেম্বিক ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১০৬২.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩০৪/৭৪৬, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৯৫০-১০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৮৭৫, টার্গেট-১৪৫০।

সাম্প্রতিক সংশোধন এবং এই ক্ষেত্রে যুক্ত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বিভিন্ন এফএমসিজি সংস্থার শেয়ারদরে বড় উত্থান ঘটিয়েছে যা শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে। আগামী দিনে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি কী পদক্ষেপ করবে তার ওপর শেয়ার বাজারের ওঠানামা নির্ভর করবে। সূচক নামলে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আবার সূচক উঠলে তারা শেয়ার বিক্রি করছে। বিগত কয়েক দিনের প্রবণতা অনুযায়ী এখনও দোটানায় রয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তারা ক্রেতার ভূমিকায় ফিরলে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলির পারফরমেন্সও আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠানামায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, সিরিয়া, ইজরায়েল-ইরান সংঘাত, মার্কিন মুলুকে মূল্যবৃদ্ধি এবং সুদের হার, চিনের স্টিমুলাস প্যাকেজ ইত্যাদিও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে।

টেকনিকালি নিফটির সামনে এখন বড় বাধা ২৪৮৫০ লেভেল। এর ওপরে থিতু হলে নিফটি পৌঁছে যেতে পারে ২৫১৫০-এর ওপরে। অন্যদিকে নিফটির বড় সাপোর্ট হল ২৪৫৫০। এর নীচে গেলে নিফটি ২৪ হাজারে পৌঁছোতে পারে। এই লেভেলের কথা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে প্রথমসারির সংস্থাগুলিতে লগ্নি ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সংশোধনের পর ফের ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সোনার দাম। একই কথা প্রযোজ্য আর এক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এসিসি

● **সেক্টর :** সিমেন্ট ● **বর্তমান মূল্য :** ২২৪৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ১৮৬৮/২৮৪৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪২২১৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৮৬৯.৭৭ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৩৩ ● **ইপিএস :** ১০৮.৮২ ● **পিই :** ২০.৬৬ ● **পিবি :** ২.৫৯ ● **আরওসিই :** ১৭.৩ শতাংশ ● **আরওই :** ১৪.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৩০০০

একনজরে

■ ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বর্তমানে আদানি গোষ্ঠীর অধীন।

■ সিমেন্ট (৯৪ শতাংশ) এবং রেডিমিক্স কংক্রিট অর্থাৎ আরএমসি (৬ শতাংশ) তৈরি করে এই সংস্থা। প্রিমিয়াম পণ্যের তালিকায় রয়েছে এসিসি গোল্ড ওয়াটার সিল্ড, এফটুআর সুপার ফাস্ট। অন্যান্য ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা পাওয়ার, এইচপিসি লং লাইফ ইত্যাদি।

■ দেশজুড়ে ১৩০০০ চ্যানেল পার্টনার এবং ৩৯৬০০-এরও বেশি সার ডিলার রয়েছে।

■ ২০টি কারখানায় সিমেন্ট উৎপাদন করে এই সংস্থা। আরএমসি কারখানা রয়েছে ৮৬টি। বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৩৮.৫৫ মেট্রিক টন।

■ উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে নতুন কারখানা তৈরি করছে এই সংস্থা।

■ ১১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে এই সংস্থার। যা সংস্থার মোট চাহিদার ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ জোগায়।

■ সংস্থার ঋণের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য।

■ সংস্থাটি নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়।

■ নেতিবাচক বিষয় হল গত পাঁচ বছরে সংস্থার ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ৬.৬ শতাংশ।

■ বর্তমানে আদানি গোষ্ঠীর হাতে রয়েছে ৫৬.৬৯ শতাংশ শেয়ার। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ২৪.৫৭ শতাংশ।

■ প্রভুদাস লীলাধর, কেআর চোসকি, আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে হঠাৎ করেই ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি

বোধিসত্ত্ব খান

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে একদিকে অতিবৃষ্টি, অন্যদিকে তীব্র দাবদাহ। ভারতজুড়ে খাদ্যশস্য নষ্ট হয় সুবিশাল পরিমাণে। ঠিক পুজোর আগে দুই মাসে এই ধরনের অস্বাভাবিকতার প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন সেক্টরের ওপর। সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর বোঝা যায় যে, ত্রৈমাসিক লাভের পরিমাণ প্রত্যাশার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। যেখানে ২০২৪-এর জন্য আরবিআইয়ের অনুমান ছিল ভারত ৭ শতাংশের ওপর আর্থিক বৃদ্ধি দেখাতে পারে, সেখানে একধাক্কায় জিডিপি কমে দাঁড়ায় ৫.৪ শতাংশে। আরবিআইয়ের অস্বস্তি বৃদ্ধি করে অক্টোবর মাসে মূল্যবৃদ্ধি। যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.২১ শতাংশে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

যেখানে নিফটি এবং সেনসেক্স -- এই দুটি ইনডাইসেস ১১ শতাংশের ওপর পতন দেখে, সেখানে বৃহত্তর বাজারে বিভিন্ন স্টকের দাম তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা থেকে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ অবধি সংশোধন দেখে। রেলওয়েজ, ডিফেন্স, শিপিং এবং শিপবিল্ডিং, এফএমসিজি, পেন্টস, অটো --এই সব সেক্টরের কোম্পানিগুলিতেই শেয়ারের দর বেশ খানিকটা কমে গিয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার বিকালে যে সিপিআই ইনফ্লেশন ডেটা (কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স) প্রকাশিত হয়, তাতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে বলা যেতে পারে। মূল্যবৃদ্ধি নভেম্বর মাসে কমে এসেছে ৫.৪৮ শতাংশতে। অন্যদিকে, আইআইপি (ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন) সেপ্টেম্বর মাসে ৩.১ শতাংশের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর মাসে দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশে।

মূল্যবৃদ্ধি কমল, আইআইপি বৃদ্ধি পেল

আইআইপি সাধারণত তিনটি সেক্টরের ওপর নির্ভর করে-- ম্যানুফ্যাকচারিং যা ৪.১ শতাংশ বৃদ্ধি দেখিয়েছে, বিদ্যুৎ ২ শতাংশ এবং মাইনিং ০.৯ শতাংশ বৃদ্ধি দেখিয়েছে। হিসেবমতো এই আইআইপি এবং সিপিআই সংখ্যা বাজারকে স্বস্তি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুক্রবার সকালে বিভিন্ন এশীয় বাজার সংশোধন দেখে। এবং বিগত দিনে ন্যাসড্যাক, ডাউজোন্স এবং এস অ্যান্ড পি প্রভৃতি সংশোধন দেখায়।

শুক্রবার সকালে নিফটি এবং সেনসেক্স দুটোই নেগেটিভে ট্রেড করছিল। হঠাৎ করেই নিফটি এবং সেনসেক্স দ্রুত পতন দেখতে শুরু করে। নিফটি একসময় ৩৫০ পয়েন্টের ওপর পতন দেখে এবং নেমে যায় ২৪১৮০.৮০ পয়েন্টে। সেখান থেকে অবশ্য দারুণ রিকভারি করে দিনের শেষে নিফটি দাঁড়ায় ২৪,৭৬৮.৩০ পয়েন্টে। অপরদিকে সেনসেক্স একসময় নেমে গিয়েছিল ৮০,০৮২.৮২ পয়েন্টে। সেখান থেকে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮২,২১৩.৯২ পয়েন্টে।

একসময় বাজারে দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভিক্স (ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স) পৌঁছে যায় ৬ শতাংশের ওপর। একদিনে বাজারে এই চরম উত্থান-পতন ট্রেডারদের ভাবিয়েছে। শুক্রবার বহু শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। কেবলমাত্র বিএসই-তেই প্রায় ২২৫টি শেয়ার নতুন উচ্চতায় ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে পিবি ফিনটেক, কোফর্জ, পিজি ইলেক্ট্রোপ্লাস্ট, ডিক্সন টেকনলজি, সোয়ান এনার্জি, ম্যাক্স হেলথ কেয়ার, ইনফোসিস, এইচসিএল টেক, জেন টেকনলজিস, ইন্ডিয়ান হোটেল, গোকলদাস এক্সপোর্ট, ক্রিসিল প্রভৃতি। ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে এশিয়ান পেন্টস, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক প্রভৃতি।

শুক্রবার যে সেক্টরের স্টকগুলিতে বেশি সংশোধন আসে তা হল মেটাল। চিন সাধারণত ভারত থেকে প্রচুর মেটাল এবং মাইনিংয়ের পণ্য আমদানি করে থাকে। কিন্তু গত কয়েকটি কোয়ার্টারে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং রিয়েল এস্টেট নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে আমদানি কমেছে। উপরন্তু চিন নতুন করে স্টিমুলাস দেওয়ার কথা ভাবলেও কোন খাতে তা দিতে পারে সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা থাকায় একটি সাময়িক হতাশা তৈরি হয়ে থাকতে পারে মেটাল সেক্টরে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। উপরন্তু স্টিল সেক্টরে ভারত সরকার যে বিভিন্ন ধরনের কর চাপাত বিদেশ থেকে আমদানি করা স্টিলের ওপর, তার বেশ কয়েকটি এখন আর নেই। ফলে ভারতের স্টিল প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি এই ধরনের সস্তা স্টিলের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে খানিকটা বিপদেই পড়ছে বলা যেতে পারে। অন্যান্য খবরের মধ্যে রিলায়েন্স, রাশিয়ান কোম্পানি রোজনেফটের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে এবং এর ফলে রিলায়েন্স সামনের দশ বছরে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের তেল নেবে রাশিয়ার কাছ থেকে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ডা. মৃত্যুঞ্জয় রায় ক্লিনিক
এখন ডাক্তারবাবু বসছেন নতুন ঠিকানায়
হাঁটু এবং হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন
লিগামেন্ট-এর মাইক্রোসার্জারি
৪ ইয়েলো হাউস, হরেন মুখার্জি রোড, শিলিগুড়ি
Time: 9am to 11am & 7pm to 11pm
70015-26635 / 98308-08586

বইয়ে নজর দুই প্রজন্মের। শনিবার বইমেলায় সূত্রধরের তোলা ছবি।

পাঠক কি বাড়ছে, ঘুরছে প্রশ্নচিহ্ন

লেখক এখন নিজেই নিজের প্রকাশক। গণফান্ডেও বই হচ্ছে এই বঙ্গে। কলকাতামুখী হয়ে থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু পাঠক? যে কারণে এত আয়োজন! সেই তো অনুরোধে ঢেঁকি গেলা! পুশ সেল! বা তুমি আমারটা নাও, আমি তোমারটা! ৮টা বই পুশিংয়ে গেলে আবার ছাপা হবে! পিওডি'র যুগ তো! এভাবে হয়! হয়তো হয়! জানি না ঠিক! কোথাও মনে হয় ভুল হচ্ছে! মাটি শক্ত করা প্রয়োজন, নিজের উপলব্ধির কথা তুলে ধরলেন **রিমি দে**।

বইমেলা

চোখ বুজলেই বিষণ্ণ জংধরা আধখোলা চাবিহীন তালাটি ভেসে ওঠে। টোকা মারলেই ফাটল ধরা দরজা হাট হয়ে খুলে যায়। পুরোনো ঘরে প্রবেশ করতেই ভেসে ওঠে বইমেলা। ঘড়ির কাঁটায় বেলা তিনটে। হাওয়ায় হেমন্তের নেশা। প্যাপিরাসের গন্ধের সঙ্গে কমলালেবুর মিশ্রিত আঘ্রাণ। মনে তরঙ্গের দুলুনি। স্বপ্ন নেমেছে টেবিলে। সদ্য প্রকাশিত। তখনও ফাঁকা মেলামাঠ। আমরা যে যার স্টলের সামনে আড্ডায় নিজস্ব বলয়ে। পড়ন্ত দুপুরের আড়মোড়া ভাঙতে না ভাঙতেই মেলায় ঘুরছেন অশ্রুকুমার সিকদার। বিকেল শেষে হরেন ঘোষ। নিয়মিত চকোলেট হাতে গুঁজে দিয়ে বলতেন, 'ভালো কাজ করছ তাই দিলাম।' বিমলেন্দু দামের চোখ বইয়ের পাতায়। সমর চক্রবর্তী রাতের দিকে হাতে দু'খিলি জর্দাপান!

আসলে বইমেলা তো শুধু বিকিকিনির জায়গা নয়! একটি আবেগের নাম বইমেলা। লিখিয়েদের আহ্লাদভূমি। পাঠক-লেখক যেন মুখোমুখি! মাথায় বৃক্ষদের স্নেহহাত। না কিনলেও বই খুলে পড়া। মেলায় রোজ আসার মোহটান।

সেইকালে অবশ্য অ্যানড্রয়েড, আইফোন ছিল না। ফলোয়ার এবং লাইকের সংখ্যা দিয়ে লেখকের মান বিচার করা হত না। সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তে আগাছাদের আধিক্য তেমন ছিল না! পশমিনা শাল, কুর্তি, ব্লাউজ, ব্যাগ, গয়না ছিল না বইমেলায়! বইয়েই শুরু ও শেষ ছিল। বড়জোর আচার, চা, চপ, পকোড়া, বাদাম, ছোলা এইসব। টেবিল বা স্টল না পেলে মাটিতেই পাতলা গালিচা পেতে বসে পড়া, কোনও স্টল না এলে সেই বড় স্টলও ভাগ্যে জুটে যাওয়া এইসব ছিল। মানুষ আর মানুষের বুকের কথা ছিল। অনুরাগের পাশাপাশি বিরাগও ছিল! বাঙালির কাঁকড়াগিরি আর নিন্দেমন্দ ছিল! ছিল একতার আশ্বাসও। এখন বন্ধু সংখ্যা আমাদের হাজার হাজার। অথচ প্রকৃত বন্ধুর দেখা মেলে না! বিভ্রান্তিকর মুখ ও মুখোশ!

বদল সময় চিহ্ন বহন করে। বদলকে মান্যতা দিতেই হবে। সেটাই জীবন। শিশুকালে বইমেলা দেখিনি। বইয়ে পড়া বইমেলা প্রথম দেখি মালদায়। পরবর্তীতে শিলিগুড়িতে আটের দশকে। নয়ের দশকে কলকাতা বইমেলা। নিজের পত্রিকা থাকায় রোজ খুব বেশি মেলা ঘোরা হয় না। বরাবরই সারাবছর বই কিনি কলেজ স্ট্রিট থেকে। ছাড়ও সেখানে বেশি।

সমীক্ষা বলছে বই বিক্রির এবারের পারদ নীচে নেমেছে। লিটল ম্যাগাজিনওয়ালারা হাড়ে হাড়ে সেটা টের পেয়েছি। বিক্রির দিক বাদ দিলেও যে মমতা জড়িয়ে থাকত স্থানীয় বইমেলা ঘিরে সেখানে মনে হয় ভাটা এসেছে একটু হলেও। তরুণ এবং নব্য সম্পাদকদের মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও সিরিয়াস পাঠক তেমনটা দেখি না আর! আশার কথা, এই বঙ্গে বেশ কিছু প্রকাশনা সংস্থা ভালো কাজ করছে। এখন প্রযুক্তি উন্নত। আছে প্রচারের জন্য সমাজমাধ্যম। নিয়ম বদলে এখন নিজেই নিজের প্রকাশক। গণফান্ডেও বই হচ্ছে এই বঙ্গে। কলকাতামুখী হয়ে থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু পাঠক? যে কারণে এত আয়োজন! সেই তো অনুরোধে ঢেঁকি গেলা! পুশ সেল! বা তুমি আমারটা নাও, আমি তোমারটা! ৮টা বই পুশিংয়ে গেলে আবার ছাপা হবে! পিওডি'র যুগ তো!

এভাবে হয়! হয়তো হয়! জানি না ঠিক! কোথাও মনে হয় ভুল হচ্ছে! মাটি শক্ত করা প্রয়োজন। পাঠক দেবতা কোথায়? প্রকৃত পাঠক পেতে হলে মেলা পরিচালকদের সাহিত্যের অনুষ্ঠান বেশি বেশি করে করতে হবে। এই বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রচুর বই রয়েছে। সে সব নিয়ে অনুষ্ঠান হোক। আগ্রহ তৈরি হোক গণমানসে। প্রয়োজনে কমিটিতে রাজনীতির লোক বাদ দিয়ে লেখকদের রাখা হোক। প্রকল্প তৈরি হোক। চারদিকের চাকচিক্যে শহর শিলিগুড়ি যেন 'দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি!' আসলে কি বাড়ছে সে? প্রশ্নচিহ্ন মাথায়! বাইরের আলো ভেতরে না এলে সে তো ফাটা কলসি হয়ে উঠবে একদিন! ভয় করে! কারণ মননের ক্ষয়টা তো আমার শহরেরই! ভুলে যাব

আমরা সেটা!!

শেষে মায়ের বিয়েতে উপহার পাওয়া সঞ্চয়িতা থেকে ধার করে বলি,কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা/তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা...

প্রকাশকের লাভ ভবিষ্যতের ক্রেতা

প্রকাশকদের কাছে বইমেলা একটা প্রোমোশনের জায়গা। মেলার খরচ উঠুক বা না উঠুক বইমেলা প্রকাশকদের কাছে মার্কেটিংয়ের জায়গা। সেখানে বইয়ের স্টল ছাড়াও অন্য স্টল প্রকাশকদের জন্য আশীর্বাদও। উত্তরবঙ্গ বইমেলায় কড়ায় গন্ডায় তার খোঁজ নিলেন **সুবীর ভুঁইয়া**।

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দুপুর তিনটে। মাঠের সবুজ কার্পেটে সূর্যের সোনালি পরশ। মেলার এক সপ্তাহেও এখনও বেশ গোছানো কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠ। দোকানগুলি সেজে দর্শনার্থীদের আগ্রহ পেতে চাইছে। শনিবারের মেলা, ভিড় তো একটু হবেই। তার ওপর এদিন খুদেদের জন্য ছিল ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা। বেশ কয়েকজন অভিভাবক মাঝেমধ্যেই তাঁদের সন্তানদের শেষমুহূর্তের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। ওরাও ব্যস্ত, একবার খাতায় চোখ ফেলে, একবার মুখ উঠিয়ে বইয়ের দোকানে তাকায়। সামনের রাস্তা দিয়ে ওই যে দাদা-দিদিটা হেঁটে গেল ওদের গল্পেও কান দেয়। ওরা শুনতে পায়, কী দরকার ছিল বলতো, বইমেলাতে এতগুলো খাবারের দোকানের কোনও দরকার ছিল। যত সব বাজে সিদ্ধান্ত। এই চা, ফিশফ্রাইয়ের চড়া গন্ধে নতুন বইয়ের পাতার মাদকতা ঠিক জমছে না। তবে গুরু নানক স্কুলের ত্রিশান গুরুং, বছর পাঁচের সৈয়দ আইরিশ তাহসিন ওরা জানে ছবি আঁকাটা শেষ হলে ওদের কেউ আইসক্রিম পাবে, কেউ বুড়ির চুল বা মৌরি লজেন্স।

উত্তরবঙ্গের বইমেলায় অক্ষর সংলাপ প্রকাশনের বিক্রেতা উৎপল বল্লভ বললেন, 'সাধারণভাবে বইয়ের স্টলগুলির থেকে খাবার বা অন্য বিজ্ঞাপনের স্টলগুলির থেকে দুই থেকে তিনগুণ বেশি ভাড়া চার্জ করা হয়। জেলা বইমেলাগুলির তুলনায় এই উত্তরবঙ্গ বইমেলার সেই খরচ বেশি। এক্ষেত্রে ওই অন্য স্টলগুলি না থাকলে আমাদের আরও বেশি ভাড়া দিতে হত। একজন বই কিনতে এসে একটু যদি পাপড়ি চাট খায় ক্ষতি কী? অবশ্য ওই ধরনের দোকানের সংখ্যাটা যেন কম থাকে সেটাও নজর রাখতে হবে।'

লাভের আশা আর লোকসানের আশঙ্কা দুই নিয়ে মেলায় ব্যবসায়ীদের মর্মগাথা। তবে বাকি পাঁচটা মেলার থেকে বইমেলা অনেকটাই আলাদা। কলকাতার বুকপোস্ট, দে'জ, আনন্দ পাবলিশার্স বইমেলার মাধ্যমেই পাঠকের দুয়ারে আসে। উত্তরবঙ্গের 'চণ্ডাল', 'এখন ডুয়ার্স' উত্তরবঙ্গকে চেনাতে অনেক

উত্তরবঙ্গ বইমেলা

বই নিয়ে এসেছে। মেলার শুরু থেকেই জানার ইচ্ছে ছিল সব খরচ মিলিয়ে বুকস্টলগুলির কাছে কতটা লাভজনক এই মেলা। 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনীর এক বিক্রেতা চন্দ্রাংশু সাহা জানালেন, সব বই বিক্রি হবে, প্রকাশনী সংস্থা সেরকম আশা রাখে না। একটা স্টলে বই আনা, এক সপ্তাহ ধরে সেই স্টলে থাকা- সব মিলিয়ে খরচ সব সময় ওঠে এমনটা নয়। কিন্তু এই যে পাঠকের সামনে বইগুলোকে তুলে ধরা গেল সেটাও কম কিছু কি? পাঠকরা মেলায় ঘুরতে এসে দুটো বই নেড়েচেড়ে দেখলেন। প্রকাশনী নিয়ে একটা ভালো ধারণা তৈরি হল। সেটা তো প্রকাশনীর কাছে বড় পাওনা।

অক্ষর সংলাপ প্রকাশনের উৎপলের বক্তব্য, 'সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে বইয়ের পুরোটা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই একটা প্রকাশনার ভালো রেপুটেশন তৈরিতে বুক শোজের পাশাপাশি বইমেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা প্রকাশনা ও তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন করার অন্যতম মাধ্যম এই বইমেলা।'

শিলিগুড়িরই এক পরিচিত বইয়েক দোকান বুক ক্যাফের পাশ দিয়ে ছবি তুলতে তুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক মায়ের প্রতি খুদের আবদার শুনে থামতে বাধ্য হলাম। খুদে এপিজে আবদুল কালামের একটি বই কিনে দেওয়ার আবদার করছিল। মা ছেলের আবদার ফেলেন কী করে। ক্লাস থ্রি-তে পড়া নিধিশের জন্য ওটা যে কঠিন বই। দু'একটা বই ঘেঁটে ভারতীয় পুরাণের ওপর একটা বই সে হাতে তুলে নিল। ওই স্টলের কর্ণধার জয়ন্ত কর বললেন, এটাই তো বইমেলার গুণ। আমার ছোট দোকানে এত বই সাজাতে পারি না। সবাই দেখতেও পারে না দোকানে ক'টা বই রয়েছে। আজ এখানে বইগুলোকে মেলে ধরতে পেরেছি বলেই নিধিশের মতো অনেকেই বই নিতে চাইছে।'

যে বইটা নিধিশ নিতে পারল না ওটা আজ না হলেও অন্য কোনও দিন ঠিক কিনবে। এভাবেই তো বই স্টলের লাভ। তৈরি হয় ভবিষ্যতের ক্রেতা।

পড়ুয়ারা পেল জাপানি বই

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার 'আলোর দিশারি'র তরফে পড়ুয়াদের উত্তরবঙ্গ বইমেলায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিজেদের পছন্দমতো বই কেনে পড়ুয়ারা। এছাড়াও এদিন বইমেলা কমিটির তরফে পুরনিগম পরিচালিত এই কোচিং ক্যাম্পের পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়।

এদিন সেন্টারের ১৩০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে বইমেলায় ঘোরাতে নিয়ে আসেন আলোর দিশারির দুজন কনভেনার রণজয় দাস ও সুব্রত দত্ত। এদিন মেয়র গৌতম দেব সেন্টারের পড়ুয়াদের হাতে দীর্ঘায়ু, সুস্থ এবং আনন্দে ভরা জীবনযাপনের জাপানি রহস্য নিয়ে লেখা 'ইকিগাই' বইটি তুলে দেন। অভিভাবকরা যাতে পড়ুয়াদের প্রাইভেট টিউশনের মোটা টাকা ফি নিয়ে চিন্তায় না পড়েন সেজন্য পুরনিগমের তরফে অবৈতনিক কোচিং সেন্টারটি চালু করা হয়। নবম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এখানে বিনামূল্যে টিউশন পড়তে পারে। সেন্টারটি জনপ্রিয় করতে সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলো সহ একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে পুরনিগম। রণজয় দাস বলেন, 'পড়ুয়াদের আজকে বইমেলা কমিটির তরফে একটি বই উপহার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে নিজেদের মনেমতো বই কিনেছে পড়ুয়ারা।'

মন্দিরে ঢুকে গয়না, টাকা নিয়ে উধাও

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের রুপোর অলংকার, দানবাক্সের টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এবিষয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিতের কথায়, 'রাত হলেই এলাকায় নেশাগ্রস্তদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। পুলিশের বিষয়টি দেখা উচিত। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।' চুরির খবর শুনে মন্দিরে যান ওয়ার্ড কাউন্সিলার শুকদেও মাহাতো। তাঁর কথায়, 'পুলিশকে এর আগেও এলাকায় রাতে টহলদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। রাতে নদীর চরে নেশার আসর বসে। নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য কেউ এই চুরি করে থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে।'

আজ শহরে

- নর্থবেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দুপুর ১২টায় বাঘাযতীন পার্কে অঙ্কন প্রতিযোগিতা।
- উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে নাট্যোৎসব ২০২৪-এ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে আজ মঞ্চস্থ হবে রঙ্গকর্মী কলকাতার প্রযোজনা নাটক 'অভি রাত বাকি হ্যায়'। পরিকল্পনায় ও নির্দেশনায় রয়েছেন সৌতি চক্রবর্তী।

জামিন খারিজ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : ফের জামিন খারিজ হল ঐশ্বর্য রাজ মণ্ডল ও অঙ্কিত আনন্দের। শনিবার এই মামলার শুনানি ছিল জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে। দু'পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর জামিন খারিজ করেন বিচারক। প্রতারণাকাণ্ডে সপ্তাহদুয়েক আগে শক্তিগড় থেকে ঐশ্বর্য ও অঙ্কিতকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে ঐশ্বর্য ও অঙ্কিতের বিরুদ্ধে। প্রতারিতদের আইনজীবী ছিলেন দীপ্তেশ নাহা।

৫০ মিনিটের অনুষ্ঠানে ফোন এল একটি

বইমেলায় কার্যত ফ্লপ মেয়র ইন কল অনুষ্ঠান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : কার্যত ফ্লপ বইমেলায় গৌতম দেবের 'মেয়র ইন কল' অনুষ্ঠান। শনিবার সন্ধ্যায় প্রায় ৫০ মিনিটের অনুষ্ঠানে একটি মাত্র ফোন আসে। মোট প্রশ্ন এসেছে ৪টি। যার মধ্যে মেলায় উপস্থিত তিনজন তিনটি প্রশ্ন করেছেন। এরপরই আগামী বছরে মেয়র ইন কলের দিনক্ষণে পরিবর্তন ও নতুনত্ব আনার বিষয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। এদিন সকালে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান হয়। সেই সময় পরপর ফোন এসেছিল। সেকারণেই যে বইমেলার অনুষ্ঠানে ফোন কম এসেছে, তা মানছেন মেয়র।

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বইমেলার আহ্বায়ক মধুসূদন সেন বললেন, 'সকালে টক টু মেয়র হওয়ার কারণেই হয়তো ফোন কম এসেছে। এনিয়ে মেয়রের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আগামী বছরে এই অনুষ্ঠান আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা ভাবা হবে। পাশাপাশি দিন বদলের বিষয়েও আলোচনা হবে।'

এদিন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ বাগচী ফোন করে শহরে বাংলায় সাইনবোর্ড রাখা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান। বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহর ও আশপাশের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার কম কেন, সেই প্রশ্ন তিনি মেয়রের কাছে রাখেন। উত্তরে গৌতম দেব বলেন, 'বাংলা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। কেবল বাংলায় সাইনবোর্ড লিখলেই ভাষার মর্যাদা বাড়ে না, বা এই ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া যায় না। তবে সরকারি অফিসগুলিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের মাথায় রয়েছে।'

পুর এলাকায় আইন করে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধ করা হলেও, দেদারে তার ব্যবহার চলছে। এর ব্যবহার কী করে বন্ধ হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে বইমেলায় দাঁড়িয়ে মেয়রের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল। মেয়রের জবাব, 'পাবলিক হেয়ারিংয়ের মধ্যে দিয়ে আইন করে শিলিগুড়িতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ তৈরি, মজুত ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্লাস্টিক বন্ধে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিয়ে কাজ করতে হবে। প্লাস্টিকের বদলে কাগজের ঠোঙা, চটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে।'

এছাড়া শহর ও লাগায়া বিভিন্ন জায়গার উদ্ভট নাম পরিবর্তনের জন্য ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিমলেন্দু ধর প্রস্তাব রাখেন। এ বিষয়ে গৌতম বলেন, 'আমাদের স্ট্রিট নেমিং কমিটি বিষয়গুলি দেখছে।' অন্যদিকে, এদিন সাহিত্যিক সন্দীপন সেন, রম্যানি গোস্বামীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

অতিরিক্ত ৫ টাকা কেন

কারণ জানানোর নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে থাকা কোচবিহার রাজবাড়ির সংগ্রহশালার টিকিটে অতিরিক্ত ৫ টাকা নেওয়া হয়। এই 'নিয়ম' কেন এবং অতিরিক্ত টাকাটি কোন খাতে নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে জানানোর নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। শনিবার বিচারক সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্ট তথা বিচারক অপূর্বকুমার ঘোষ বলেন, ''রাজবাড়ি প্রবেশের টিকিটে 'এসি' নয়, 'অ্যাডিশনাল চার্জ' লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এই টাকা নেওয়ার কারণও বিস্তারিতভাবে লিখে টিকিট কাউন্টারের সামনে ঝুলিয়ে দিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, কেন তাঁরা পাঁচ টাকা বাড়তি দিচ্ছেন।''

ঘটনার সূত্রপাত, চলতি বছর নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ। চাকরিসূত্রে জলপাইগুড়িতে বাস করেন নীলেশ মজুমদার এবং মানস মাজি। নীলেশ হুগলির বাসিন্দা এবং মানস আসানসোলের। নীলেশ-মানস সহ চারজন ২৩ নভেম্বর কোচবিহার রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাজবাড়িতে ঢুকতে হলে জনসাধারণকে ২৫ টাকার টিকিট কাটতে হয়। তাঁরাও সেদিন চারটি টিকিট কেটে রাজবাড়িতে ঢুকেছিলেন। সেই ২৫ টাকার টিকিটের মধ্যে ৫ টাকা 'এসি চার্জ' বলে উল্লেখ করা রয়েছে বলে তাঁদের নজরে আসে। রাজবাড়ির ভেতরে প্রবেশ সহ ওই টিকিটের মধ্যে সেখানকার একটি সংগ্রহশালা ঘুরে দেখা যায়। সংগ্রহশালার ভেতরে ঘুরে দেখার সময় তাঁরা দেখেন, কোথাও কোনও এসি লাগানো নেই। অথচ টিকিটে ৫ টাকা এসি চার্জ বলে লেখা রয়েছে। তাঁরা সেইসময় সংগ্রহশালার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীর কাছেও জানতে চান, কোথাও এসি লাগানো রয়েছে কিনা। নিরাপত্তারক্ষীও জানিয়ে দেন, সংগ্রহশালার কোথাও একটিও এসি নেই এবং এই টাকাটি অনেকদিন ধরেই নেওয়া হচ্ছে।

এরপর নীলেশরা জলপাইগুড়ি ফিরে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সিনিয়ার কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-সার্কেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এসি চার্জের বিষয়টি নিয়ে জানতে চান। সেইসময় কর্তৃপক্ষের তরফে মানসদের জানানো হয়, এই 'এসি' কথার পুরো অর্থ 'অ্যাডিশনাল চার্জ' বা অতিরিক্ত মূল্য। কিন্তু এই অ্যাডিশনাল চার্জ কেন নেওয়া হচ্ছে? জানানো হয়, ভেতরে গিয়ে কেউ যদি জল খান বা শৌচাগার ব্যবহার করেন, সেজন্য এই অতিরিক্ত চার্জ। তাহলে যাঁরা ভেতরে গিয়ে কেউ জল খাচ্ছেন না বা শৌচাগার ব্যবহার করছেন না, তাঁরা কেন ওই টাকা দেবেন?

মানস এবং নীলেশের মনে হয়েছে, টিকিটপ্রতি ৫ টাকা করে নিয়ে সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। তাঁরা ২৬ নভেম্বর জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নোটিশ পাঠায়। কর্তৃপক্ষের তরফে পাঠানো উত্তরে যদিও আদালত সন্তুষ্ট হয়নি।

শনিবার ছিল জাতীয় লোক আদালত দিবস। এদিন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদের তরফে কেউ এদিন উপস্থিত ছিল না। এরপর ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্রেসিডেন্ট তথা বিচারক অপূর্বকুমার ঘোষ রায় দিয়ে জানান, কেন সাধারণ মানুষকে এই অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে, সেটা যেন টিকিট কাউন্টারের সামনে সবিস্তারে লিখে দেওয়া হয়।

> রাজবাড়ি প্রবেশের টিকিটে 'এসি' নয়, 'অ্যাডিশনাল চার্জ' লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এই টাকা নেওয়ার কারণও বিস্তারিতভাবে লিখে টিকিট কাউন্টারের সামনে ঝুলিয়ে দিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, কেন তাঁরা পাঁচ টাকা বাড়তি দিচ্ছেন।
>
> - অপূর্বকুমার ঘোষ
> *প্রেসিডেন্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত*

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে চা শ্রমিকদের ২ লক্ষ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : এবার থেকে দুর্ঘটনায় কোনও চা-শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া কোনও চা-শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও তাঁর পরিবার পাবে ৫০ হাজার টাকা। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় চা-শ্রমিকরা এইভাবে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারের ৬১টি চা বাগান এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাকি চা-বাগানগুলিকেও এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করার কাজ চলছে। চা-শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা সুন্দরী সহ একাধিক প্রকল্প নিয়েছেন। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে চা-শ্রমিকদের কীভাবে আরও উপকৃত করা যায়, তা নিয়ে পরিকল্পনা করতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো মলয়বাবু বিস্তারিত প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাতে অনুমোদন দেওয়ায় চা-শ্রমিকদের নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'চা-শ্রমিকদের জন্য বাম আমলে কোনও কাজই করা হয়নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। তার মধ্যে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও তাঁর পরিবার আর্থিক সাহায্য পাবেন। চা-শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পও চালু করা হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র শ্রমিকের মৃত্যু নয়, অসুস্থ বা দুর্ঘটনার কারণে অক্ষম শ্রমিকদেরও ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার চুক্তিভিত্তিক চা-শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ শুরু করেছে। শিবির করে চা-শ্রমিকদের তথ্য নেওয়া হচ্ছে। ওই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের পিএফ অ্যাকাউন্টে মাসে ৫৫ টাকা করে বছরে ৬৬০ টাকা জমা হবে। ৬০ বছর বয়সের পর ওই শ্রমিকরা সুদসমেত ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা পাবেন। এছাড়াও কর্মরত অবস্থায় কোনও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার ৫০ হাজার টাকার বিমা পাবেন। এই সিদ্ধান্তে চা-শ্রমিকরা উপকৃত হবেন বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

> চা শ্রমিকদের জন্য বাম আমলে কোনও কাজই করা হয়নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। তার মধ্যে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও তাঁর পরিবার আর্থিক সাহায্য পাবেন।
>
> - মলয় ঘটক *শ্রমমন্ত্রী*

শহরে গীতা পাঠে মিশবে বাংলাদেশি কণ্ঠ

প্রথম পাতার পর

একটা আতঙ্ক তো সবসময় কাজ করে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি। তবে ভয় তো একটা কাজ করে।' শুক্রবার সকালেই শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। বলছেন, 'গীতা নিয়ে রবিবার আমি কাওয়াখালি মাঠে যাব, সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গীতা পাঠ করব এবং আমাদের দেশের সমস্ত হিন্দুর জন্য প্রার্থনা করব। একটাই চাওয়া, খুব শীঘ্র যাতে আমাদের দেশে আবার শান্তি ফিরে আসে এবং সকলে যেন ভালো থাকে।'

শনিবারের শেষ সন্ধ্যায় জমজমাট কাওয়াখালি মাঠ। অনেকেই আসছেন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে একবার ঢুঁ মারতে।

পঞ্চগড়ের সন্তোষ বলছেন, 'খুব একটা তো ভালো সময় চলছে না বাংলাদেশে। এই অনুষ্ঠানে আসার খুব ইচ্ছে ছিল তাই এসেছি। নাহলে এই সময় পরিবারকে ফেলে আসাটা সত্যিই চিন্তার।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'ইতিমধ্যে ২০-২৫ জন বাংলাদেশের নাগরিক লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। তবে তাঁদের সুরক্ষার স্বার্থে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে সবদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আমরা রবিবার সকাল থেকেই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করব। সবদিক খতিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে 'লক্ষ কণ্ঠে' গীতা পাঠের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শনিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পৈতে লুকিয়ে নমাজ পড়তেন মুক্তিযোদ্ধা

প্রথম পাতার পর

খবরের কাগজেও পড়ছেন। আফসোস হলেও আক্ষেপ করেন না। কারণ, তিনি মনে করেন বাংলাদেশে যারা গোলমাল করছে, তারা উগ্র মানসিকতার। দেশের ইতিহাস বিকৃত করছে তারা।

৭৮ বছর বয়সেও সোমনাথের স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই আগুনঝরা দিনগুলি। মনে করতে পারেন, জলপাইগুড়ি সংলগ্ন রংপুর জেলার সরকারি কর্মচারীরা প্রতিদিন এক টাকা করে সাহায্য করতেন খান সেনার হাতে নিপীড়িত হিন্দু পরিবারগুলির জন্য। ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনার আত্মসমর্পণ সেই নিপীড়ন শেষ করেছিল। এখন আবার বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার দেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। এই স্বাধীনতা তিনি চাননি।

সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে কাজের এত ঝুঁকি ছিল যে, নিজের পৈতা খুলে মাদুলিতে ঢুকিয়ে ধর্ম পর্যন্ত পরিবর্তন করার ভান করেছিলেন। বলতে হত উর্দু ভাষা। নিয়মিত নমাজ পড়তেন। সোমনাথ বলেন, 'খান সেনারা কী পরিকল্পনা করছে, তাদের মুভমেন্ট কী, কারা কোথায় বৈঠক করছে- সব ছবি তুলে ভারতীয় সেনাদের কাছে পৌঁছে দিতে হত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করল পাক হানাদাররা। সেদিন তাবিজ থেকে পৈতা বের করে ফের নিজের ধর্মে ফিরেছিলেন। আসল পরিচয় গোপন রাখতে ইত্তেফাক সংবাদপত্রে চিত্র সাংবাদিকতা করছেন। পেশার আড়ালে কয়েক হাজার ছবি পৌঁছে দিয়েছেন ভারতীয় সেনাকে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব খুন হওয়ার পর অগাস্ট মাসেই ভারতে চলে এসে পাকাপাকিভাবে চালসায় থাকতে শুরু করেন।

উত্তরবঙ্গে চালসায় কেন ঠিকানা খুঁজে নেওয়া? সোমনাথ বলেন, 'তখন মেটেলির মূর্তি চা বাগানে ভারতীয় সেনাদের তত্ত্বাবধানে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। মেটেলি ছিল মুক্তিযোদ্ধা তৈরির অন্যতম গোপন আস্তানা। তাই এখানকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।' বাংলাদেশ নিয়ে আক্ষেপের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে এপারেও খুব দরকার ছিল স্মৃতিসৌধের। তাঁর একান্ত ইচ্ছে, ওপার বাংলা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভোলার চেষ্টা করলেও এপার বাংলা যেন কখনও তা না করে।

জল ছিটিয়ে হিন্দু মেয়েকে 'আপন'

শম্ভুর পড়শি সফিকুল রহমান 'জলছিটা'র নিয়ম পালন করেন।

রাকেশ রায়

হেলাপাকড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : ধর্মের ভেদাভেদ মুছে গেল। আবারও।

সম্প্রতি ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ পদমতি গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু ঋষির মেয়ের বিয়ে ছিল। রাজবংশী পরিবারের বিয়েতে 'পানিছিটা'র চল রয়েছে। অর্থাৎ, জল ছিটিয়ে সেই মেয়েকে অন্য কেউ নিজের মেয়ে করে নেন। শম্ভুর মেয়ের ক্ষেত্রে পড়শি সফিকুল রহমান সেই কাজটি করলেন। বিয়ের দায়িত্বে থাকা পুরোহিত তাতে তো কোনও বাধাই দেননি, বরং উৎসাহ দিয়ে তিনি গোটা কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। বাংলাদেশ অশান্ত। প্রতিনিয়ত সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টি সামনে আসছে। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ক্রমশই যেন চোখ রাঙাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ময়নাগুড়ির দক্ষিণ পদমতি গ্রামের এই 'ছোট্ট' ঘটনা যেন বিরাট এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি সবার সামনে তুলে ধরল।

শম্ভু আর সফিকুল বহুদিন ধরেই পড়শি। দুই সংসারের সুখ-দুঃখের সমস্ত ঘটনারই সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিতে অহরহ যাতায়াত। কিন্তু রাজবংশী বিয়ের এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি যে একই পথের শরিক হবে তা কেই-বা তা জানত। অভিভূত স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিবু বড়ুয়া, 'আমাদের দেশ বরারই কোনও সাম্প্রদায়িক বিভেদে বিশ্বাস করে না। এই বিয়ের ঘটনাটি তা আবারও প্রমাণ করল।' বিয়ের দায়িত্ব সামাল দেওয়া হীরক চক্রবর্তীও সমান অভিভূত। তিনি বলেন, 'বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্য করছি। কিন্তু এমন ঘটনা কোনওদিন দেখিনি। খুবই ভালো লাগছে।' দেখে খুব ভালোলাগার দলে স্থানীয় শিক্ষিকা কুলসুম বেগম, আবু তাহের রাব্বানির মতো অনেকেই। কুলসুমের কথায়, 'ধর্ম নিয়ে যারা মাতামাতি করে, এই ঘটনাটি দেখে তাদের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।'

কী কারণে তাঁদের এভাবে এগিয়ে আসা? সফিকুলের স্ত্রী রেণুজা বেগমের কথায়, 'আমার তিন ছেলে। মেয়ে নেই। একটি মেয়ের জন্য বহুদিন ধরেই খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছে যে এভাবে মিটবে তা কোনওদিন ভাবিনি।' দেখে শম্ভু তৃপ্তির হাসি হাসছেন। মেয়ে মৌসুমি বিয়ের পর নতুন বাড়িতে যাওয়ার আগে দুই বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদল। আর অবাক করা বিষয় বলতে, সান্ত্বনা যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। একযোগে শম্ভু-সফিকুলের আশ্বাস, 'কাঁদিস না মা, তাড়াতাড়িই তো আবার বাড়ি আসবি। আমরা তোর অপেক্ষায় থাকব।'

ধর্মের ভেদাভেদ মুছে গেল। হেলায়। আবারও।

জোড়া দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : দ্রুতগতিতে চলা বাইক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার চেকপোস্ট থেকে ওই বাইকে দুজন চম্পাসারির দিকে যাচ্ছিলেন। গান্ধি ময়দান সংলগ্ন জাতীয় সড়কে উঠতেই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ঘটনায় বাইকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভক্তিনগর থানার পুলিশ উপস্থিত হয়। আহতদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে, ইস্টার্ন বাইপাসে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় পাঁচজন যাত্রী সহ একটি টোটো উলটে যায়। ঘটনায় এক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। টোটোতে থাকা এক যাত্রী বলেন, আমরা সবাই এক পরিবারের। সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার জন্য টোটো ধরেছিলাম। টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আহতের চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

পথের 'কাঁটা'

প্রথম পাতার পর

একটা আশিস কুণ্ডু, অন্যটি মন্টু পাল নামে দুই ঠিকাদার পেয়েছেন। কিন্তু কাজগুলি হচ্ছে না বলে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা দ্রুত এজেন্সির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছি।'

এই ফোনের জবাব দিতে গিয়েই চটে যান মেয়র। তিনি সেখানে বসে থাকা পুরসচিব সহ অন্য আধিকারিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এই কাজগুলি ভালোভাবে নজরদারি করছেন না কেন? যে সমস্ত এজেন্সি সরকারি কাজের বরাত নিয়েও কাজ করছে না তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুন। নিয়ম মেনে এজেন্সিকে তিনটি নোটিশ করুন। তাতেও কাজ না হলে কালো তালিকাভুক্ত করে দিন। আর কোনওদিন পুরনিগমের কাজ করতে পারবে না।'

৪০ নম্বর ওয়ার্ডের ইসকন রোডের বাসিন্দা এক মহিলা অভিযোগ করেন, বহুদিন ধরে সেখানকার রাস্তা খারাপ। ফের রাস্তা নিয়ে অভিযোগ শুনেই মেয়র মেজাজ হারিয়ে পুর আধিকারিকদের ধমক দেন। তিনি বলেন, 'এসব কী হচ্ছে? ওই রাস্তাটা তো অনেকদিন আগেই টেন্ডার হয়েছে। ওই এজেন্সিকে নোটিশ করে কালো তালিকাভুক্ত করো। তা না হলে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে আজই পুর দপ্তরে অভিযোগ করব।'

এরপরেও রাস্তার অভিযোগ থেকে নিস্তার পাননি গৌতম। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি এলাকা থেকে সুভাষ সরকার ফের এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে নালিশ জানান। মেয়র বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মেয়রের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সজল সরকার বলছেন, 'মেয়রের বক্তব্য আমরা শুনেছি। বকেয়া কাজগুলি যাতে দ্রুত শুরু হয় সেটা দেখছি। আশা করছি, মেয়র সবাইকে কাজের সুযোগ দেবেন।'

এদিনের টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুমন দাস সূর্যনগর ময়দান, মহিলা কলেজ সহ আশপাশের এলাকায় বহিরাগতদের আড্ডা, নেশার আসর নিয়ে অভিযোগ করেন। তাঁর বক্তব্য, পুরনিগম দ্রুত এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি এবং বহিরাগতদের রুখতে পুলিশি পদক্ষেপ করুক। মেয়র তাঁকে বলেন, 'এই বিষয় নিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশি টহল বাড়ানোর কথা বলেছি। মাঠটি ঘিরে দিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানোর চেষ্টা করছি।'

অবৈধভাবে অ্যান্টিভাইরাস বিক্রি, ধৃত ১০

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মাস তিনেক আগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শিশির ভাদুড়ি সরণির বাড়ির তিনতলায় ঘরভাড়া নিয়েছিল দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা দশজনের একটি দল। নিজেদের একটি অ্যান্টিভাইরাস প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়েছিল তারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে সেখানে হানা দিয়ে দশজনকেই গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি ও শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ, বৈধতা ছাড়াই ওই কোম্পানির অ্যান্টিভাইরাস বিক্রি করছিল ওই দশজন। দেশ তো বটেই, দেশের বাইরে ক্যালিফোর্নিয়ার অনেকেও সেই অ্যান্টিভাইরাস কিনেছিলেন। এরমধ্যে প্রতারণারও ছক কষে ফেলেছিল অভিযুক্তরা।

ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ আমল রাজা ও আব্দুল তাহিদ তিলজলার, সৌম্যবিকাশ কুণ্ডু চিনার পার্কের, রাজেশকুমার শা কসবার, মেহতাব আহমেদ আনসারি হাওড়ার, মহম্মদ ওমর ও ফিরোজ খান তপসিয়ার, রোহিত গুপ্ত ও অভিজিৎ দাস বাগুইআটির এবং মহম্মদ আরশাদ চিৎপুরের বাসিন্দা। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ধৃতদের তোলা হয়। সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে পাঁচদিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা ওই অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানির সঙ্গে আদৌও যুক্ত রয়েছে কি না তা জানতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ৪টি ল্যাপটপ, ৬টি মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ও বেশকিছু নথি উদ্ধার হয়েছে।

অভিযুক্তরা দেশের বাইরে কীভাবে লেনদেন করত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর পেছনে কলসেন্টারের কোনও যোগ আছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

> 'কলসেন্টারের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে ভুয়ো লিংক আমরা পেয়েছি।
>
> রাকেশ সিং
> ডিসিপি (ইস্ট)

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরেই নামীদামি ব্র্যান্ডের আড়ালে ভুয়ো সামগ্রী বিক্রির একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। ইডি'র তরফে একাধিকবার অভিযানও চালানো হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'কলসেন্টারের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে ভুয়ো লিংক আমরা পেয়েছি। কেন ওরা এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেছিল, কীভাবে করছিল, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

'রক্তের দালাল' পোস্টে হইচই

ইসলামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : সমাজমাধ্যমে বাপন দাসের 'রক্তের দালাল' পোস্ট ঘিরে ইসলামপুর শহরে হইচই শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট হয় গতকাল। ওই পোস্ট নিয়ে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শনিবার ইসলামপুর পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলার সাইবার থানায় বাপনের গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছেন। এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাপন দাস কলকাতা পুলিশে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রধান। বাপন তাঁর সংস্থার মাধ্যমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হস্তান্তর করেন। তিনি শুক্রবার ফেসবুকে পোস্ট করেন, 'ইসলামপুরে রোগীর রক্ত লাগলে দালালদের নম্বর দিচ্ছেন পৌরপিতা! রক্তের দাম ৫০০০ টাকা! আপনার চেয়ার আমি খাবো, সত্যি বলছি। আমাদের ইসলামপুর সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স সোসাইটি বিনামূল্যে রক্ত জোগাড় করছে। আপনি দালালি করবেন? চেয়ার থাকবে না, মাথায় রাখুন।' পরে বাপন সেই পোস্ট এডিট করে লেখেন '...পৌরপিতা (মানে-কাউন্সিলার)...'।

সাইবার থানায় কাউন্সিলাররা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বাপন যে কদর্য ভাষায় ভিত্তিহীন পোস্ট করেছেন তা বরদাস্ত করা হবে না।

পুরপ্রধান তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানালেন, পুলিশ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। বাপন বলেন, 'কাউন্সিলার মানে পৌরপিতা। চেয়ারম্যান হলেন পৌরপ্রধান। আমিও আইনি পথে এর শেষ দেখে ছাড়ব। আমার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

৬৩ লক্ষ প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ৬৩ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অনিন্দ্য দত্ত। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা, কলকাতায় পড়াশোনা করেন। শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অসম থেকে ওই তরুণকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির বাসিন্দা দেবাদিত্য পালের সঙ্গে অনিন্দ্যর বন্ধুত্ব হয়। এরপর শেয়ার মার্কেট ও দার্জিলিংয়ে হোটেল ব্যবসার নামে দেবাদিত্যর থেকে বিভিন্ন সময় টাকা নেন অনিন্দ্য। অভিযোগ, সেই টাকা দেবাদিত্য ফেরত চাইলে, ওই তরুণ আর ফেরত দেননি। দেবাদিত্য গত জুন মাসে শিলিগুড়ি থানায় এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তার পরপরই গা ঢাকা দেন অভিযুক্ত। অবশেষে শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মোমো খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে চলা ঝামেলার রেশ শনিবারও অব্যাহত থাকল। এদিন সকাল থেকে বান্দ্রিজোত এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় নতুন করে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোমো খাওয়াকে কেন্দ্র করে শিশুকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এরপরই ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পরিবারের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। ঘটনায় বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে এক পরিবারের আটজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, শনিবার সকালে বিবাদী আরেক পক্ষ নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে তাঁদের মধ্যে থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্বপ্ন ফেরি হাজার শাবানা-লতার

প্রথম পাতার পর

ভাই অষ্টম শ্রেণিতে। লতা অকপট, 'আমি জৈনপুর হাইস্কুলে পড়ছিলাম। আমার স্বপ্ন, আমি ডাক্তার হব। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, গ্রামের ওই স্কুলে পড়ে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব না। তাই বাবা-মা ও স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষকের পরামর্শে ও সহযোগিতায় কালিয়াচক আবাসিক মিশনে ক্লাস নাইনে এসে ভর্তি হই। এখন এখানে স্যরদের গাইডেন্স যেভাবে পাচ্ছি, তাতে আমি নিশ্চিত, লক্ষ্যে পৌঁছাবই।'

বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করা লতা ইংরেজিতেও বেশ সড়োগড়ো। কথা বলছিল মাতৃভাষাতেই। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে ইংরেজিও বেরিয়ে আসছিল। যেমন তার পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করতেই ক্লাস টেনের ছাত্রী বলে বসল, 'আমি পুওর ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। স্কুল আমাকে সাহায্য করছে বলেই আমি ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে সাহস পাচ্ছি। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে স্কলারশিপের টাকায় আমি ডাক্তারি পড়ব।'

এমন হাজারো শাবানা, লতার গল্প লুকিয়ে আছে কালিয়াচকের বেসরকারি মিশন স্কুলগুলোর চার দেওয়ালে। স্থানীয় শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে কথা বললে টের পাওয়া যায়, কালিয়াচকে নারীশিক্ষার বিস্তারে সেই বালিয়াডাঙ্গা থেকে মহব্বতপুর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটার ধারে গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলগুলোর ভূমিকা কতটা।

প্রতিটি স্কুলেই মেয়েদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। যেমন কালিয়াচক আবাসিক মিশনের কথাই ধরা যাক। এখানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ১৬০০। তার মধ্যে ৭০০-রও বেশি আসন দখল করে আছে অর্ধেক আকাশ। অন্য আরেকটি নামী ও সবচেয়ে পুরোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজির হোসেন হিসেব দিলেন, তাঁর স্কুলে মোট পড়ুয়ার প্রায় ৪৫ শতাংশই ছাত্রী। মেয়েরা শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে স্কুলে এসে ভর্তি হচ্ছে, তা নয়। রীতিমতো পড়াশোনা করে ভালো র‌্যাংকে পাশ করার পর জীবনে তাঁরা যথেষ্ট উচ্চ ও সম্মানজনক পেশায় প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে।

অনেক স্কুলেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই ভালো রেজাল্ট করে দেখাচ্ছে। যেমন গত বছরই, ২০২৩-'২৪-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানীয় একটি মিশনে বিজ্ঞান বিভাগে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে যে ১০ জন, তার মধ্যে ৬ জনই মেয়ে। মালদার গ্রামীণ এলাকার বহু মেয়েই এখন এই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও শিক্ষক হয়ে গিয়েছেন।

এমনই এক ছাত্রী বালিয়াডাঙ্গার ওয়ালিদা ইয়াসমিন। ওয়ালিদা এখন নিজের নামের আগে ডাঃ লেখেন। তাঁর মন্তব্য, 'আমার বাবা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মা আইসিডিএস কর্মী। বাড়িতে আমার পড়াশোনার পরিবেশ ছিল, এটা ঠিক। কিন্তু পরিবারে কেউ সাক্ষর নেই, এমন বাড়ির মেয়েরাও এখন এইসব স্কুলে পড়ে উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠছে। আমার ধারণা, গত দশ বছর ধরে এই ট্রেন্ড শুরু হয়েছে।'

কিন্তু কীভাবে এই বদল এল কালিয়াচকের মাটিতে? গ্রামীণ সমাজের মেয়েদের তো এতদিন পর্দানশিন করেই রাখা হত। ওয়ালিদা হাসেন, 'ছোটবেলায় একটা ছড়া শুনেছিলাম। মায়ের শিক্ষা আগে হলে, শিশু শেখে মায়ের কোলে। আমার মনে হয়, এটা এখন সকলেই বুঝতে শিখেছে। তাছাড়া মেয়েরা শিক্ষিত না হলে, বা মেয়েদের যদি ঘরকুনো করে রাখা হয় তাহলে সেই সমাজ কখনও এগিয়ে যেতে পারে না। অর্ধেক আকাশকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতেই হবে। এই বোধটা মানুষের মধ্যে চলে এসেছে। এর পিছনে আমাদের কালিয়াচকের এই স্কুলগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।'

কালিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ তাজনারা খাতুনও স্বীকার করলেন, এলাকার মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি স্কুলগুলোর যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর মতে, 'বছর দশেক আগেও কালিয়াচকে শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। রাস্তাঘাটে স্কুল-কলেজের ছাত্রী তেমন চোখেই পড়ত না। কিন্তু এখন চিত্রটা পালটে গিয়েছে।' তাজনারার হিসেবে এখন কালিয়াচক এলাকায় ৭০ শতাংশ মেয়েই শিক্ষিত। জুড়ে দিলেন, 'শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্পের অবদান তো রয়েছেই। তবে এই বেসরকারি স্কুলগুলোর অবদানও অস্বীকার করা যাবে না।'

একটি স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর বিশ্লেষণ, 'আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের কোনও মেয়ের যদি ভালো মেধা থাকে, তাহলে আমরা তাদের ন্যূনতম খরচে পড়ার সুযোগ করে দিই। তাছাড়া ইনস্টলমেন্টেও বেতন দেওয়ার সুবিধে রয়েছে। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকে যাঁরা আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মেয়েদের পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিতেন তাঁরাও এখন তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। আমাদের স্কুলেই এমন অনেক ছাত্রী আছে, যাদের অভিভাবকরা নয়াদিল্লি, কেরলে খেটে ৬ মাস পর বেতন দিয়েছেন।'

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে গেল। ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বাজল। মুহূর্তেই কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা টু গোলাপগঞ্জ রোড মুখরিত হয়ে উঠল কিশোরী মেয়েদের কলকাকলিতে। প্রায় গোটা রাস্তাটাই তখন কল্লোলিনী মেয়েদের দখলে। সকলেই স্কুল পড়ুয়া। সবার চোখেই খিলখিলিয়ে হাসছে স্বপ্ন। পৌষের কাছাকাছি রোদ মাখা বিকেলে যেন ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘবালিকার দল।

রংদার

শীত এবং বর্ষা ঋতুর একটা মজা আছে। যখন সে আসে না, লোকে বলে, কবে সে আসবে? আবার এলে সমস্যা অন্য। লোকে বলে, কবে সে যাবে। শেষপর্যন্ত শীত এবার এল বাংলায়। বাংলার তিন প্রান্তের শীতের মজা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ।

১৬ নিবন্ধ : অজন্তা সিনহা

১৭ গল্প
মৈনাক ভট্টাচার্য
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৮ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : রণজিৎ দেব, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম মজুমদার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ সরকার, বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী ও প্রশান্ত দেবনাথ

প্রথম কাঁপন আর ঈশ্বরের বস্ত্রখণ্ড

রামসিংহাসন মাহাতো

সন্ধ্যার প্রার্থনা

রায়গঞ্জে স্কুলবেলার শীতকালের এক সন্ধ্যা। আমি আর পাড়ার মানুদি এক ঘরে। ভেতর থেকে খিল আঁটা।

মানুদির মা-বাবা বলে গিয়েছেন, কীর্তন শুনে না ফেরা পর্যন্ত আমরা যেন ঘরের খিল না খুলি। আর পড়া ছেড়ে যেন না উঠি। মানুদিকে বলে গিয়েছেন, একসময় ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। আমার ডিউটি নিজের পড়ার সঙ্গে মানুদিকে পাহারা দেওয়া।

আমার তখন ১৩ কি ১৪, আর মানুদির ভরা ১৮। বিজলির ঘর আলো করা রোশনাই তখনও অধরা। আমরা চাদর মুড়ি দিয়ে হ্যারিকেনের দু'পাশে বসে একমনে দুলে দুলে পড়ছি। মানুদিদের ওই ঘরটা ছিল এখনকার চারটে ঘর জোড়া দিলে যতটা হবে ততটা লম্বা। আমরা যে চৌকিতে বসে আছি তার উলটোদিকের শেষ প্রান্তে ছিল ঠাকুরঘরে ঢোকার দরজা। হ্যারিকেনের আলো ওই দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় না। হ্যারিকেনের বৈশিষ্ট্যই হল আলো-আঁধারের এক রহস্যময় ঘেরাটোপ। তার মধ্যে ঠান্ডায় হ্যারিকেনের ফিতের চ্যাপ্টা আলো তিরতির করে কাঁপছে।

মানুদি বললেন, চোখ বন্ধ কর।

আমি বললাম, কেন?

মানুদি বললেন, ঠাকুর ঘরে বাতি দিতে যাব?

আমি বললাম, তো যাও।

মানুদি বললেন, বা রে, কাপড় ছাড়তে হবে না?

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

তখনও মেয়েদের ম্যাক্সির আবিষ্কার হয়নি। মানুদিরা বাড়িতে ফ্রক-ই পরতেন। ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে টেবিলের উপর ফ্রক ও ইজের খুলে গামছা পেঁচিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। আমার তখন চোখ বন্ধ। আমি আরও জোরে চোখ বন্ধ করে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। সেই কাঁপন থামল মানুদির গলার আওয়াজে। বললেন, এবার চোখ খোল। দেখলাম, মানুদি আমার উলটো পাশে বসে মাথা নীচু করে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেছেন। শীতের যে অমন প্রবল কাঁপুনি হতে পারে তা প্রথম টের পেয়েছিলাম স্কুলবেলার সেই সন্ধ্যায়, মানুদিকে পাহারা দিতে গিয়ে।

কুলিকের তিরে

তখন কালীপুজোর পর জাঁকিয়ে শীত নামত। উত্তরে আব্দুলঘাটার দিক থেকে কুলিকের যে শীতল জল দক্ষিণে সুভাষগঞ্জের দিকে ছুটে যায়, কাকভোরে সেই জল নাকি উষ্ণ প্রস্রবণের জলের মতো রীতিমতো গরম থাকে। এমনটাই শুনতে শুনতে আমাদের বড় হওয়া। পরিবারের উৎসবে সঙ্গী হয়ে ভোর চারটে নাগাদ নদীর ঘাটে পৌঁছে দেখেছি, নদী থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভেবেছি সত্যি সত্যি নদী তখন উষ্ণ প্রস্রবণ। মাকে দেখতাম আমের ডালের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছেন। নদীর জলে মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন। ঘণ্টাখানেক কোমরজলে দাঁড়িয়ে পুজো করছেন। আর ঠকঠক করে কাঁপছেন। সেই কাঁপনের রেশ তাঁর মুখের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য উপাসনায় রত শীতার্ত জননীর চোখ তখন যত না দেবতার জন্য আকুল, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুল আপনজনের জন্য। নদী থেকে উঠে ভেজা শরীরেই খোঁজ নিতেন, ছেলে দুটো ঠিক আছে তো, তাদের ঠান্ডা লাগেনি তো? শীত তখন অভিভাবকের উৎকণ্ঠার ঘটক। সেই সকালে শীতকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিত দেওধারির ছেলেরা। জামা খুলে হাফ প্যান্ট পরে ঝাঁপিয়ে পড়ত নদীর জলে। শীত তাড়াতে সকলের গায়ে জল ছেটাত। মা ওদের উল্লাসে কখনও সায় দিতেন না। বলতেন, আমার ছেলেদের এত সকালে স্নানের অভ্যেস নেই। ওদের ঠান্ডা লেগে যাবে। নদীর ঘাটে উৎসবের আলো কমে সূর্য উঁকি দিলে ঘরে ফিরে আমাদের শীত নিবারণের উদ্যোগ চলত। উঠোনে বড় করে জ্বালানো হতো ঘুঁটের আগুন। সেই আগুনে হাত পা সেঁকে শীত তাড়ানো হত।

ঈশ্বরের বস্ত্রখণ্ড

ভদ্রলোকের নাম ঈশ্বর শা। বাড়ি বিহারের চম্পারণ জেলার কোনও এক গ্রামে। রায়গঞ্জে খুচরো মাছের ব্যবসা করতেন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তাঁর জীবন প্রায় একই সরলরেখায় চলত। কোথাও কোনও ওঠাপড়া নেই। তাঁর কাছে প্রচণ্ড শীত এবং প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ফারাক ছিল সামান্যই। *এরপর ষোলোর পাতায়*

তিস্তার পুরুলিয়া দর্শন

বিমল লামা

শীত ভাবলেই যদি শীত করত, কী ভালোই না হত! তাহলে পুরুলিয়ার তাপপ্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবা যেত, টাইগার হিলে বরফ পড়ছে। হাতে মগের মতো কাপে ভর্তি গরম চা। সামনে দিগন্ত জোড়া বরফের পাহাড়। তারই ফাঁকে সূর্যোদয়ের মহাসমারোহ।

কিন্তু ভাবলে হবে কী! আকাশে আগুন। তাই জলের সন্ধানে পাতালমুখী মানুষ। সুবর্ণরেখা কংসাবতী শুকিয়ে কাঠ। ধানের মাঠ ফেটে চৌচির। মনে মনে কি আর তিস্তা রঙ্গিত জুড়ে নেওয়া যায় কাঁসাই সুবর্ণরেখার সঙ্গে! জীবন তো আর কবিতা নয়!

তবুও শীতের ভোরে সুবর্ণরেখার গা-ঘেঁষে দাঁড়ালে শিহরন খেলে যায়। শুধু শিরদাঁড়ায় নয়, রক্তেও। নদীখাত শাল পলাশের বন অনুচ্চ টিলাপাহাড়- সব একাকার হয়ে আছে কুয়াশার আবছায়ায়। ধোঁয়াটে এক ক্যানভাসে কালচে সবুজের শীত-ঘুমন্ত নিসর্গ। শিলিগুড়ি-রাঁচি নাইট সার্ভিস ধরে যেন সত্যিই চুপিসারে এসে পড়েছে তিস্তা। সবার অলক্ষে মিশে গিয়েছে সুবর্ণরেখার ভেতর। এক হয়ে একাকার করে দিয়েছে শীত। পুরুলিয়ার শীত।

তাই হয়তো এত কনকন করছে সুবর্ণরেখার জল। বাতাসে এমন হিমের ছোঁয়া। এমনকি, খড়ের গাদায় ঝুরো তুষার নাকি দেখা গেছে কোন গ্রামে! খবরে বলছে, দার্জিলিং কালিম্পংয়ের চেয়েও নীচে নেমে গেছে পুরুলিয়ার পারদ।

আর কী করে মানুষ! সেইমতো গুছোতে লাগে শীত ঋতুর জবুথবু জীবন। সকাল-দুপুর-রাত আগুন ঘিরে জটলা। মকর সংক্রান্তির গল্প। চাল গুঁড়োনোর গান। স্টিলের গ্লাসে মহুয়া। দিদ্রিম দিদ্রিম মাদল। ঝুমুরের সুর ছন্দ। ছৌ নাচের ধুলো ওড়ানো আসর।

এই করেই শীত তাড়ায় পুরুলিয়ার মানুষ। কেটে যায় হিমের পরশ। তেতে ওঠে নদী-বন গ্রাম-গঞ্জ। মাথার উপর উঠে আসে চেনা সূর্য। দিন তারিখ নস্যাৎ করে দিয়ে পৌষের মাঠে যেন বিছিয়ে দিতে চায় বৈশাখী আকাশ।

দেখেশুনে তটস্থ তিস্তা। ঝেড়েমেড়ে উঠে পড়ে। তাড়াহুড়োয় ট্রেন ধরে উত্তরের। সন্ধ্যা রাতে ফিরে আসে আপন দেশে। শিলিগুড়ির বৈদ্যুতিন নাগরিক ভ্রমকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ে ডুয়ার্সের বনে। সে বন তখন শীতঘুমে শান্ত। এমনকি, নিশাচরেরাও কুঁকড়ে শুয়ে আছে গুহার ওম আঁকড়ে। ঠান্ডায় জমে যেন কাঠ হয়ে গেছে বনবস্তির চাল দেওয়াল, ঘর-বারান্দা। চা বাগানের গালিচাজুড়ে শিশিরের বিন্দু ফসল।

তবুও হঠাৎ মাদলের শব্দ আসে কানে। বন আর রাতের ঠাসবুনোটে চোখে পড়ে না কোনও কিছুই। তবু মাদল বাজানো পথে মিহি গলায় সুর কাঁপে কানের পর্দায়। আলোড়ন তোলে বুকের ভেতর। রক্তে কোথাও দোলা লাগে। যেন সেই একই সুর। ছোটনাগপুরি সুবর্ণরেখার আদিবাসী গ্রামে শোনা সেই সুর। মেয়েগুলোর সেই রূপ রং লাবণ্য। পুরুষগুলোর ঢোল মাদল ধামসা। যেন অস্ত্র সে সব। শীতের সঙ্গে লড়ে সূর্য সাধনার অস্ত্র। আগুন আছে। মহুল আছে। আছে পরব দিনের পিঠা পায়েস। যেমন ছিল সেই ফেলে আসা গ্রামে, সুবর্ণরেখার ধারে। তেমনি অবিকল বেঁচেবর্তে আছে তিস্তার পাড়ে। ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে।

তিস্তা উঠে যায় তরাইয়ের ঢাল বেয়ে। কালিম্পংয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবে, সত্যিই এখানে ঠান্ডা কম। পুরুলিয়ার চেয়ে কম। তাই হয়তো এখনও লোকে জেগে আছে ঘরে ঘরে। বিশেষ করে, রান্নাঘরে। যেখানে কাঠের আগুন উদারভাবে জ্বলছে দাউদাউ করে। চাপানো আছে বিরাট কালো পাত্র। পাত্রে সেদ্ধ হচ্ছে নানা রকমের তরুল-- রাঙালু খামালু ঘর তরুল শিমুল তরুল। মকর সংক্রান্তির পারম্পরিক আহার। তারই সঙ্গে বাতাসে ভাসে শেল রুটির গন্ধ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা উঠে স্নানে আসবে তিস্তার কাছে। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চান করবে। সংক্রান্তির চান। তারপর শীতবস্ত্র মুড়ি দিয়ে বসবে আগুন ঘিরে। থালায় শেল রুটি নিয়ে।

সুবর্ণরেখা কংসাবতীর বিস্তীর্ণ খাতজুড়ে তখন মকরমেলা। ক্ষীণধারা জলে কোনও রকমে লোকে স্নানটুকু সেরে নিয়েছে ভোর ভোর। নদীর পাড়ে বসেই খেয়েছে গুড় মুড়ি ঘুগনি আর চাল গুঁড়ির হরেক রকম পিঠা। তারপর মেতেছে আনন্দ মেলায় উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে। নদী উপত্যকার নাবালে তারা বিছিয়ে রেখেছে এক বহুবর্ণ নকশিকাঁথা। মানভুঁইয়া গান বাজছে মাইকে। মন নাচছে সবারই। শরীরও নাচছে কারও বা।

এক শীতে তিস্তা যায় না। সে ফিরে আসে মাঘে মাঘে। পৌষে পৌষে। কখনও বা সে হিমায়িত করে রাখে মকরমেলা। *এরপর ষোলোর পাতায়*

> তিস্তা উঠে যায় তরাইয়ের ঢাল বেয়ে। কালিম্পংয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবে, সত্যিই এখানে ঠান্ডা কম। পুরুলিয়ার চেয়ে কম। তাই হয়তো এখনও লোকে জেগে আছে ঘরে ঘরে। বিশেষ করে, রান্নাঘরে। যেখানে কাঠের আগুন উদারভাবে জ্বলছে দাউদাউ করে।

পৌষের কাছাকাছি

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের বিদায় এবং হেমন্তের আগমন-- দুটোর কোনওটাই সেভাবে আর টের পাওয়া যায় না। একের পর এক পুজোপর্ব চলতে চলতেই কোনও এক ফাঁকে বিদায় নেয় উৎসবের ঋতু শরৎ। প্রকৃতির মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে হেমন্তের। বাতাসে ঠান্ডার আমেজ, সূর্য ডুবলেই হিম পড়া।

শীতকাতুরে বাঙালির দেরাজ থেকে তখনই পাতলা সোয়েটার, মাফলার, হালকা চাদর বেরোনো শুরু হয়ে যায়। রাতে শোয়ার সময় একটা চাদর নিতেই হয় সকলকে। ধুনুরিরাও তাঁদের যন্ত্র নিয়ে 'লেপতোষক বানাবে গো' বলে হাঁক পেড়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে থাকেন। ক্যালেন্ডার মেনে পৌঁছোনোর আগেই আবহ তৈরি হয়ে যায় শীত ঋতুর। দ্রুত নামতে থাকে পারদ। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতায় যে তাপমাত্রা থাকে, তার অনেক নীচে নেমে যায় রাঢ়বাংলার বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ নিয়েই কলকাতা থেকে কেউ ফোনে বীরভূমের বোলপুর-শান্তিনিকেতনের কাউকে বলছেন, 'আজ আমরা দার্জিলিংয়ে।' জবাবে সর্বনিম্ন ৯ তাপমাত্রায় থাকা শান্তিনিকেতনবাসী হয়তো বলছেন, 'তাও তো ভালো রে। আমরা একেবারে লাদাখে।'

শুধু বোলপুর-শান্তিনিকেতন নয়, শীতকালে গোটা বীরভূম জেলারই তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করে সর্বনিম্ন ১৮ থেকে ৫-এর মধ্যে। রেকর্ড শীতের গর্বে তখন বুক ফুলে ওঠে বীরভূমবাসীর। এই সময়টাতে আরও রূপসি হয়ে ওঠে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। সকালে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। রোদের দেখা মিললেই পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশবাতাস। শহর ছাড়িয়ে একটু রাঙামাটির পথ ধরে গ্রামে ঢুকলে খেজুর রস বিক্রেতাদের আনাগোনা। আশপাশে কত সাঁওতালপল্লি। এই সময়েই হয় সাঁওতালদের সহরাই পরব। শিকার উৎসব। আর সাঁওতালদের উৎসবে নাচগান তো থাকবেই। পর্যটকদের কাছে এগুলো বড় আকর্ষণ।

শান্তিনিকেতনে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড়। শীতের সময় সেটা বহুগুণ বেড়ে যায়। তিলধারণের জায়গা থাকে না হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টেগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের হাতেগড়া শান্তিনিকেতন ছাড়াও দ্রষ্টব্য হিসেবে রয়েছে সতীপীঠ কঙ্কালীতলা, খোয়াই, সোনাঝুরির হাট। বিকেল হতেই আবার কুয়াশার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে যায় গোটা শান্তিনিকেতন। অদ্ভুত এক নীরবতা গ্রাস করে চরাচরকে। তবে শীতের শান্তিনিকেতনের প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই পৌষমেলা।

মাঝে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বেশ ক'বছর বন্ধ রাখলেও বোলপুর পুরসভা ও এলাকার মানুষের উদ্যোগে মেলা হয়েছিল। এবার অবশ্য বিশ্বভারতী নিজেই মেলার আয়োজন করেছে। পৌষমেলা ঘিরে বীরভূমের হস্তশিল্প, কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, বাটিকের কাজ, কাঁথাস্টিচ, ডোকরা শিল্পের ব্যবসা জমে ওঠে। তার সঙ্গে থাকে বাউলগান। মেলার ক'দিন গমগম করে পুরো শহর। *এরপর ষোলোর পাতায়*

> এই সময়টাতে আরও রূপসি হয়ে ওঠে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। সকালে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। রোদের দেখা মিললেই পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশবাতাস। শহর ছাড়িয়ে একটু রাঙামাটির পথ ধরে গ্রামে ঢুকলে খেজুর রস বিক্রেতাদের আনাগোনা।

শতবর্ষে উপেক্ষিতই রইলেন কণিকা-সুচিত্রা

অজন্তা সিনহা

যে কিংবদন্তি শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বাঙালির বেড়ে ওঠা, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের জন্মশতবর্ষ চলছে এবার। সেই উদযাপনের ছবিটা বাংলায় ঠিক কেমন? কতটা স্বনিষ্ঠ, গভীর ও শ্রদ্ধাশীল আমরা এই পালনে, সেই বিষয়েই সাম্প্রতিক কয়েকজন প্রথিতযশা শিল্পীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, প্রতিক্রিয়ার বেশিরভাগটাই মোটামুটি নেতিবাচক!

'আধুনিক গানের শিল্পীদের যে মর্যাদা দিই, সেটা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের ক্ষেত্রে মনে রাখি না। না হলে সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উদযাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এমন অবহেলিত কেন?', প্রশ্ন তুললেন শ্রাবণী সেন। শ্রাবণী তাঁর নিজের অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে এই দুই বরণীয়াকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এই দুই কিংবদন্তির গাওয়া বিখ্যাত গানগুলি, সংশ্লিষ্ট তথ্য সহ পরিবেশন করেন। এছাড়াও পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', যা সুচিত্রা ও কণিকার কণ্ঠে গীত ও কালোত্তীর্ণ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রচুর অনুষ্ঠানে ডাক পেলেও বাছাই কয়েকটি অনুষ্ঠানেই অংশ নিয়েছেন তিনি। আয়োজনের মান বিষয়ে সংশয়ই এর কারণ।

একই সংশয় শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের, 'অনুষ্ঠানে গিয়ে মনে হচ্ছিল, উপলক্ষ্য সুচিত্রা মিত্র-কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, আমরাই। এক-একজন শিল্পী মঞ্চে আসছেন, গান পরিবেশন করে, মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছেন। শান্তিনিকেতন ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়–এই বিষয়ে কিছুই শুনলাম না কোথাও। সুচিত্রা মিত্র যে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও আরও কত ধরনের গান গেয়েছেন, গান ছাড়াও যে আরও নানা কাজ করেছেন, সেসব আলোচনা কোথায়? উল্লেখ নেই তাঁর লেখালেখির বিষয়ে!' নিজে দীর্ঘদিন সুচিত্রা মিত্রকে খুব কাছ থেকে গুরুরূপে পেয়েছেন। আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, 'শিল্পী ও গুরু হিসেবে ওঁর নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা–এসব আলোচনাও হল কই?'

'দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতায় দেখলাম, পুরোটাই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ও সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত। মোহরদির (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্মভূমি শান্তিনিকেতন, গত বছর সেখানে একটিই অনুষ্ঠান হয়, তাঁর বোনের ছেলে প্রিয়মের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কোনও ভূমিকা ছিল না তাতে'– আক্ষেপের সুর অলোক রায়চৌধুরীর কথায়। এবছর বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসায়, তুলনায় যথোপযুক্ত একটি আয়োজন হয়েছে, এটাই অলোকের সান্ত্বনা। সুচিত্রা মিত্রর নিজ হাতে গড়া রবিতীর্থ কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও তেমন ইতিবাচক ছিল না। যতটুকু যা হয়েছে, ওঁর ছাত্রছাত্রীরাই তার ভার নেন।

নিবন্ধ

"প্রবাদপ্রতিম দুই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, যাঁদের গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে গান গাইতে এলাম, তাঁদের শতবর্ষ পূর্তি যথাযথভাবে উদযাপিত হল কি না, বুঝলাম না। হ্যাঁ, ওঁদের 'নাম'-কে ব্যানারে রেখে কিছু সংগীত অনুষ্ঠান হয়তো হয়েছে", দুঃখ করছিলেন অপালা বসু। 'সব পাঁচমিশালি অনুষ্ঠান। সেখানে শিল্পীদের গানে সুচিত্রা-কণিকার গায়কীর ছাপ নেই বললেই চলে। দরকার ছিল, ওঁদের কাছ থেকে দেখেছেন, তেমন মানুষের উপস্থিতি। দুই শিল্পীর গাওয়া অবিস্মরণীয় গানগুলি নিয়ে আলোচনাই বা কোথায়? শুধু গান নয়, সুচিত্রাদি তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিটি নারীকে অনুপ্রাণিত করেন, সেসব আলোচনা নেই। ওঁরা দুজনে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা, সেমিনার হওয়া দরকার ছিল। কিছুই পেলাম না।' অপালার বক্তব্যে অভিযোগের সুর স্পষ্ট।

অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব, 'উপলক্ষ্য রবীন্দ্র-কন্যা সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উদযাপন। প্রশ্ন, নিছক উৎসবের মাধ্যমে এই দুই মহান রবীন্দ্রসাধিকার অবদান কতটা বোঝানো সম্ভব! রবীন্দ্রসংগীত এমনই একটি বিষয়, যার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়ার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন–সেটা এই দুই মহৎ শিল্পীর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের গান, আলোচনা, শিক্ষাদান, সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। এই বিষয়টিকে মানুষের দরবারে যথামাত্রায় পৌঁছে দেওয়া গেল কি?'

অগ্নিভর গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, 'রবীন্দ্রনাথকে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথ অনুসরণ করে। আর সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর বিশ্বভারতীর ছাত্রী হিসেবে পড়তে যান। তিনি স্বয়ং লড়াই করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রসংগীত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুই মহান সাধিকার সাংগীতিক অবদান সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তার কতটুকু তাঁরা করেছেন বা করার কথা ভাবছেন–তা আমাদের কাছে আজও অজানা। আমি নিজে জানি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগে সুচিত্রা মিত্রের শতবর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর ছবিতে মাল্যদানের উদ্যোগ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক!'

প্রবুদ্ধ রাহা বললেন, 'পরিবেশ পরিস্থিতি যা, তাতে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তির প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা জানানো হবে, এমন প্রত্যাশা বোধহয় না করাই ভালো।' ওঁর কথায়, বাস্তব কারণেই আজকের প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা তেমন নিবিষ্ট নন। চটজলদি বাজিমাত করতে ব্যস্ত সবাই। এক্ষেত্রে খুব বেশি ভাবনা ও নিরীক্ষণ সহ যে শতবর্ষ উদযাপিত হবে, সেটা আমি অন্তত আর আশা করি না। তাই উপলক্ষ্যকে ছাপিয়ে যাচ্ছে আড়ম্বর।

শেষ করব, জয়তী চক্রবর্তীর কথায় –'কিছু শিল্পীর মঞ্চে উপস্থিতি, কতিপয় উদ্যোক্তার প্রচারে আসা, এর বাইরে তো আর তেমন কিছু পেলাম না।' বললেন তিনি। তাঁর সংযোজন, 'সুচিত্রা মিত্র একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ। ওঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনচর্চা, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে আইপিটিএ আন্দোলন, লেখালেখি বিষয়ে উল্লেখই নেই! যতবার শুনি শিহরন জাগায়, ওঁর কণ্ঠে শ্রুত আবৃত্তি 'গান্ধারীর আবেদন'। মুগ্ধ হয়ে দেখি 'নহন' ছবিতে ওঁর অভিনয়। সুভাষদার (চৌধুরী) কাছে শুনেছি গান গাইবার আগে গানের খাতায় প্রতিটি গান ও স্বরলিপি নিজ হাতে লিখতেন। পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাপন–কিছুই উঠে এল না। গুটিকয়েক গান তো ওঁদের পরিচয় নয়।

উত্তরবঙ্গ কি এঁদের নিয়ে অন্যরকম অনুষ্ঠান করে বাকি বাংলাকে দেখাতে পারত না?

> আধুনিক গানের শিল্পীদের যে মর্যাদা দিই, সেটা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের ক্ষেত্রে মনে রাখি না। না হলে সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উদযাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এমন অবহেলিত কেন?
>
> **শ্রাবণী সেন**

> কিছু শিল্পীর মঞ্চে উপস্থিতি, কতিপয় উদ্যোক্তার প্রচারে আসা, এর বাইরে তো কিছু পেলাম না। সুচিত্রা মিত্র বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। শান্তিনিকেতনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাপন–কিছুই উঠে এল না।
>
> **জয়তী চক্রবর্তী**

পৌষের কাছাকাছি

পনেরোর পাতার পর

এই সময়ে বোলপুরমুখী কোনও ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়াই দুষ্কর। এই মেলার কিছুদিন পরেই আরও একটি মেলা বসে, যা কৃষিমেলা বলেও পরিচিত। তবে এখন সোনাঝুরির হাটের দৌলতে সারাবছর ধরেই হাট চত্বরে যেন মেলা চলে। শান্তিনিকেতন তথা বীরভূমের কুটিরশিল্পজাত নানা পণ্য এবং শিল্পকর্ম কেনাকাটার বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই হাট। শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসে কেউ এখানে না গিয়ে পারে না।

শীত এবং বনভোজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। পৌষের কনকনে ঠান্ডায় বনভোজনে মেতে ওঠে মানুষ। কোপাই, ময়ূরাক্ষী, চন্দ্রভাগা,

অজয়ের তীরে দলবেঁধে সকলে যান চড়ুইভাতি করতে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন নীলনির্জন জলাধার, সিউড়ির তসরকাটা জঙ্গল, ভাণ্ডীরবন, মল্লারপুরের কাছে গণপুর জঙ্গল, দ্বারবাসিনী মন্দির এলাকা, দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড় পিকনিকের জন্য হট ফেভারিট। ঠান্ডা পড়তে শুরু করলেই নীলনির্জন জলাধার এবং ময়ূরাক্ষীর তীরে এসে হাজির হয় সাইবেরিয়ার পরিযায়ী পাখিরা। অচেনা নানা প্রজাতির পাখি দেখতে ছোটেন পর্যটকরাও।

শীতের বীরভূমে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করার চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। এই উষ্ণ জলে স্নান করলে অনেক জটিল রোগ সেরে যায় বলে মানুষের বিশ্বাস। বক্রেশ্বর সতীপীঠ এবং শৈবপীঠ। গরম জলে স্নান করে মন্দিরে পুজো দেন ভক্ত পর্যটকরা। পৌষ সংক্রান্তিতে বড় মেলা বসে জয়দেব-কেন্দুলি, বক্রেশ্বর, দ্বারবাসিনী মন্দির চত্বরে। কেন্দুলির মেলা বলতে গেলে বাউলদেরই মেলা। দূরদূরান্ত থেকে বাউলশিল্পীরা আসেন এই মেলায়। শুধু বাউলশিল্পী কেন, সংগীত জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এখন কেন্দুলির মেলায় হাজির হন। তার সঙ্গে আছেন তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও।

আমার নিজেরও ভীষণ প্রিয় ঋতু শীত। সেটা শৈশব থেকেই। শীতকাল এলেই মনে পড়ে যায় দুপুরের মিষ্টি রোদে বসে মা-মাসিদের উল-কাঁটা নিয়ে সোয়েটার বোনা। তখন মেশিনে বোনা সোয়েটার ছিল না। সেজন্য শীতে বাড়িতে বাড়িতে সোয়েটার বোনার চাপ অনেক বেড়ে যেত। কমলালেবু খেতে খেতে আমরা শিশুর দল মা'দের হাতের স্পিড দেখে অবাক হতাম। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যেত। সেজন্য পড়াশোনার বালাই ছিল না।

শীত আমার ভালো লাগার প্রধান কারণ দুটো, লেপমুড়ি দিয়ে বেলা অবধি ঘুমোনো এবং সারাদিন ধরে ভালোমন্দ খাওয়া। তখন শীতের আনাজ শুধু শীতেই পাওয়া যেত। মটরশুঁটির কচুরি, নতুন আলুর দম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, টমেটো, গাছছোলা মিলে খাদ্যোৎসব চলত। তার সঙ্গে ছিল নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ, মকর সংক্রান্তিতে পিঠেপুলি। শীতের সময়েই শহরে বসত মেলা। কলকাতা থেকে আসত চিৎপুরের বিখ্যাত সব যাত্রা কোম্পানি। আর বসত সার্কাস। আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সার্কাসের বাঘ-সিংহ-ভালুক দেখেই আনন্দে আত্মহারা হতাম।

সন্ধের পর বহুদূরের সার্কাস প্রাঙ্গণের সার্চলাইটের আলো দেখা যেত বাড়ির উঠোন থেকেই। কলেজের মাঠে হত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সিএবি-র প্রথম ডিভিশনের নামী ক্রিকেটাররা আসতেন খেলতে। ইডেনে টেস্টের আসর বসলে রেডিওতে কমলদা, পুষ্পেনদা, অজয়দার ধারাবিবরণী শোনা ছিল নেশার মতো।

আমার এখনও আক্ষেপ হয় ষাট-সত্তর দশকের সেই দিনগুলোর কথা ভেবে, যখন রাত আটটা বাজতে না বাজতেই ভোজন সেরে আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম। আর আক্ষেপ এটাও, এখনকার বাচ্চারা এই ছোট ছোট আনন্দগুলোর কোনও স্বাদই পেল না।

প্রথম কাঁপন

পনেরোর পাতার পর

একটি গামছা, একটি ফতুয়া এবং দুটি ধুতি দিয়ে যে কোনও ঋতুকেই তিনি সামাল দিতে পারতেন। বেশি গরম পড়লে কাঁধের গামছা ঘুরিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিতেন। মাঘ মাসের রাতে হাড়ে কাঁপন ধরানো শীত পড়লে কাঁধের গামছা কানে মাথায় জড়িয়ে নিতেন। আর বাইরের বারান্দায় মেঝেতে খড় দিয়ে তৈরি পাটি বিছিয়ে তার ওপর তুলে রাখা দ্বিতীয় ধুতিটি অর্ধেক পেতে অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়তেন। শীত লেপ কাঁথা কম্বলের আশপাশে ঘুরে বেড়ালেও ঈশ্বর শাকে ছুঁতে পারত না। প্রতি শীতকালে এক আশ্চর্য অসম লড়াইয়ে শীত হেরে যেত। আর এভাবেই কত রাত ভোর হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বর শা প্রতিবারই ফতুয়া গামছা আর ধুতির অমোঘ অস্ত্র আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছেন শীতের বুকে। চৌকির ওপর ঢালা বিছানায় মোটা কাঁথার নীচে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আমরা ঈশ্বরের হাতে বিদ্ধ শীতের আর্তনাদ শুনতে পেতাম।

শীতের ত্রিফলা

সেটা আটের দশক। শিলিগুড়ির শীতের কামড় প্রথম টের পেলাম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরকে হস্টেলের বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে। এর আগে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে খ্রিউয়ের এক চশমায় (জলাশয়) না জেনে স্নানের অভিজ্ঞতা ছিল। সেই চশমায় নেমেই উঠে পড়েছিলাম। বরফ গলা জল এত ঠান্ডা ছিল যে ডুব দেওয়ার সাহস হয়নি। মগে করে জল নিয়ে মাথা ধুয়ে গা-হাত-পা মুছে নিয়ে স্নানের নিয়ম রক্ষা করেছিলাম। তারই হুবহু দ্বিতীয় সংস্করণ ছিল শীতের সকালে আরকে হস্টেলের স্নানাগারের জল। ওই জলে স্নান করার পর যতই জামাকাপড় পরি না কেন বেশ কয়েক ঘণ্টা কাঁপন থামত না। তখন শীত ছিল অনেক বেশি মারমুখী। কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে বইত শিরশিরে হাড়কাঁপানো হাওয়া। এখানেই শেষ নয়, এর সঙ্গী হত ঝিরঝির বৃষ্টি। আর সব মিলিয়েই তখন শিলিগুড়ি মানে শীতের ত্রিফলা। একবার এমনি দিনে নাইট ডিউটি করে বাড়ি ফিরছি। কলেজ রোডের বইপাড়া থেকে যেতে হবে সুভাষপল্লি। শীতের দিন বলে গরম জামাকাপড় পর্যাপ্তই আছে। বাড়ির দিকে হাঁটছি। কলেজ মাঠ পার হবার সময় একটা দমকা হাওয়া ছুটে এল। আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝিরঝিরি বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টির ধার ছিল ছুরির ফলার চেয়েও তীক্ষ্ণ। প্রবীরদা এই হাওয়ার নাম দিয়েছিলেন ভূতের ফুঁ। শিলিগুড়ির সেই শীতও এখন ভূতেদের সঙ্গে ইতিহাস।

সব মিলিয়েই তখন শিলিগুড়ি মানে শীতের ত্রিফলা।... শীতের দিন বলে গরম জামাকাপড় পর্যাপ্তই আছে। বাড়ির দিকে হাঁটছি। কলেজ মাঠ পার হবার সময় একটা দমকা হাওয়া ছুটে এল। আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল।

তিস্তার পুরুলিয়া দর্শন

পনেরোর পাতার পর

কিন্তু সে থামাতে পারে না এই চাড়-পরবের উন্মাদনা। উলটে সে নিজেই হতবাক হয়ে যায় মকরের নাগপুরি গান শুনে। সেই একই গান সে ডুয়ার্সেও শুনেছে অন্য নামে। সাদরি গান। সাদরি আর নাগপুরি যে একই ভাষার দুই নাম, এখানে এসেই সে প্রথম জেনেছে। ছোটনাগপুরি সেই একই জনগোষ্ঠীর প্রাণের ভাষা।

কখনও বা মন খারাপের হালকা ভাপ ওঠে মনে। শীতজুড়ে পিকনিকের হাতছানি। নদী পাহাড় বন ঝর্নার আনাচে-কানাচে বক্স বাজিয়ে নাচগান, পান ভোজন। উত্তরে দক্ষিণে একই ছবি। একই ছবি পিকনিকের প্রান্তসীমাজুড়েও। বাটি হাতে অভুক্ত শিশুর দল। পরনে মলিন পোশাক। বেরিয়ে আছে গা। জটপড়া চুল।

কী জানি কী চোখে দেখে এরা শীতকে! হয়তো অভিশাপ ভাবে রাতে। সকালে পিকনিকের মাইক বাজলে আবার আশীর্বাদ মনে হয়। কারণ, ভরপেট ভাতের খবর বলে মাইকে। হিন্দি বাংলা নেপালি নাগপুরি সাদরি-- যে ভাষাই বলো, পিকনিকের মাইকের একই বার্তা। উপচানো খাদ্যের পাত্র। ভাত ডাল মাছমাংস ডিম মিষ্টি মদ মহুয়া...। কেউই শেষ করতে পারে না খাবার। ওদের উদ্বৃত্তের হয়রানি এদের আশীর্বাদ হয়ে যায়। ভাত তো থাকেই ভরপুর। মাংস না থাক, ঝোল আলু থাকে। থাকে এঁটো হাড়ে লেগে থাকা মহার্ঘ মাংস। এঁটো হলেও মাংস মাংসই থাকে। এঁটো বলে একটুও কমে যায় না তার স্বাদ-গন্ধ। কমে না পুষ্টি।

এও তো শীতের এক আশীর্বাদ। ল্যাংটোপুটো ওই বাচ্চাগুলোর কাছে। সে উত্তরই বলো বা দক্ষিণ। পূর্বই বলো বা পশ্চিম।

ছোটগল্প

অনিন্দ্যর শ্বাস-প্রশ্বাস

মৈনাক ভট্টাচার্য

আঁকা : অভি

"ছিঃ ঠাম্মু, এটা পায়েস! আমি খাব না।"

উদিতের বিতৃষ্ণায় রুপোর নকশা করা বাটিটা থেকে চামচটা ছিটকে পড়ল। মা ঠাকুমা দুজনেই থ। উচ্ছিষ্ট সমেত চামচটা পড়বি তো পড় একেবারে মাধুরিমার পাটভাঙা শাড়িতে। মাধুরিমা এই বয়সেও ঠাটে চলা মানুষ। বিন্নি মনে মনে প্রমাদ গোনে।

এই বাড়ির তিন প্রজন্মের রেওয়াজ, রুপোর বাটি চামচে জন্মদিনের পরমান্ন পরিবেশন। বয়সের ভারে সেটা এখন মাধুরিমার এক্তিয়ারে। বিন্নির হাতে জ্বলন্ত মঙ্গলদীপ। বিন্নি ঝাঁঝিয়ে ওঠে -"এ কেমন কথা বাবু, গুড়ের পায়েস ভালোবাসিস, তাই তো আজকের দিনে ঠাম্মু তোর জন্য কত কষ্ট করে বানাল, আর তুই -!"

মুহূর্তেই পায়েসের বাটিটা ঠাম্মুর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে বলে, "তোমাদের সব কিছুতেই আদিখ্যেতা। এই ভরদুপুরে এসব আবার কেন, রাতে সবাই এলে তখন দেওয়া যাবে না নাকি?" তবু কী মনে করে আবার কিছুটা খেয়ে বাটিটা ল্যাপটপের উপর নামিয়ে রেখে বলে, "নাও, এবার খুশি তো ঠাম্মু? একটু হাসো। আমি অন জব। ডোন্ট ডিস্টার্ব নাউ, প্লিজ।" ঘরের এই আবহে প্রদীপ প্রদীপের মতোই মায়ের হাতে জ্বলতে থাকে।

গুটিগুটি সাহসে ভর করে তবু বিন্নি জানতে চায় "আর খাবি না, বাটিটা উঠিয়ে রাখবে এখন?"

-"ওহ তোমাদের নিয়ে না-, দেখতে পাচ্ছ না ওটা আমার লাগছে? বললাম না এখন একদম ডিস্টার্ব করবে না, কাজ করছি। আমার ফোনকল চলবে। যাও তো তোমরা।"

মাধুরিমা সংযত, কোনও কথা বলে না। সাধ হয়েছিল স্নান সেরে নাতিটাকে একটু পায়েস খাইয়ে আশীর্বাদ করবেন, জন্মদিন বলে কথা। আফসোস হয় "এত যত্নের পরমান্নের কী দশা। কথাবার্তারও কী ছিরি, আদিখ্যেতা? আদব আবদার সবকিছু কত মলিন এদের কাছে। সে যাক, তাই বলে চালের এঁটো কম্পিউটারের উপরে? এরা বড্ড বেপরোয়া, এঁটোকাঁটা-লক্ষ্মী অলক্ষ্মী কিছুতেই কিচ্ছু মানে না।" মাধুরিমার হাতটা নিসপিস করে বাটিটা টেনে নিয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে কম্পিউটারটা একটু মুছে দেবার জন্য। মাধুরিমাকে তবু খুশি হতে হয়, হাসতেও হয়। সময় সবকিছুর মান্যতাকেই মানিয়ে নিতে শেখায়। জানে, এই বাটিতে হাত দিতে গেলে এখনই দক্ষযজ্ঞ বাধবে। মাধুরিমা এখন জেনে গেছে এই 'পায়েসের বাটি'র কারিকুরি। কী বোর্ডে ওজন চাপিয়ে অন্য কাজ করলেও কোম্পানির লোকেরা নাকি ভাবে কম্পিউটারে সে কাজ করে যাচ্ছে।

মাধুরিমার কৌলীন্যের ধবধবে শাড়িতে, এঁটো পায়েসের ছিটে, উজ্জ্বল মুখটা বিস্বাদের এঁটোর মতোই তখনও মিইয়ে। একালেও সেকেলের মানুষ কি না, তাঁর কাছে এঁটো এঁটোই-।

***

লক আপের ভেতর গোটা চারেক ছেলে আর তিনটে মেয়ে, চিড়িয়াখানার জন্তুদের মতোই দিশাহীন লাগছে উদিতকে। বাবাকে দেখেও নির্বাক, ভাবতে পারেনি জন্মদিনে বন্ধুদের আবদার মানতে গিয়ে এইভাবে ফেঁসে যাবে। ভেবেছিল, এইসব সেরে বাবা বাড়ি ঢোকার আগেই বাড়ি ফিরে আসবে। অনিন্দ্যর মনটা আরও ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেটাকে এভাবে দেখবে আশা করেনি। সবে অফিস থেকে ফিরেছে, খবরটা উদিতের জন্মদিনের ছন্দে কেমন তালমাত্রার গোলমাল পাকিয়ে দিল। বিন্নির হাত-পা কাঁপা শুরু করেছে, চোখ ছলছল, "কী হবে এখন, তুমি কিছু একটা করো।" মাধুরিমার মুখ পাংশুবর্ণ, চুপ। অনিন্দ্যও ব্যাকুল হয়ে উঠল "ছেলেটা আদরে আবদারের বেয়াড়া বটে তাই বলে-।" নিজের ভেতর ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে, তবু মুখে সাহস টেনে বলে "দাঁড়াও তো তোমরা আগেই এত চাপ নিচ্ছ কেন? আমি দেখছি কী করা যায়।"

এই মফসসল শহরে সন্ধে সাতটা কিছুই নয়, দূরত্বও সামান্য, কিলোমিটার তিনেক। অগাস্টের আকাশ, ছিটছিটে বৃষ্টি বলে অনিচ্ছাতেও গাড়িটা আবার বের করতেই হল। ছোট ছোট রাস্তাঘাট, তায় দু'পাশে ড্রেনের নামে তার আধাও হাইজ্যাকড। আজকাল আবার দু'চাকা চার চাকা সহ টোটো— সবার চলন সহনের আয়েশি আবদারে রমরমা শহরটা। এই পরিস্থিতিতে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোলে মাঝে মাঝে নিজেকেই যেন ঘরের ভেতর অবাঞ্ছিত পোষা কুকুরের মতো মনে হয়। চলতে গিয়ে কাউচ কার্পেট না বাঁচিয়ে চললেই বুঝি গিন্নির ধমক এসে পড়বে। উপায় নেই, সেভাবেই কোনওক্রমে থানায় পৌঁছোতে হল। ভয়াল অনুভূতিটা তখনও ওর শরীর অবশ করে রেখেছে।

-"নমস্কার, আমি অনিন্দ্য ধর-।"

"আসুন, উদিত আপনার ছেলে?" মোবাইল থেকে মুখটা না উঠিয়েই বড়বাবু বলেন।

অনিন্দ্য গলগল করে ঘামছে, কী উত্তর দেবে? তারপর? পুলিশের সামনে চুপ করে থাকলে নিজেকে আরও অপরাধী মনে হয়। একইভাবে মুখ না তুলে পুলিশ অফিসারের আবার সওয়াল,"আপনি ওর বাবা, তাই তো মিস্টার ধর?"

অনিন্দ্য তবু চুপ করে আছে দেখে এবার কিছুটা জোর দিয়ে বলে,"হ্যাঁ-না কিছু একটা তো বলুন স্যর।"

টেবিলের উপর আলগা কাগজে এলোপাতাড়ি কিছু নাম। উদিতের নামের পাশে অবক্ষয়ের ল্যাজের মতো বাবা হিসেবে অনিন্দ্যর নামটাও জ্বলজ্বল করছে। এই 'একটা কিছু'র জবাব খুঁজতে খুঁজতেই তো আড়ে-বহরে একগাদা পাকের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবে হাতজোড় করে ক্ষমাভিক্ষা করবে। পয়সার রফা করবে। এইসব পাক তলিয়ে কিছুটা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় অফিসারের দিকে অপলক তাকিয়ে ঘাবড়েই যায়, "বায়োলজিকাল"।

হঠাৎ হতাশাই যেন ভেতর থেকে ঠেলে ওর মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়। থানার চৌহদ্দি পুলিশের মহল্লা, এক মনে হাতের মোবাইলটায় রিলস দেখে যাচ্ছিলেন বড়বাবু। কানে খটকা লাগে, রাঘববোয়ালেরাও চাপে পড়লে পেশাদারি স্মার্টনেস ভেঙে নিজেকে সঁপে দেয় পুলিশের হাতে। এখানে অন্য কারও এমন মস্তানি মার্কা কথাবার্তা ঠিক আশা করেননি। মুখটা উঁচিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে হাসেন। অনিন্দ্য তখনও একটা দিশা খুঁজে যাচ্ছে। টেবিলের উপর 'ব্রেথ অ্যানালাইজার'টা পড়ে আছে বড়বাবুর মতই আয়েশি আমেজে। অসাবধানে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে অনিন্দ্য। বড়বাবু রসিক মানুষ। মুখে অবজ্ঞার হাসি টেনে বলেন, "চেনেন জিনিসটা? শুদ্ধ বাংলায় 'সৎ শ্বাস-প্রশ্বাস মাপার যন্ত্র'। আপনি ড্রাইভিং মোডে চেহারা চলনে বলনে যতই নিজেকে লুকান, এই যন্ত্রটা কিন্তু ঠিক আমাদের জানান দেয় সামনের পথ চলার জন্য আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস কতটা নিরাপদ। মিস্টার ধর, আমি বুধন বিশ্বাস। নাম শোনেননি বোধহয়, তাই আমার সামনে এমন আল্ট্রা স্মার্টনেস দেখাচ্ছেন। 'বায়োলজিকাল!' সেটা তো আপনার বিশ্বাস মাত্র। এর বেশি কিছু কি? তো আপনার এই 'বায়োলজিকাল' ছেলে যে ঘরে ল্যাপটপে আপেল চাপিয়ে এসেছে সেটার খবর রাখেন? মনে রাখবেন লোকে বলে পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর আমাকে তো মশাই লোকে বুধন নয়, নিধন বিশ্বাস বলেই চেনে।" পরিস্থিতির চাপ আরও ধোঁয়াশার ভেতর নিয়ে ফেলছে অনিন্দ্যকে।

এইসব ভাষাভঙ্গিমা অনিন্দ্যর অচেনা। ছেলের দায়ে থানায় এসে পুলিশের কাছেও দর্শনের পাঠ নিতে হচ্ছে। এই শুরুর শেষটা যে কোথায় কে জানে। কারও সুখের ভাগ কেউ দিতে চায় না। কী বুঝবে অনিন্দ্যর ভিতরের তোলপাড়। অনিন্দ্য ভাবে "এভাবে না বললেই ভালো হত। কাল সকালেই কাগজের হেডলাইন, লোক জানাজানি-। কী করবে কোথায় যাবে সে। বাড়িতে অভ্যাগতরা সবাই হয়তো এতক্ষণে জড়ো হতে শুরু করেছে। আত্মীয়পরিজন তো বটেই, প্রতিবেশীদের কাছেও তিলে তিলে গড়ে ওঠা ওর সাধের সন্ত-বাউল গোছের আলখাল্লাটা নানা ভেংচির দাগে দাগে মলিন হয়ে যাবে। কোথায় দাঁড়াবে কে জানে?"

তবু অনিন্দ্য বোঝে এই বড়বাবু মানুষটাই এখন একমাত্র ওর 'মাস্টার কী'। যার চারটে ঘাট মাধুরিমা, অনিন্দ্য, বিন্নি আর উদিত। বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই অর্থবহ এক নস্টালজিক মূল্যবোধ থেকে ভেসে ওঠার চাবিকাঠি যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। "প্লিজ হেল্প মি, স্যর। আমাকে এখন কী করতে হবে দয়া করে বলুন।"

বড়বাবু শান্ত গলায় বলেন,"সেটার জন্যই তো ডাকা।" হঠাৎ মানুষটা যে এত দরাজ হয়ে উঠতে পারে, অনিন্দ্য আশা করেনি। ততক্ষণে বড়বাবুর হুকুমে উদিতকে অনিন্দ্যর পাশের চেয়ারে নিয়ে বসানো হয়েছে। সামনের কাগজটা টেনে নিয়ে খসখস করে উদিতের নামটা কাটতে কাটতে বলেন "ছেলে আপনার সবে পাঁচ পা দেখতে শুরু করেছে মশাই। এইসব হানিট্র্যাপের ভেতরে-? গভীরতাটা বুঝতে পারেনি বোধহয়, এখনই তাই দাগিয়ে দিয়ে দাগি করতে চাইলাম না। শুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ বলতে পারেন। আজ আবার নাকি বাবুসোনার জন্মদিন? মানুষ চিনি স্যর, তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। নিয়ে যান, ছেলের জন্মদিন পালন করুন। দেখবেন, আর যেন না হয় এইসব।" দাগটাতে বারবার পেন চালাতে চালাতে আবার একটা বিতৃষ্ণা টেনে বলেন, "সারফেস মশাই সারফেস। আজকালকার ছেলেপিলেরা তলটাই মাপতে শেখে না। সব উপরে উপরে চলা। আপনি আর কী করবেন? আপনারটির মতো আমার ঘরেও একটা রয়েছে তো, তাই ব্যথাটা বুঝি-।"

বেঞ্চের এক কোণে মেয়ে তিনটে মাথা নীচু করে তখনও বসে। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতেও আর বাকি থাকে না। অনিন্দ্যের মাথা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

বড়বাবুকে একপ্রস্থ ধন্যবাদ দিতে দিতে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে উদিতকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অনিন্দ্য একটা দীর্ঘশ্বাস টানে।

দুজনেই চুপ। কোথা থেকে আবার শুরু করবে বাবা-ছেলে-?

***

অনিন্দ্য উদিতের কাছে কোনও কৈফিয়ত চায় না। ওরা আসছে শুনে বিন্নি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উদিতের পিসি অনিন্দিতা কত সুন্দর কেক এনেছে তার একটা ফিরিস্তি দিতে যাচ্ছিল, অনিন্দ্য অবজ্ঞায় ফোনটা কেটে দেয়। ভাবছিল সন্তান প্রতিপালনের এই পাটিগাণিতিক জটিলতা আর কতদিন। কই, সে তো বাবাকে এমন নাস্তানাবুদ হতে দেয়নি। বরং নিজে নিজেই দায় তুলে নিয়েছিল বাবাকে চাপমুক্ত করতে। অথচ এই অন্যায়ের পরও প্রথাগত নিয়মেই উদিতের জন্য ঘরে আজ কেক কাটা অপেক্ষা করছে। হোক জন্মদিন, তবু ওকে ঘিরে উৎসবের এই আয়োজন তো হুবহু আজকের খেয়ো সংস্কৃতিরই মতো, জামিন পাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বরণ করে ঘরে তোলার প্রতিচ্ছবি। তবু অনিন্দ্যকেই দায়ভার নিতে হবে অতিথিদের সামনে উৎসবের তাল যেন না কাটে। কারণ এখন এই তাল কাটা পারিবারিক নাক কাটার শামিল। মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে বলতে হবে। অনিন্দ্য এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ওরা বাড়ি পৌঁছে যায়। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা, আর দেরি করা যায় না। মঙ্গলদীপ, ধান-দুব্বো সব সাজানো। মায়ের চাপে উদিত নতুন জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নেয়।

এখন সমস্যা, আগে কেক কাটা হবে না পায়েস দিয়ে আশীর্বাদ। আত্মীয় অভ্যাগত সবাই কলকল করে যে যার যুক্তি প্রতিষ্ঠায় লেগে পড়ে। এই ব্যাপারে সবাই পরিষ্কার দুই ভাগ।

অনিন্দ্য অনুভব করে, ঘরের ভেতর খাবারের গন্ধে ম-ম, ধূপ পারফিউম, সুন্দর সাজগোজ আর মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে বাড়ির পরিবেশটাই অল্প সময়ে কীভাবে বদলে গেল।

রুপোর চামচ সহ এঁটো পায়েসের বাটিটা তখনও খোলা ল্যাপটপটাকে সচল করে রেখেছে। এই বাড়ি জানে উদিতের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেটা ওখান থেকে নড়ানো যাবে না।

তবু মাধুরিমা এবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে সেই বাটি তুলে আনে। বাটি পরিষ্কারও হয়। রুপোর চামচ বাটিতে আবার পরিচ্ছন্ন পায়েস।

ততক্ষণে ককে মোমবাতি জ্বালানো হয়ে গেছে। অনিন্দ্য লক্ষ করে পাশে পাটভাঙা শাড়িতে রুপোর পায়েসের বাটিতে মাধুরিমা আবার উজ্জ্বল, বিন্নিও মঙ্গলদীপে হাসিমুখ।

অনিন্দ্য পেছনের এক কোণে দাঁড়িয়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না বড়বাবু তাকে সিমুলেটরের ড্রাইভিং মোডে বসিয়ে কী পাঠ দিয়ে গেলেন? উদিত মোমবাতিতে-'ফুঁ' দিতেই অনিন্দ্যর এই টাটকা স্মৃতিটায় কেমন যেন কেকটাকে ব্রেথ অ্যানালাইজারের মতো মনে হয়। অথচ এইসব হাসিমুখ, তৃপ্তিময় পরিবেশ দেখে কে বলবে পেছনের কয়েক ঘণ্টা ধরে কত কিছু ঘটে গেছে।

দাগটাতে বারবার পেন চালাতে চালাতে আবার একটা বিতৃষ্ণা টেনে বলেন, "সারফেস মশাই সারফেস। আজকালকার ছেলেপিলেরা তলটাই মাপতে শেখে না। সব উপরে উপরে চলা। আপনি আর কী করবেন? আপনারটির মতো আমার ঘরেও একটা রয়েছে তো, তাই ব্যথাটা বুঝি-।" বেঞ্চের এক কোণে মেয়ে তিনটে মাথা নীচু করে তখনও বসে। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতেও আর বাকি থাকে না। অনিন্দ্যের মাথা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

সূরজ সরকার, অষ্টম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

স্রিয়াংশী দাস, পঞ্চম শ্রেণি, কুশমণ্ডি উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর।

দীপ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, রাজেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, দিনহাটা।

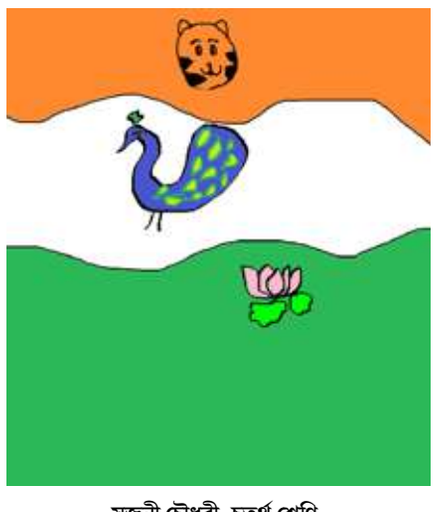

সৃজনী চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি,
অমরজ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শিলিগুড়ি।

সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি,
দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

নন্দিনী সরকার, অষ্টম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

আঁকা নয়, ফোটোগ্রাফ। মঙ্গোলিয়ায় বরফের মধ্যে দৌড় ঘোড়াদের। - সৌজন্য গার্ডিয়ান

কবিতা

অভিজ্ঞান
রণজিৎ দেব

ভুটানিদের পরিহিত দীর্ঘ পোশাকের মতো
আমার শরীরে দীর্ঘ পোশাক, দু'দিকের দুই পকেটে
খাবারের থালি, আত্মরক্ষার ছুরি, আরও কত কী!
যখন পথ হাঁটি, ক্লান্ত হই, খিদে পায়,
তাড়া করে যত শত্রু, তখন আর কিছুই খুঁজে পাই না।

মাপতে থাকি মেপে যাই জীবনকে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে
বিলুপ্তির শূন্য থেকে আর একটি শূন্য ঝুলে থাকে
আমার কাছে কোনওকিছুই স্বচ্ছ নয়।
সমাধানের পরিধি দীর্ঘ হতে থাকে,
একইভাবে, প্রতিদিন প্রতি পলে

দীর্ঘ পোশাক আমার গায়ে ঝুলছে
দুই পকেটে দুটি হাত লুকিয়ে রেখেছি
মাপতে থাকি প্রতি পদক্ষেপে জীবনের প্রতিটি ভগ্নাংশ-ভিক্ষা
চাওয়ার কিছু নেই, দেওয়ারও কিছু নেই

আমরা সবাই একটা বন্ধনে আছি—

চেতনাবিহীন

সহপাঠী
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কুলময় দিন ছবি হয়ে আসে।
ঘড়িতে দশের কাঁটা সরে গেলে
হইহই সময়জুড়ে বন্ধু হাওয়া জড়ো হয়।
হাতে হাতে ধরে
এগিয়ে চলা রাস্তা বরাবর মুখ খুলি।
প্রত্যেকের কাছে থাকা
মাঠভর্তি ফড়িং-এর খুশি
যে নেচেছিল গতকাল
তাকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার
তীব্র ইচ্ছে চোখ মেলে।
এমনি করে ক্লাসে জড়ো হয়
সবুজ গাছেরা।
তাদের পাতায় লিখে থাকা শোভন ছায়া
এক চক্কর ঘুরে এলে
সহপাঠী পাখি তার কাছে এসে
কুশলতা আনতে চায়
চকিতে মনে পড়ে সময়ের জলছবি
আঁকা সোনাঝরা সে রোদ
সহসা এসে লাগে যার জুড়ে দিন
জানলার শিক ধরে
যে চেয়ে থাকে নীলরঙা আকাশের দিকে...

প্রতিরূপ বিশ্বের কবিতা গঠন
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্টেক্স-এর ভেতরের কোনও এক তড়িৎ সংকেতে
অদ্ভুতুড়ে 'চিড়চিড়' শব্দের ভেতর থেকে যা ভাসমান
মুছে গিয়েও বিন্দু বিন্দু জোড়া এক চেনা আকৃতিতে
না চেনা দেওয়ার ছল, ভেসে উবে যাওয়া অভিমান

বাউন্ডুলে ভোলা তার সময়সওয়ারিজলে এই পুণ্যস্নান
হাইপোথ্যালামাস আর লিম্বিক সিস্টেম ছেড়ে মহাসাগরের
অন্য পিঠে ঘুরে এক সাদা বামনের পেটে কিম্ভূত সন্তান
নেমে আসা বিকৃতির শারীরবৃত্তের ঊর্ধ্বে অষ্টাবক্রের

রাজর্ষি জনকের কথোপকথন নয় যদি উল্লেখের
তবু তাও ভেসে ওঠে বিন্দুর সমষ্টি আর তড়িৎসঞ্চার
এলইডি স্ক্রিন যেন পায়নি সংকেত ওই ছায়া পূর্ণাঙ্গের
তবু যে প্রবল বেগ দৃশ্য-অদৃশ্যের ভেদে সঞ্চার ইচ্ছার

সে এসেছে কবিতায় প্রতিরূপ বিশ্বের ছায়াতে গঠন
অনাহত নাদ শিক্ষা, গল্প বা বিবৃতি না এ কবিতাসাধন

বাতাস
পার্থপ্রতিম মজুমদার

বাতাস চলাচলেরও নিজস্ব ভাষা আছে
কোনও কোনও হাওয়া বন্ধুর মতো
কোনও কোনও হাওয়া মন খারাপ

আজ এই ভিজে যাওয়া সন্ধ্যায়
আধো-অন্ধকারে
তোমার কথাই কেন যে
মনে পড়ছে শুধু!

আর মন খারাপ-বাতাস এসে
আমাকে অন্ধকার করে দিয়ে যাচ্ছে

বৃষ্টির ছাঁটে আপাদমস্তক
নিভে যাচ্ছি আমি...

অনাগত ফাল্গুনের দিকে
প্রশান্ত দেবনাথ

সূর্যাস্ত পেরিয়ে আজ
নতুন গানের সুর খুঁজতে গেলাম অনেক দূরে

বৃষ্টিধোয়া অন্ধকারে
যখন হারিয়ে ফেললাম পথ
ডেকে অভয় দিল দিঘির পাশে বৃদ্ধ এক দোয়েল
তার জন্য জলের ওপর তৎক্ষণাৎ
লিখে ফেললাম এপিটাফ

দোয়েল আমাকে দেখাল
তার পালকে ঢেকে রাখা দগদগে ক্ষত
অমনি শিউরে উঠেছি
সুর না-খুঁজে ভাসিয়ে দিলাম কথা

নতুন গানের কথা
ভেসে চলেছে অনাগত ফাল্গুনের দিকে

যাত্রী
সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী

যে মেয়েটি এইমাত্র পাশের সিটে এসে বসল,
তার পিঠের ব্যাগে গোটা বাড়ির মেঘ।
চোখের নীচের কালিগুলো একেকটা গল্প।
মলিন সালোয়ারে লেগে রয়েছে বাবার ওষুধ।
ভাইয়ের টিউশন ফি দেবার তাগাদা।

তার শীর্ণকায় কাঁধে ধরা মায়ের আফসোসের গন্ধ।
বৃষ্টি আর কবে হবে'র জিজ্ঞাসা!

যে উদাস দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল তোমার দিকে,
তা আকাঙ্ক্ষার ছিল না।
বানান ভুলে গেছে বসন্তের।
তুমি মুখ নামিয়ে গানে ডুবলে, বেচারি আয়না
খুঁজছিল।
পরিষ্কার এক কাচের টুকরো।

গন্তব্যে নেমে পড়লে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।
দৃষ্টি ঘুরিয়ে।
অবিশ্রান্ত সপ্তলা স্রোতে বসে রইল।
যেতে হবে বহুদূর। যাত্রীহীন।

সম্ভেদে জন্ম নেবে আরও কিছু মেঘ।।

আক্ষেপ
আশুতোষ সরকার

হেমন্ত যেন মন্দীভূত
কিছু আক্ষেপের জায়গা।

হেমন্তের সন্ধ্যাবেলায় দূরের ওই আকাশপ্রদীপ
শৃগালের হুক্কাহুয়া আওয়াজ আসে ভেসে
ভোরে শিশির বিন্দু নিয়ে ফিরে
শহর পেরিয়ে হেমন্ত কবিতার ছন্দে।

পৃথিবী আজ হয়েছে ছোট
তবুও বেড়েছে দূরত্ব মানুষে-মানুষে
হেমন্তে আকাশ ভরা তারা যেন সে কথাই বলে।

তুমি অন্তর্মুখী
তাই বলে কি আক্ষেপ?
নীরবতাও যে প্রকাশিত হতে পারে
তারই বার্তা দিয়ে যাও
প্রতিবারে।

লাঙল
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

তোমার অশান্ত মন আর আমার বুকের দূরত্বে
সাঁকোর দড়ি পরাই; বিষণ্ণতা ফিরে আসে।
তোমার প্রবল ব্যথার ফাটলে লালমাটি লেপে রাখি,
জ্যান্ত দুঃখের গহ্বরজুড়ে পরজাতির দল হেঁটে আসে।
তলোয়ার উঁচিয়ে তাকায়, ওদের ভাষা-ভাবভঙ্গি
কিছুই আয়ত্তে নেই আমার; মিছিলের শব্দ শান্ত হয়ে আসে।

বিভেদের ছবি দেখি আমরা, পরস্পরকে আয়না মনে হয়।

অনুভব ও সংঘাতের আগুনে বুকের ভেতর
যে দেশ পুড়ছে পতাকার আদর্শ ও যুদ্ধের মাঝে
ভালো থাকার বীজ থেকে
যে জমিরা বড় হচ্ছে -

চলো সেখানে তুলে রাখি সমস্ত অভিমানের লাঙল,
অশান্ত মন ও বুকের মাঝখানে কেটে রাখি সম্পর্কের জন্মদাগ।

রামকেলির মদনমোহন

পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ আমরা চলেছি ঐতিহাসিক ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ মালদার গৌড়ে। বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় দেখতে ঠিক কতবার গিয়েছি, সে সংখ্যা এখন মনে নেই। শৈশব কেটেছে মালদায়। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে গৌড়ে যাওয়া হতই। প্রাচীন স্থাপত্যের ভেঙে পড়া অংশ তখন স্তূপাকারে পড়ে থাকত এখানে সেখানে। দর্শকের দল সেই স্তূপ থেকে সংগ্রহ করত মিনার কারুকাজ করা ইট।

পাতলা ইটে সবুজ মিনাকারী করা একটি ইট আমিও নিয়ে এসেছিলাম। একটা নয়, তিন-চারটে তো হবেই, টুকরো টুকরো। বাবার এক বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছিলেন। তিনি বেশ বকুনি দিয়ে আমার কাছ থেকে সেগুলি নিয়েছিলেন সংরক্ষণ করে রাখবেন বলে। সেদিন পিতৃবন্ধুর বকুনিতে কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি গুরুজন। ভালো ভেবেই কাজটি করছেন- এ বিশ্বাস একশো ভাগ ছিল। আজ ভাবি ভাগ্যিস তিনি নিয়ে নিয়েছিলেন। এ তো কেবল ইট নয়, তার মধ্যে অতীত অদৃশ্য হাতে লিখে রেখেছে কত বর্ণময় ইতিহাস। আজ আমরা সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবগাহন করব।

মালদা শহর ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই রামকেলি অঞ্চল যেখানে পুরাণ ও ইতিহাস দুই-ই মুখর। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্যকে, সেই ভক্তির তত্ত্বকে নিজ জীবনে মূর্ত করে তুলেছিলেন নদিয়ার নিমাইচাঁদ। ধর্মান্দোলনের ধারায় এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবন আর বাংলার মধ্যে একটি প্রেমরজ্জু দিয়ে সেতু গড়ে তুলেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেই প্রেমরজ্জুর মধ্য অংশ বাঁধা ছিল নীলাচলের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। জগন্নাথ বারবার সেই প্রেমের ডোরে নাড়া দিয়েছেন। সঞ্চালিত করেছেন এক অভিনব ধারা- গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন। মালদার রামকেলি শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলিধন্য। তিনি এসেছিলেন দুই ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিজ পরিমণ্ডলে টেনে নিতে। এঁরা হলেন আচার্য রূপ আর আচার্য সনাতন। বৃন্দাবনের যে ছয়জন আচার্য প্রসিদ্ধ তাঁর মধ্যে একজন হলেন রূপ, আর অপরজন সনাতন। আমরা আজ রামকেলি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রূপ ও সনাতনের গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করব।

রূপ ও সনাতনের গৃহদেবতার ইতিহাস বিচিত্র। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কুলপঞ্জি অনুসরণ করলে আমরা দেখব তাঁদের উৎপত্তি হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে। আমরা দক্ষিণ ভারত থেকে এই পরিবারের ধারাপথকে চিহ্নিত করব। এই ব্রাহ্মণ পরিবার, কর্ণাটক থেকে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে প্রথম পা রাখেন। সেখানে বসবাস করার পর তাঁরা নৈহাটি ছেড়ে মালদার রামকেলিতে বাস করতে শুরু করেন।

এই পরিবারে কর্ণাটকবাসী সর্বজ্ঞ জগৎগুরু নামে এক ব্রাহ্মণের কথাই প্রথম শোনা যায়। সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্ব বেদে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয়। শুধু তাই নয়, সর্বজ্ঞ ভরদ্বাজ ছিলেন কর্ণাটকের একটি অঞ্চলের রাজাও। যিনি তৎকালীন অন্য রাজাদের কাছে সম্মান ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন। সর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধও একাধারে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুনিপুণ রাজা ছিলেন বলে ইতিহাস জানায়। রাজা অনিরুদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর আর হরিহর। রূপেশ্বর বেদজ্ঞ হলেও হরিহর ছিলেন অস্ত্রবিশেষজ্ঞ। ফলে পিতার মৃত্যুর পর হরিহর অনায়াসে সমস্ত রাজত্ব হস্তগত করলেন আর রূপেশ্বর কর্ণাটক ত্যাগ করে তৎকালের পৌলস্ত দেশে চলে এলেন। সেখানে শিখরেশ্বর নামে স্থানে এক বন্ধুর সহায়তায় বসবাস শুরু করলেন তিনি।

এখানে একটু মতদ্বৈততা আছে। রামকেলি অঞ্চলের লোকশ্রুতি অনুযায়ী রূপেশ্বর কর্ণাটকের সুলতান শাসনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতেই কর্ণাটক ত্যাগ করেন। আমাদের মনে হয়, যেহেতু তাঁরা রাজবংশীয় ছিলেন তাই অস্ত্রবিশেষজ্ঞ হরিহর উদাসী ভ্রাতা রূপেশ্বরকে রাজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ পরিবারের এই অংশ মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মূল অংশের কোনও গৃহদেবতা ছিল কি না তার অনুসন্ধান আমরা করতে পারিনি। কিন্তু তা থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমরা রূপ ও সনাতনের দিকে আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ বেদ অধ্যয়ন করে কেবল খ্যাতি লাভ করলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন জগন্নাথ দেবের বড় ভক্ত। পদ্মনাভই গঙ্গার ধারে নৈহাটিতে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর পাঁচটি পুত্রের সঙ্গে আঠারোটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করেছিল। পাঁচ পুত্র হলেন পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং মুকুন্দ। এই বংশের নৈহাটি বাস নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। বর্তমানে আমাদের অভিমুখ রামকেলির দিকে। পদ্মনাভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে পঞ্চমজন মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমার। তিনি একান্তে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সাধনায় মগ্ন থাকতেন। ফলে পরিবারের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হলে কুমার নৈহাটি ত্যাগ করে বর্তমান বাংলাদেশের বালকা- চন্দ্রদ্বীপ বা যশোর অঞ্চলে চলে যান।

কুমার ভট্ট ছিলেন যথার্থ বৈষ্ণব। তাঁর গৃহ পরিক্রমারত বৈষ্ণবদের এক আশ্রয় ছিল। কুমার ব্রাহ্মণের অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে সনাতন, রূপ ও কনিষ্ঠ বল্লভের কথাই আমরা আলোচনা করব। এই তিনজনই তাঁদের মেধা ও ভক্তির জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তিনজনই গৌড়ের রাজদরবারের চাকরি গ্রহণ করে চলে এলেন মালদায়, বঙ্গভূমিতে। মনে রাখতে হবে গৌড় তখন পূর্বপ্রান্তের এক উল্লেখযোগ্য শহর আর বাংলা তখন শাসন করছেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। এখন কুমার ভট্টের তিন ভাই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে।

রূপ গোস্বামীর জন্ম ১৪৮৯-তে। সনাতন তাঁর বড় ভাই, অনুপম কনিষ্ঠ। তাঁদের পিতৃদত্ত নাম হল অমর ভট্ট (সনাতন) সন্তোষ ভট্ট (রূপ) আর বল্লভ ভট্ট (অনুপম)। পরবর্তীকালে রূপ, সনাতন ও অনুপম নাম তিনটি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য দান করেন। আর এই নামেই তিনজন পরবর্তীকালে বিখ্যাত হন। কোনও মতে রূপ বা সন্তোষ ভট্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবার ভিন্নমতে তাঁর জন্ম হয় মালদার রামকেলি গ্রামেই। আমরা সেই মতভিন্নতার মধ্যে যাব না। আমরা শুধু দেখব যে সময়ে রূপ বা সনাতন গোস্বামীর জন্ম হয় সেই সময় মালদার অনতিদূরে নদিয়া মাতিয়ে তুলেছেন নদের নিমাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবপ্রবাহের অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাঁরা গৌড় সম্রাট হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ আধিকারিক পদে যোগ্যতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করতেন। রূপ ছিলেন সুলতানের প্রধান মন্ত্রী। যাঁর নাম হুসেন শাহ দিয়েছিলেন দবির খাস। আর সনাতন ছিলেন রাজস্ব ও করমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী। হুসেন শাহ প্রদত্ত নাম সাকর মল্লিক। নিজেদের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করতেন রূপ ও সনাতন।

সাতটি ভাষায় শুধু অনায়াস আয়ত্ত ছিল না, জ্যোতিষ বিদ্যায়ও অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন তাঁরা। আচার্য রূপের কাছে দূরদূরান্ত থেকে ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহে মানুষ ছুটে আসতেন। হুসেন শাহ রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দুই ভাইয়ের উপর খুব নির্ভর করতেন। কিন্তু সুলতান একদিন তাঁদের দুজনকে দুটি ভিন্ন ধর্মীয় নাম প্রদান করলে রূপ ও সনাতন প্রমাদ গুনলেন।

রামকেলির লোকশ্রুতি অনুযায়ী দুই ভাই চিন্তা করলেন, বিধর্মীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কর্ণাটক থেকে বাংলার দিকে পরিবার নিয়ে সরে এসেছিলেন। আবার সেই বিধর্মী নাম গ্রহণ করতে হল! আমাদের নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা সুলতান সহ রামকেলিবাসীকে দেখাতে হবে। তাই তাঁরা দুই ভাই দুটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন গৃহদেবতা রূপে। প্রধান হলেন শ্রীশ্রীমদনমোহনজিউ ও রাধারানি। কৃষ্ণ এখানে কষ্টিপাথরের। রাধা ধাতুমূর্তি। এই বিগ্রহের পুজো ও সেবা করতেন আচার্য সনাতন স্বয়ং। এই মদনমোহনের বৈশিষ্ট্য হল কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা বিরাজ করলেও সখী ললিতা ও বিশাখার বিগ্রহ অনুপস্থিত। মদনমোহনের মূর্তির সঙ্গে সখীদের উপস্থিতি অনিবার্য। এই মদনমোহনের মূর্তির পাশে পৃথক সিংহাসনে বিরাজ করছেন বলরাম ও রেবতী রানি। বলরামের মূর্তি সাদা পাথরে নির্মিত আর রেবতী রানি ধাতুমূর্তি। এই বিগ্রহের সেবাপুজো করতেন আচার্য রূপ গোস্বামী স্বয়ং। তাঁর আরাধনা থেকেই কি বলরাম বিগ্রহ সেবা বৃন্দাবনে জনপ্রিয় হয়। অধুনা বাংলায় গৃহদেবতা রূপে বলরাম

পর্ব - ২৫

আজ মনে হয়, এত উচ্চদেহধারী শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ এত ছোট হবে? পুরীক্ষেত্রে রাখা তাঁর পাদুকা তো বেশ বড়! চকচকে কালো পাথরের উপর দুটি অত্যন্ত স্পষ্ট পায়ের ছাপ এখনও এ কথা ভাবায়। এই মন্দিরে আরও একটা বিগ্রহ আছে, তার প্রতিষ্ঠাও অলৌকিক।

বিগ্রহের সেবা খুব বেশি পরিবারের মধ্যে প্রচলিত নয়। যাঁদের পরিবারে দেখা যায় তাঁদের উৎস সন্ধান করলে প্রেরণা পুরুষ রূপে রূপ গোস্বামীর নাম উঠে আসবে কি? যদিও তা গবেষণার বিষয়, তবুও আমরা দেখি এই দুই গৃহদেবতা অত্যন্ত গভীর ও প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। গৃহদেবতা অনেকেরই গৃহই আলোকিত করেন কিন্তু স্বয়ং অবতার সেই গৃহদেবতার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে ভাবস্থ হন- এ ঘটনা বিরল।

১৫১৫ সাল। রূপ-সনাতন ও বল্লভ তখন রামকেলিতেই বাস করছেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য চলেছেন মালদার পাশ দিয়েই বৃন্দাবনের দিকে। সঙ্গে রয়েছেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, গদাধর পণ্ডিত ইত্যাদি পার্ষদরা। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব উপস্থিত হলেন রামকেলিতে। কেবল স্বইচ্ছায় এই দুই বৈষ্ণব ভাইকে দর্শন দানের মানসে উপস্থিত হয়েছিলেন এমনটি নয়, তিনি তিন ভাইকেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করলেন। রামকেলি-তে এক কেলি কদম্ব ও তমাল বৃক্ষের জড়াজড়ি করে অবস্থান। সেখানে শ্রীচৈতন্যদেব নিজের পা দুটি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পদযুগলের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গেল পাথরের উপর। সৃষ্টি হল শ্রীচৈতন্যের চরণমন্দির। চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন,

'শ্রীচৈতন্য কৃপানিধি আসিয়া আপনে
আত্মসাৎ কৈল হেথা রূপ-সনাতনে।'

এখানে শ্রীচৈতন্য তিন ভাইকে কেবল দীক্ষা দিলেন না, তিনি তাঁদের নতুন নাম দিলেন। অমর আর সন্তোষ গোস্বামী সনাতন ও রূপ গোস্বামীতে পরিবর্তিত হলেন। কনিষ্ঠ বল্লভের নাম হল অনুপম। এই অনুপমের পুত্র শ্রীজীবের বয়স তখন মাত্র সাত বছর। মহাপ্রভু সেই শিশু জীবের মাথায় পা রেখে ধন্য করেছিলেন তাঁকে। সেই প্রথম দর্শনেই তিন ভাইয়ের জীবন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। চৈতন্যদেব এই সময়ে তাঁদের তিন ভাইয়ের যে তিনটি নাম প্রদান করেছিলেন, তার পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়। বিধর্মী শাসকের আগ্রাসী মনোভাবকে প্রতিহত করতেই তিনি তিনটি নাম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব প্রদত্ত নামেই তিনজন বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবনের ষড় আচার্যের মধ্যে এঁরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এই সময় শ্রীচৈতন্য শ্রীমদনমোহন মন্দিরে প্রবেশ করে ভাবস্থ হয়ে যান। এই বিগ্রহ ১৫০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়। ১৫১৪-'১৫ সালে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দুজন। কিন্তু তারই মধ্যে এমন জাগ্রত হয়েছেন যে মহাপ্রভুও উদ্বেল হয়ে উঠছেন ভাবে। এই সময় রামকেলিকে তিনি 'অপ্রাকৃতিক গুপ্ত বৃন্দাবন' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। আর রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্য আগমনকে স্মরণে রাখবার জন্য তাঁদের গৃহেই শ্রীচৈতন্য, শ্রী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই দারুমূর্তি তিনটি অপরূপ বললেও কম বলা হয়। এই তিন মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে মদনমোহন ও বলরামের সঙ্গে এঁরাও পুজোলাভ করতে থাকেন। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ মন্দিরে যে চরণ দুটি আমরা দেখি তা এখন অস্পষ্ট হয়ে গেলেও চল্লিশ বছর আগে তা স্পষ্ট ছিল। সেই চরণ দুটি স্পর্শ করে প্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হয়, এত উচ্চদেহধারী শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ এত ছোট হবে? পুরীক্ষেত্রে রাখা তাঁর পাদুকা তো বেশ বড়! চকচকে কালো পাথরের উপর দুটি অত্যন্ত স্পষ্ট পায়ের ছাপ এখনও এ কথা ভাবায়। এই মন্দিরে আরও একটা বিগ্রহ আছে, তার প্রতিষ্ঠাও অলৌকিক। ভগ্নপ্রায় মন্দির যখন মেরামত করা হচ্ছিল তখন ভাঙা দেওয়ালের মধ্য থেকে এক গোপালের ধাতুমূর্তি পাওয়া যায়। মন্দিরে আজও তিনি পূজিত হয়ে আসছেন, নীল দেহবর্ণধারী গোপালমূর্তি খুবই সুন্দর। প্রকট হওয়ার আগে তিনি স্বপ্নদান করেছিলেন, 'আমি এখানে আছি সাবধানে বের করে নাও।' যেদিন বের হলেন সেদিন মন্দির দর্শনে বরানগর পাঠবাড়ি থেকে বৈষ্ণবগণ মদনমোহন দর্শনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটে। শত সাবধানতা থাকলেও হাতের কাছে একটু চোট লাগে, যা এখন রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর গৃহে শ্রীচৈতন্য এসেছেন এবং তাঁর প্রভাবে দুজন রাজকার্য প্রায় ছেড়েছেন একথা সুলতান বুঝতে পারলেন এবং রূপ ও সনাতনকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, আর চাকরি নয়। এবার বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছায় স্থির তাঁরা। কিন্তু সুলতানও তাঁদের ছাড়তে নারাজ। তাই তিনি রামকেলিকেই বৃন্দাবন গড়ে তুলতে চাইলেন। তৈরি হল বৃন্দাবনের মতো সাতটি কুণ্ড। যা আজও মন্দিরের আশপাশে অতীত স্মৃতি ঘোষণা করে। কিন্তু এত কিছু করেও বাঁধতে পারলেন না সুলতান। রূপ গোস্বামী একদিন রাতের অন্ধকারে বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা হলেন। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কোথায় গিয়েছেন তা কেউ জানেন না। এমনকি সনাতন গোস্বামীও না। একথা বিশ্বাস করলেন না সুলতান। ফলস্বরূপ সনাতনকে কারারুদ্ধ হতে হল। এখন সেই স্থানটি 'সনাতনের কারাগার' নামে চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু যে বিহঙ্গ তার বৈরাগ্যপক্ষ বিস্তার করে ফেলেছে তাঁকে সুলতান বাঁধবেন কোন মন্ত্রে? একদিন কারাগার থেকে পালিয়ে সনাতন পদব্রজে উপস্থিত হলেন কাশী। তারপরের অংশ ইতিহাস, আমরা সে আলোচনায় যাব না। আমরা দেখব যখন রূপ ও সনাতন রামকেলিতে উপস্থিত ছিলেন না তখন অনুপম গোস্বামীর পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী একটি পৃথক মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দির ও বিগ্রহ এখনও রামকেলিতে নিয়মিত পুজো পাচ্ছেন।

গোস্বামী পরিবার যখন আর এই বিগ্রহ সেবা করতে পারলেন না, শ্রীচৈতন্যের টানে সকলেই বৃন্দাবনবাসী হলেন তখন বাবা গোপাল ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক রামকেলিতে এসে বাস করতে থাকেন। তিনি বহুদিন রামকেলিতে ছিলেন এবং মদনমোহনজিউ-এর সেবা করেছিলেন। এই ব্রহ্মচারী পুরীর সন্নিকটে যাজপুরে যান এবং সেখানে বৈতরণি নদীর তীরে, বিরজা মন্দিরের পাশে এক পাণিগ্রাহী পদবিযুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের খোঁজ পান। সেই পরিবারকে তিনি রামকেলির মদনমোহন মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের পুজো ও সেবার জন্য মালদায় নিয়ে আসেন। আজও সেই পরিবার এই মন্দিরের সেবা পুজো করে চলেছেন। পুরোহিত মদন পাণিগ্রাহীর কাছে জানলাম, তাঁরা সাত পুরুষ ধরে এই মন্দিরে সেবাদান করছেন।

কথিত আছে, ত্রেতা যুগে শ্রীরাম বনবাস থেকে সীতাকে নিয়ে এই পথে ফিরে এসেছিলেন। এখানে তিনি সীতার সঙ্গে জলকেলি করেছিলেন বলে স্থানটির নাম রামকেলি। এখানে সীতা মাতৃকুলের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছিলেন গয়েশ্বরী দেবীর কাছে। আজও অনেক মেয়েরা এখানে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে উপস্থিত হন। বলা হয় রামকেলি হল একমাত্র স্থান যেখানে মাতৃশ্রাদ্ধ করা যায়। তাই এই তীর্থের মাহাত্ম্য গয়ার মতো। গয়াতে গয়াসুর শিলায় বিষ্ণুপদ চিহ্ন আর এখানে গয়েশ্বরী দেবী। তাঁর মূর্তি থাকলেও পদচিহ্ন নেই। রামকেলিতে অবস্থিত সেই ছোট মেয়েদের মতো শ্রীচৈতন্যের পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়, সত্যই এ কোনও মেয়ের পায়ের ছাপ নয়তো, হয়তো গয়েশ্বরী দেবীর। তবে এ অনুমান মাত্র। অতীতের আভাস থাকে তাকে প্রমাণের কোনও দায় নেই। তবে সব মিলিয়ে এই স্থান ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :পুরোহিত মদন পাণিগ্রাহী

গাব্বায় হতাশা বাড়ালেন বোলাররা

অস্ট্রেলিয়া-২৮/০ (১৩.২ ওভার)

ব্রিসবেন, ১৪ ডিসেম্বর : যেখানেই বল করো না কেন, সুইং তো হচ্ছে না!

কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। সবুজ বাইশ গজ। এমন অবস্থায় টস জিতে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ব্যাট করতে নেমে দুই অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা (অপরাজিত ১৯) ও নাথান ম্যাকসুইনিরা (অপরাজিত ৪) শুরু করেছিলেন লড়াই। কিন্তু সারাদিনে আর খেলা হল কই? ব্যাট-বলের যুদ্ধের একটা বড় সময়ই কাঁটা হিসেবে হাজির হয়ে প্রথম দিনের খেলার অনেকটাই ভেস্তে দিল বৃষ্টি।

পূর্বাভাস ছিল ব্রিসবেনে বৃষ্টির। সেই পূর্বাভাস মেনে সারাদিনই কখনও টিপটিপ, কখনও বা জোরে বৃষ্টি। আর বৃষ্টির দাপটেই গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনে খেলা হল মাত্র ১৩.২ ওভার। তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ বিনা উইকেটে ২৮। টিম ইন্ডিয়ার জন্য অবশ্য ১৩.২ ওভারের খেলার মধ্যেই রয়েছে আগামীর অশনিসংকেত। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের সময় টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ তাঁর সতীর্থদের বলছিলেন, বল সুইং হচ্ছে না। তাঁর মন্তব্য স্টাম্প মাইক্রোফোনে ধরা পড়েছিল। পরের কয়েক ঘণ্টায় বুমরাহর মন্তব্য ভাইরাল। টিম ইন্ডিয়ার মূল দুশ্চিন্তার বিষয় হল, ব্রিসবেনের মেঘলা আকাশের নীচে পেস বোলিংয়ের আদর্শ পরিবেশ পাওয়ার পরও ভারতীয় বোলাররা হতাশ করেছেন। বিশেষ করে মহম্মদ সিরাজ। অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টের পর ব্রিসবেনেও তাঁর এলোমেলো বোলিং ভারতীয় দলের অন্দরে হতাশা বাড়িয়েছে। সঙ্গে মহম্মদ সামিকে চাই, এমন দাবি আবারও উঠে গিয়েছে। পাশাপাশি হর্ষিত রানার পরিবর্তে প্রত্যাশিতভাবে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে ৩.২ ওভার বোলিংয়ের মাধ্যমেই নজর কেড়েছেন বাংলার আকাশ দীপ। একমাত্র তাঁর বোলিং দেখে মনে হয়েছে, খোয়াজারা আউট হতে পারেন।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে তেমন কিছু করতে পারেনি বুমরাহ। টেস্টে খেলা চালিয়ে যেতে ওকে গতি বাড়াতেই হবে। আর এটা করতে গেলে চোট পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকির। আমি ওর জায়গায় থাকলে শুধু সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে খেলার কথাই ভাবতাম।

শোয়েব আখতার

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে সুইং না পেয়ে হতাশ জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর হতাশার কথা স্টাম্প মাইক্রোফোনেও ধরা পড়ে। ব্রিসবেনে শনিবার। ছবি : এএফপি

সিরাজ হতাশার ধারাবাহিকতার পর সামি শেষ পর্যন্ত স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগে গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনের বেশিরভাগ সময়ই ভেস্তে গিয়েছে বৃষ্টিতে। যা বিরক্তি বাড়িয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া, দুই শিবিরেই। সাজঘরের বারান্দায় অধিনায়ক রোহিতের হতাশ মুখের ছবি ধরা পড়েছে বারবার। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তো আর লড়াই করা যায় না। সারাদিন ধরেই গাব্বায় ভারত-অজি টেস্ট সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলেছে আলোচনা। আর গ্যালারিতে চলেছে বিয়ার উৎসব। অস্ট্রেলিয়া তো বটেই, উপমহাদেশের বাইরে প্রায় সব দেশেই খেলার মাঝে গ্যালারিতেও সমানতালে চলে ক্রিকেট নিয়ে উৎসব। দোসর বিয়ার পার্টি। গাব্বাতেও আজ সারাদিনই তাই হয়েছে। ঋষভ পন্থের মুখোশ পরে গ্যালারিতে হাজির থাকা একাধিক ক্রিকেটপ্রেমী নজরও কেড়েছেন। বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের একই প্লেট থেকে খাবার ভাগ করে খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আজ।

আর তার মধ্যেই অক্রিকেটীয় একটি দিকও সামনে এসেছে। সৌজন্যে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের কন্যা সারা। তিনি আজ গাব্বার গ্যালারিতে হাজির ছিলেন। আচমকাই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সারাকে দেখার পর ক্রিকেট দুনিয়ায় তাঁকে নিয়ে তুমুল জল্পনা। কেন সারা হঠাৎ ব্রিসবেনে? তাহলে কি শুভমান গিলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে চলা জল্পনা নয়া মাত্রা পেতে চলেছে? জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে বৃষ্টিভেজা গাব্বা থেকে আজ সারা-শুভমানকে নিয়ে নয়া জল্পনার জন্ম হয়েছে। এদিকে, প্রথম দিনের খেলা মাত্র ১৩.২ ওভার হওয়ার কারণে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মাঠে হাজির হওয়া দর্শকদের পুরো টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অজি ক্রিকেটের নিয়ম হল, লাল বলের ক্রিকেটে সারাদিনে অন্তত ১৫ ওভার খেলা না হলে টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়।

আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ফের বৃষ্টি টিম ইন্ডিয়ার গাব্বা অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, নাকি খেলা হয়, সেটাই এখন দেখার।

নজরে

- টেস্টের বাকি চারদিন ৯৮ ওভার খেলা হবে।
- রবিবার থেকে খেলা শুরু হবে ভোর ৫.২০ মিনিটে।
- অ্যাকুওয়েদারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ।
- প্রথম দিনের খেলা মাত্র ১৩.২ ওভার হওয়ার কারণে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মাঠে হাজির হওয়া দর্শকদের পুরো টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাদেজার প্রত্যাবর্তনকে সমর্থন শাস্ত্রীর

ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তে সমালোচিত রোহিত

ব্রিসবেন, ১৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কা ছিলই।

ম্যাচের প্রথম দিনে সেই আশঙ্কাই সত্যি। বৃষ্টির দাপটে সারাদিনে মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা সম্ভব হল। মেঘলা, পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে দশ উইকেট অক্ষত রেখে অস্ট্রেলিয়া ২৮ রান তুলেছে। নতুন বলে অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগাতে না পারা নিয়ে ভারতীয় পেস ব্রিগেডের দিকে অনেকেই আঙুল তুলছেন। প্রশ্ন উঠছে, জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজদের লাইন-লেংথ নিয়ে।

প্রশ্নের মুখে টসে জিতে রোহিত শর্মার ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তও। মেঘলা আবহাওয়া, প্রথম দিনের তাজা পিচের ফ্যাক্টর মাথায় রেখেও ভারতীয় দলের যে পদক্ষেপে অবাক প্রাক্তনরা। ম্যাথু হেডেন, মাইকেল ভনের মতো অনেকের দাবি, ব্রিসবেনে প্রথমে ব্যাটিং সবসময় অ্যাডভান্টেজ। সুযোগ থাকলেও যে সুবিধা হাতছাড়া করেছে ভারত। রোহিতের যে পদক্ষেপ খুশি করবে প্যাট কামিন্সকে।

নিজের দাবির পক্ষে ম্যাথু হেডেনের যুক্তি, গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে ব্রিসবেন বৃষ্টিতে ভেসেছে। বৃষ্টির দাপুটে ইনিংসের মাঝেই পিচ প্রস্তুতি চালাতে হয়েছে। ফলে অনেক আগেভাগেই বাইশ গজ তৈরির কাজ প্রায় সেরে রাখা হয়। সেদিক থেকে মেঘলা আবহাওয়া থাকলেও তুলনামূলকভাবে প্রথম দুইদিন ব্যাটিং সহায়ক। ব্যাটাররা সুবিধা পাবে কিছুটা। বৃষ্টিজনিত দুশ্চিন্তার কারণে পিচ নিয়ে আগাম এবং অতিরিক্ত প্রস্তুতির জের পড়বে ম্যাচ যত এগোবে। পিচ ভাঙবে এবং টার্ন করবে। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে যা হাতছাড়া করেছেন রোহিত।

হেডেনের বক্তব্যের সুর মাইকেল ভনের গলাতেও। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ভারতীয় দলের কট্টর সমালোচক বলে পরিচিত ভনের দাবি, 'আমি নিশ্চিত, টস হেরে খুশিই হয়েছে প্যাট কামিন্স। ওকে সিদ্ধান্তটা নিতে হয়নি। অবশ্য ব্রিসবেনের যা ইতিহাস, প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দোলাচল থাকতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত, টসে জিতে রোহিত শর্মা ফিল্ডিং নেওয়ায় খুশিই হবে প্যাট কামিন্স।'

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ আবার মনে করছেন, 'ভয়' থেকেই রোহিত প্রথমে ব্যাটিং করতে চাননি। ম্যাকগ্রাথের কথায়, 'রোহিতের টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্তে আমি অবাক হইনি। ও শুরুতে ব্যাটিং করতে চায়নি। ঘটনা হল, টসে জিতে বোলিং নেওয়ার পর দল খারাপ পারফর্ম করলে সংবাদমাধ্যমের মনে হয় বাজে সিদ্ধান্ত। কিন্তু টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করলে সবাই বলে অধিনায়ক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ফিল্ডিং করা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মাদের বাছাই করা দলকে স্বাগত জানালেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন ব্যাটার তথা দলের হেডকোচ বিশেষ করে খুশি রবীন্দ্র জাদেজার অন্তর্ভুক্তিতে। প্রথম টেস্টে ওয়াশিংটন সুন্দর খেলেছে একমাত্র স্পিনার হিসেবে। দ্বিতীয় টেস্টে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আজ শুরু ব্রিসবেন টেস্টে অশ্বীনের বদলে জাদেজা।

শাস্ত্রীর যুক্তি, তিন বিভাগেই দক্ষ জাদেজাকে দলের বাইরে রাখা কঠিন। ব্যাটের হাত প্রশংসনীয়। স্পিন বোলিংয়ে দলকে উইকেট এনে দেবে। ফিল্ডিংয়ে জাদেজার ক্ষিপ্রতা নিয়ে সংশয় নেই কারও মনে। সবদিক বিচার করে একেবারে সঠিক টিম নির্বাচন। হর্ষিত রানার বদলে আকাশ দীপের প্রত্যাবর্তনকেও সমর্থন শাস্ত্রীর। বিশ্বাস, বাংলা রনজি ট্রফি দলের তারকা পেসার ব্রিসবেনের আবহাওয়ায় বল করা উপভোগ করবে।

অন্ধকার আকাশ। বৃষ্টির হাত থেকে টেস্ট বাঁচাতে প্রয়াস মাঠকর্মীদের।

ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলার বিরতিতে বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলকে দেখা গেল টিফিন বক্স থেকে খাবার ভাগাভাগি করে খেতে। যা দেখে অনেকেরই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। এক নেটিজেন তো বলছেন, দুইজন আলাদা মায়ের সন্তান হলেও ওরা ভারতের ছেলে।

অজিদের 'সাধু' কটাক্ষ সানির

ব্রিসবেন, ১৪ ডিসেম্বর : অ্যাডিলেড টেস্টে মেঠো বিতর্কের জের।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমর্থকদের কটাক্ষের মুখে ফের পড়তে হল মহম্মদ সিরাজকে। গোলাপি বলের টেস্টে দুইটি ঘটনায় সিরাজের আচরণ তাঁকে অজি সমর্থকদের কাছে 'ভিলেন' বানিয়ে দিয়েছে। ব্রিসবেনে আজ শুরু তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনেও টার্গেট সিরাজ।

বোলিং রানআপে ফেরত যাওয়ার ফাঁকে শুভমান গিলের সঙ্গে পরামর্শ মহম্মদ সিরাজের। শনিবার।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে যখনই বল সিরাজের কাছে গিয়েছে, গ্যালারি থেকে তীব্র কটাক্ষ ভেসে এসেছে।

ট্রাভিস হেডের সঙ্গে বিতর্কিত ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনার মুখে পড়েন। ভারতীয়দের মধ্যেও অনেকে মনে করেন সীমারেক্ষা লঙ্ঘন করেছেন সিরাজ। যদিও হরভজন সিংয়ের পর এদিন সুনীল গাভাসকার ভারতীয় স্পিডস্টারের পাশে দাঁড়ালেন। হরভজন দাবি করেছিলেন, স্লেজিং করাটা অজিদের রক্তে। একাধিকবার তাঁরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সিরাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলেও ধোয়া তুলসী পাতা নন হেড।

এদিন ঠিক সেই সুরে অস্ট্রেলিয়াকে পালটা দিলেন গাভাসকার। কিংবদন্তি ব্যাটারের দাবি, অজিরাও সাধু নয়। পালটা একহাত নিয়েছেন সিরাজের সমালোচকদেরও। প্রাক্তনের মতে, সিরাজের আচরণ নিয়ে বেশ কিছু প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার রে-রে করে উঠছে। অথচ, এই তথাকথিত 'সাধু'-দের অনেকে মাঠে অশালীন আচরণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

নিজের কলামে গাভাসকার লিখেছেন, 'হেডের বিস্ফোরক ব্যাটিং উপভোগ্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ বোলারদের জন্য অবশ্যই তা নয়। আগের বলেই ছক্কা খেয়েছিল সিরাজ। হেডের উইকেট ছিটকে দেওয়ার পর সেই ঝাঁঝটাই বেরিয়ে আসে ওর আচরণে। দুজনের ডেমিরেট পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। বাড়তি হিসেবে সিরাজের আর্থিক জরিমানা। তবে ফাস্ট বোলারদের আগ্রাসন থাকা স্বাভাবিক।'

এখানে থামেননি গাভাসকার। প্রাক্তনের মতে, হেড অ্যাডিলেডের ঘরের ছেলে। তাই সিরাজের

সিরাজ-বিতর্ক

ওরকম সেন্ড অফ নিয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অথচ, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত অ্যাসেজে এই অস্ট্রেলিয়া প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে। এরাই তখন উৎসাহ জুগিয়েছে স্বদেশীয় বোলারদের। এখন সেসব তথাকথিত 'সাধু'রা বড় বড় কথা বলছেন।

পাশাপাশি ভারতীয় দলকে অ্যাডিলেডের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। গাভাসকারের কথায়, গত রবিবার একদম ভালো কাটেনি ভারতের। অ্যাডিলেডে পুরুষ দল হেরেছে। সফরকারী ভারতীয় মহিলা দলও ব্যর্থ। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালেও যুবরা বাংলাদেশের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া করেছে। তবে সানির মতে, ব্যর্থতা ধরে বসে থাকলে হবে না। অ্যাডিলেডের ব্যর্থতা ঝেড়ে সামনের দিকে নয়া উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

গাভাসকার আরও বলেছেন, 'ভাগ্য বদলাতে হলে রোহিত শর্মা এবং তাঁর দলকে সাফল্যের ট্র্যাকে ফিরতে হবে। ভুলতে হবে অ্যাডিলেডে কী হয়েছিল। প্রতিটি হারই হতাশার। কিন্তু হারের মধ্যে ইতিবাচক দিকও থাকে। প্রথম দুই টেস্টের পর যেমন ভারতীয় শিবিরের প্রাপ্তি নীতীশ কুমার রেড্ডি। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, তা বের করে দলবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। টেস্টে ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে যা জরুরি।'

দ্বিতীয়বার অবসর আমির-ইমাদের

ইসলামাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : পাক তারকা ইমাদ ওয়াসিমের পথেই হাঁটলেন আরেক তারকা মহম্মদ আমির। শুক্রবার ইমাদ পুনরায় নিজের অবসরের কথা জানিয়েছিলেন। ২৪ ঘণ্টা পর মহম্মদ আমিরও ক্রিকেট থেকে পুনরায় অবসরের কথা ঘোষণা করেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে দুই তারকা অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার কথা জানিয়েছিলেন। কাকতালীয়ভাবে সেবারও ইমাদ ওয়াসিম ঘোষণা করার ২৪ ঘণ্টা পরে আমির ক্রিকেটে ফেরার কথা ঘোষণা করেন।

পাক তারকা আমির সমাজমাধ্যমে অবসরের কথা জানিয়ে বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। তবে আমার মনে হয়েছে, এটাই সঠিক সময় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়ার।' অবসর ভেঙে ক্রিকেটে ফেরার পর টি২০ বিশ্বকাপ খেলেছেন এই তারকা পেসার। কিন্তু তারপর আর জাতীয় দলে ডাক পাননি তিনি। একই অবস্থা ইমাদেরও। তিনিও বিশ্বকাপের পর থেকেই দলের বাইরে রয়েছেন। এদিকে, দুই তারকার অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

সমস্যার পাহাড়ে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : সমস্যার পাহাড়ে ইস্টবেঙ্গল। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে নিশ্চিতভাবে মাত্র দুই বিদেশিকে পাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

মাদিহ তালালকে এই মরশুমে আর পাওয়া যাবে না। আশঙ্কা ছিলই। এবার জানা গেল তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি চোট রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর মাদিহর মাঠে ফিরতে কমপক্ষে আট থেকে দশ মাস লাগবে। জরুরি ভিত্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রাক্তনী জনি কাউকোকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের তরফে। যদিও তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে ফিনিশ মিডফিল্ডারের এজেন্ট। আসলে ইস্টার কাশী জনিকে ছাড়তে নারাজ।

এদিকে, চোট সারাতে দেশে ফিরেছেন সাউল ক্রেসপো। কবে ফিরবেন সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। পাঞ্জাব ম্যাচেও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সার্ভিস পাবে না ইস্টবেঙ্গল। কমপক্ষে আরও দুটি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। হেক্টর ইউস্তেও এখনও সম্পূর্ণ ফিট নন। শনিবার মাঠে এলেও দুইজনের কেউই অনুশীলন করেননি। প্রস্তুতি শুরুর আগেই মাঠ ছাড়েন লাল-হলুদের দুই বিদেশি। ফলে অস্কার হাতে পাচ্ছেন কেবল ক্লেইটন সিলভা ও হিজাজি মাহেরকে। এছাড়া কার্ড সমস্যায় পাওয়া যাবে না জিকসন সিংকেও। ফলে মাঝমাঠ দাঁড় করানোই এখন চ্যালেঞ্জ অস্কারের সামনে।

২২ ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছেন পিভি সিন্ধু ও ভেঙ্কট সাই দত্ত। তার আগে শনিবার দুইজনে এনগেজমেন্ট সেরে ফেললেন। সিন্ধুর দেওয়া একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর হবু স্বামীর হাতে রয়েছে বিয়ের আংটি। এই ছবি দিয়ে তিনি কাহিল গাবরানের লেখা দুইটি লাইন পোস্ট করেছেন- 'হোয়েন লাভ বেকনস টু ইউ, ফলো হিম, ফর লাভ গিভস নট বাট ইটসেলফ'। যার অর্থ : ভালোবাসা তোমাকে ডাকলে তাকে অনুসরণ করো, কারণ ভালোবাসা শুধু ভালোবাসাই দেয়।

'আউট হতে ভয় পায় না'

বিগ ম্যাচ প্লেয়ার, হেডকে নিয়ে পন্টিং

ব্রিসবেন, ১৪ ডিসেম্বর : ভারতের কাঁটা।

বড় মঞ্চের খেলোয়াড়। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ট্রাভিস হেডের যে ক্ষমতা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে ভারতীয় দল। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের দ্বৈরথেও হেডের বিস্ফোরক ১৪১ বলে ১৪০ বেলাইন করে দেয় টিম রোহিতকে। সেই হেডকে ফের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রিকি পন্টিং।

পন্টিং বলেন, 'কিংবদন্তি হওয়ার পথে ট্রাভিস। হয়তো এখনও ওকে আপনারা কিংবদন্তির তালিকায় ফেলেননি। কিন্তু ইতিমধ্যেই অসাধারণ কিছু ইনিংস পেয়েছি ওর থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনিংসগুলি এসেছে এমন সময়ে, যখন দলের প্রয়োজন ছিল ওরকম ইনিংসের।'

গত ১৮ মাসে স্বপ্নের ফর্মে। বিশেষত ভারতকে সামনে পেলে ব্যাট যেন আরও চওড়া। ২০২৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ১৬৩ ভারতের জয়ের স্বপ্নে জল ঢেলে দেয়। ওই বছরই ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে ফের ভারতের বিরুদ্ধে ১৩৭-এর ম্যাচ জেতানো ব্যাটিং। চলতি সিরিজেও যে দাপট অব্যাহত।

পন্টিং বলেছেন, 'বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল, ফাইনাল, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, অ্যাসেজ-বড় মঞ্চে সবসময় ভরসা জুগিয়েছে দলকে। হেডের খেলার ধরন গিলক্রিস্টের মতো। তফাত বলতে টেস্টে গিলি ৬-৭ নম্বরে নামত। হেড পাঁচে।'

মেজাজটাই আসল রাজা। ব্যাট হাতে বাইশ গজে হেড তারই বড় উদাহরণ। পন্টিংয়ের কথায়, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, একই মেজাজে ব্যাট ঘোরানো। ওর আগ্রাসী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে ব্যাটিংয়ে। আউট হতে ভয় পায় না। নেতিবাচক ফলাফলের আতঙ্কে ভোগে না। ইতিবাচক মানসিকতার যে সুফল ওর পারফরমেন্সে পরিষ্কার।'

কাশ্মীর ম্যাচে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : সহজ জয় দিয়ে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে অভিযান শুরু বাংলার। পজেশনাল ফুটবলেই বাজিমাত সঞ্জয় সেনের দলের। শনিবার গ্রুপের প্রথম ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরকে ৩-০ গোলে হারাল তারা। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর কাশ্মীরকে ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে রেখেছিল বঙ্গ ব্রিগেড। প্রথম গোল রবি হাঁসদার। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে বল জালে জড়ান রবি। দ্বিতীয় গোলটি নরহরি শ্রেষ্ঠার। মাঝমাঠ থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন বাংলার গোল মেশিন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দূরপাল্লার শটে তৃতীয় গোলটি পায় বাংলা। লক্ষ্যভেদ বিক্রম প্রধানের।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রক্ষণই চিন্তা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : পরপর হারের ধাক্কায় বিপর্যস্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আশা জাগিয়ে শুরু করে বর্তমানে লিগ তালিকার শেষে রয়েছে সাদা-কালো শিবির। তার ওপর একের পর এক চোট-আঘাতে বিপর্যস্ত আন্দ্রেই চেরনিশভের দল। এমনিতেই চোটের দরুন দুই নির্ভরযোগ্য জোসেফ আদজেই ও গৌরব বোরা মাঠের বাইরে। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আফ্রিকান স্ট্রাইকার সিজার মানঝোকির নাম। চোট থাকায় শনিবার অনুশীলন করলেন না তিনি। রবিবারের ম্যাচে অনিশ্চিত তিনি।

দুই ডিফেন্ডার না থাকায় দল সাজাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে কোচ চেরনিশভকে। ফলে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, বিপিন সিং সমৃদ্ধ মুম্বই সিটি এফসি-র আক্রমণভাগকে আটকানোই বড় চ্যালেঞ্জ মহমেডানের সামনে। কোচ চেরনিশভ বলেছেন, 'দলের দুই নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডারকে ছাড়া মাঠে নামাটা খুব কঠিন। তবে গত ম্যাচে জোহেরলিয়ানা সুযোগ পেয়ে ডিফেন্সে দারুণ ফুটবল খেলেছে। এইভাবে বাকি ফুটবলারদের বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে।' প্রতি ম্যাচে গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ মহমেডান। এই প্রসঙ্গে চেরনিশভ বলেছেন, 'আমি ছেলেদের এই নিয়ে বুঝিয়েছি। আক্রমণভাগকে নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেছি।'

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম মুম্বই সিটি এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

জিম সেশনে মহমেডানের কার্লোস ফ্রাঙ্কা (বাঁয়ে) ও অ্যালেক্সিস গোমেজ।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রক্ষণ জমাট রেখেই আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা করছে মহমেডান। গোলকিপার ভাস্কর রায়ের সামনে চার ডিফেন্ডার আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের, জোহেরলিয়ানা ও ভানলালজুইডিকা রালতে খেলবে। এদের সামনে ডিফেন্সিভ স্ক্রিন হিসেবে মহম্মদ ইরশাদের পাশে মিরজালোল কাশিমভকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গেমমেকার অ্যালেক্সিস গোমেজের দুইপাশে লালরেমসাঙ্গা ফানাই ও মাকান চোটে থাকতে পারেন। আপফ্রন্টে সিঙ্গল স্ট্রাইকারে কার্লোস ফ্রাঙ্কার খেলার সম্ভাবনা।

মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে কোচ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মহমেডানের পক্ষ থেকে, যেটা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। কোচ চেরনিশভও নিজের দেওয়াল লিখনটা স্পষ্ট পড়তে পাচ্ছেন। তাই কখনও ক্লাবকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, কখনও বা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হালকা মেজাজে কথা বলে নিজের চাকরি বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা তিনি করেছেন।

সমালোচনায় কান দিও না

গুকেশকে পরামর্শ আনন্দের

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ডোম্মারাজু গুকেশকে সংবর্ধনা দিলেন সিঙ্গাপুরে ভারতের হাইকমিশনার শিল্পাক আম্বুলে। শনিবার সিঙ্গাপুরে।

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : যথার্থ অর্থেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে ডোম্মারাজু গুকেশের। বছর ১৮-র ভারতীয় দাবাড়ু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই একটি ভিডিও ঘুরছে সামাজিক মাধ্যমে। ভিডিওটি বছর দশেক আগের। যেখানে গুকেশের বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি বড় হয়ে কী করতে চাও?' উত্তরে গুকেশকে বলতে শোনা যায়, 'সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।' ভারতীয় দাবাড়ুর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব।

এরই মাঝে গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিয়ে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন রাশিয়া দাবা ফেডারেশনের সভাপতি আন্দ্রেই ফিলাটভ। তাঁর দাবি ইচ্ছাকৃতভাবেই পরাস্ত হয়েছেন চিনের ডিং লিরেন। রাশিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ভ্লাদিমির ক্রামনিক প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলার গুণগত মান নিয়ে। ভারতের আরেক কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ যদিও গুকেশকে কিছু সমালোচনা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আনন্দ বলেছেন, 'তুমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে আর সমালোচনা হবে না, তা কখনও হতে পারে না। সাফল্য পেলে সমালোচনা শুনতেই হবে। তবে সব সমালোচনাকে গুরুত্ব দিলে চলবে না। গুকেশের কৃতিত্ব, যোগ্যতা অস্বীকার করার কোনও জায়গা থাকতে পারে না। ও কতটা শক্তিশালী খেলোয়াড় দাবা অলিম্পিয়াডেই তা প্রমাণ করে দিয়েছিল।'

একইসঙ্গে গুকেশের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন আনন্দ। ওয়েস্টব্রিজ আনন্দ চেস অ্যাকাডেমির একটি পেপার কাটিং পোস্ট করেছেন। যেখানে একই ফ্রেমে রয়েছেন ভিশি ও তাঁর ছাত্ররা। পোস্টটির ক্যাপশনে আনন্দ লেখেন, 'দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে খুঁজে পাচ্ছেন?' আসলে গুকেশ তাঁর ওই অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলেন। সেকথা উল্লেখ করে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লেখেন 'প্রথম থেকেই গুকেশকে লক্ষ করতাম। সবচেয়ে শান্ত, ক্লাসে সবসময় ফোকাসড থাকত। তারপর প্রজ্ঞা, রক্ষিতা, রবিরা যোগ দেন।' অন্যদিকে গুকেশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এলন মাস্ক।

SPORT
Grand masterclass for young masters
Warning against comp dependence

১৮ মার্চ ২০১৭ সালের পেপার কাটিং সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে বিশ্বনাথন আনন্দের প্রশ্ন, দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে কি আপনারা চিনতে পারেন?

সামিকে রেখেই বিজয়ের দল

গাব্বার গ্যালারিতে হাজির শচীন তেন্ডুলকারের মেয়ে সারা। তাঁকে দেখে শুভমান গিলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বদলে মহম্মদ সামিকে হয়তো বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে দেখতে যাবে। শনিবার সামিকে রেখেই বিজয় হাজারের দল বেছে নিল বাংলার নির্বাচকরা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র পর বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাবে রয়েছেন সামি। সেখান থেকেই হায়দরাবাদে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তারকা স্পিডস্টার।

২১ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে বাংলা। ১৮ তারিখ চারমিনার শহরের উদ্দেশ্যে দল নিয়ে রওনা দেবেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তার আগে সোমবার ও মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে দুইদিন প্র্যাকটিস করবে বাংলা। ঘোষিত দলে আছেন মুকেশ কুমারও। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেই মুকেশ নেমে পড়বেন বিজয় হাজারের চ্যালেঞ্জে। অভিজ্ঞ তারকাদের মধ্যে আছেন বহু যুদ্ধের সৈনিক অনুষ্টুপ মজুমদার। আছেন অভিষেক পোড়েল, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ কাইফ, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের মতো তারকারাও। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সুদীপ ঘরামি।

খেলবেন মুকেশও

বাংলা দল : সুদীপ ঘরামি, মহম্মদ সামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সাকির হাবিব গান্ধি, অনুষ্টুপ মজুমদার, করণ লাল, অভিষেক পোড়েল, মহম্মদ কাইফ, সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, কণিষ্ক শেঠ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সক্ষম চৌধুরী, সায়ন ঘোষ, বিকাশ সিং, রোহিত কুমার, মুকেশ কুমার ও রণজ্যোৎ সিং খইরা।

সংযুক্তি সময়ের পঞ্চম মিনিটে গোল করে মোহনবাগানকে জেতালেন আলবার্তো রডরিগেজ। ছবি : ডি মণ্ডল

শেষলগ্নে নাটকীয় জয় পেল বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(ম্যাকলারেন, কামিংস ও আলবার্তো)
কেরালা ব্লাস্টার্স-২ (জিমিনেজ ও মিলোস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : ভিভিআইপি বক্সের মধ্যে টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়ল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার চিন্তাগ্রস্ত মুখটা।

এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর দুশ্চিন্তাকে খুশিতে বদলে দিলেও গোটা ম্যাচজুড়ে চিত্রনাট্য নানা চমক রেখেই সাজিয়েছিলেন ফুটবল দেবতা। জয়ের আনন্দে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ঘোষণা, ২ জানুয়ারির হোম ম্যাচে সমর্থকদের বিনামূল্যে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকবে।

দীর্ঘদিন পর গোল পেয়ে স্বস্তি জেমি ম্যাকলারেনের।

এত নাটকীয় ম্যাচ এবারের লিগে আর হয়েছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। যে ম্যাচ থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের শূন্য হাতে ফেরা নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, সেটা থেকেই ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরল তারা। আর তার জন্য ৮০ মিনিটে করা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দুইটি পরিবর্তনই বদলে দিল ম্যাচের ভাগ্য। ১-২ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় টম অ্যালড্রেডের মতো নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডারকে তুলে জেসন কামিংস ও সঙ্গে আশিক কুরুনিয়ানকে নামানোই তাঁর সেরা চাল। এই চাপ ধরে রাখতে না পেরে ৮৫ মিনিটে ২-২। আশিকের তোলা বলে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের শট পা লাগিয়ে গোলে ঠেলে দেন কামিংস। এরপর যখন এক পয়েন্টেই খুশি হতে শুরু করেছেন সমর্থকরা। তখনই সুহেল আহমেদ বাটকে নামিয়ে আরও চাপ বাড়ানো। ৯৫ মিনিটে কেরালা ব্লাস্টার্স বক্সে পায়ে পায়ে ঘুরে আসা বল বক্সের বাইরে পেয়েই দূরপাল্লার অসাধারণ শটে ৩-২ আলবার্তো রডরিগেজের। বাগানকে জয়ে ফিরতে সাহায্য করায় ম্যাচের সেরা আশিক।

এদিন শুরু থেকেই ব্লাস্টার্স মাঝমাঠে বিশেষত লোক বাড়িয়ে খেলে যাওয়ায়, জায়গাই পাচ্ছিলেন না দিমিত্রি-সাহাল আব্দুল সামাদরা। তবু প্রথম গোল মোহনবাগানের। ৩৩ মিনিটে গোলটা হল হঠাৎই। বক্সের অনেকটা বাইরে, প্রায় ২২ গজ দূর থেকে আশিস রাইয়ের শট ধরতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দেন শচীন সুরেশ। ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা জেমি ম্যাকলারেন ঠান্ডা মাথায় গোলে বলটা ঠেলে দেন শুধুমাত্র। স্ট্রাইকারদের এরকমই সুযোগসন্ধানী হতে হয় এটা আবারও বোঝালেন এই অজি তারকা। ৪৪ মিনিটে অবশ্য জেসুস জিমিনেজের ফাঁকা গোলে নেওয়া শট পোস্ট ঘেঁষে বাইরে না গেলে তখনই হয়তো মুখের হাসি মিলিয়ে যেত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কর্ণধারের। শুরুর দিকেও সুযোগ বেশি কেরালারই। মাত্র দুই মিনিটে আশিসের মিস পাস ধরে নোয়া সাদাউয়ের শট বিশাল কেইথ দুর্দান্ত বাঁচালেন। ৪ মিনিটে ফের তাঁর সেভ। এবার ছিল জিমিনেজের শট। ৫৯ মিনিটে অবশ্য নোয়ার দূরপাল্লার শট বাঁচানোটা দিনের সেরা। গোল পেয়ে মোহনবাগানের খেলা খোলার বদলে কেরালা আরও চেপে ধরে। ফলে ১-১ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই।

এদিন দলে ফিরে এসে বেশ বাজে খেললেন শুভাশিস বসু। তাঁর ভুলেই গোলশোধ কেরালার। তাঁর মিসক্লিয়ারেন্স জিমিনেজের পায়ে চলে গেলে তিনি আগের দুইটি বাজে মিসের ভুল শোধরালেন। বক্সের বাইরে থেকেই চলতি বলে নেওয়া তাঁর শট বিশালকে দাঁড় করিয়ে গোলে চলে যায়। ৭৭ মিনিটে আদ্রিয়ান লুনার ফ্রি কিক বিশালের হাত থেকে পড়ে গেলে ২-১ করেন মিলোস ড্রিংকিকের। ১১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল বাগান।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অ্যালড্রেড (কামিংস), শুভাশিস, মনবীর (সুহেল), সাহাল (থাপা), আপুইয়া, লিস্টন (আশিক), দিমিত্রিস ও ম্যাকলারেন।

অদ্ভুতভাবে বোল্ড কেন

হ্যামিল্টন, ১৪ ডিসেম্বর : ৫৯তম ওভারে ম্যাথু পটসের শেষ বলটা হালকা হাতে খেলেছিলেন কেন উইলিয়ামসন। কিন্তু বল স্টাম্পের দিকে যাচ্ছে দেখে দ্রুত ঘুরে পা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লাথিতে বল গিয়ে লাগে স্টাম্পে। টিম সাউদির বিদায়ি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪৪ রানে বোল্ড হয়ে কেনকে ফিরতে হয়। তখনই তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড প্রথম দিন শেষ করে ৯ উইকেটে ৩১৫ রান নিয়ে। দুই ওপেনার টম ল্যাথাম (৬৩) ও উইল ইয়ং (৪২) ১০৫ রান তুলে শুরুটা ভালোই করেছিলেন।

ড্র আর্সেনাল, লিভারপুলের

লন্ডন, ১৪ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেতাবের দুই প্রধান দাবিদার লিভারপুল ও আর্সেনাল শনিবার আটকে গেল। ফুলহামের বিরুদ্ধে ১৭ মিনিটে অ্যান্ড্রু রবার্টসন লাল কার্ড দেখায় লিভারপুল ১০ জন হয়ে গিয়েছিল। তার ৬ মিনিট আগেই আন্দ্রেস পেরেইরার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ৪৭ মিনিটে কোডি গাকপো সেই গোল শোধ করেন। কিন্তু ৭৬ মিনিটে রডরিগো মুনিজের গোলে ফুলহাম ফের এগিয়ে যায়। ৮৬ মিনিটে দিয়োগো জোটার গোল লিভারপুলের ঘরে এক পয়েন্ট এনে দেয়। ড্র করেও ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল শীর্ষে থাকল।

তিন নম্বরে থাকা আর্সেনাল ঘরের মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে এভার্টনের সঙ্গে। এদিন ড্র করায় দুই নম্বরে থাকা চেলসিকে টপকানোর সুযোগ হাতছাড়া হল তাদের। এক ম্যাচ বেশি খেলে গানার্সরা ১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকল চেলসির থেকে।